পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

বিষয় সূচী

পাঠ	কুরআন ও হাদিস হতে	ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা নং
	গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ		**2**
	মুখবন্ধ		**3**
20.	সুরা আল-ফিল	رَضِيَ خَشِيَ، هَدٰى، دَعَا،	**5**
21.	সুরা আল-কুরাইশ ও কাউসার	হামযাসহ ক্রিয়া: أَمَرَ، رَأٰى، أَتٰى، جَاءَ	**14**
22.	সুরা আল-মাউন	যে ক্রিয়ার দুইটি মূল অক্ষর একই : ضَلَّ، ظَنَّ	**25**
23.	সুরা আল-লাহাব	উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ভূমিকা	**31**
24.	আয়াতুল কুরসি	দ্বিতীয় মূল অক্ষরে তাশদীদ : سَبَّحَ، نَزَّلَ،كَذَّبَ	**38**
25.	আয়াতুল কুরসি	প্রথম মূল অক্ষরের আলিফ : جَاهَدَ، نَادٰى، قَاتَلَ	**45**
26.	সুরা আল-বাকারা (2: 284 -285)	প্রথম মূল অক্ষর হামযা : أَسْلَمَ، أَشْرَكَ، أَخْرَجَ	**52**
27.	সুরা আল-বাকারা (2: 286)	প্রথম মূল অক্ষর হামযা : أَضَلَّ، أَنْزَلَ، أَرْسَلَ	**62**
28.	সুরা আল-হাশর (59: 22-24)	প্রথম মূল অক্ষর হামযা : أَرَادَ، أَرٰى؛ اٰمَنَ، اٰتٰى	**71**
29.	জুমআ এর খুৎবা	ت যুক্ত করে এবং তাশদীদ দিয়ে: تَدَبَّرَ، تَذَكَّرَ، تَوَلّٰى	**83**
30.	বিতর সানুনয় প্রার্থনা-1	ت এবং ا যুক্ত করে (تَسَاءَلَ، تَدَارَسَ) এবং ان যুক্ত করে إِنْقَلَبَ	**92**
31.	বিতর সানুনয় প্রার্থনা -2	ا এবং ت যুক্ত করে (اِتَّبَعَ، اِتَّقٰى إِخْتَلَفَ)	**101**
32.	সুরা আল-আহযাব(35)	است যুক্ত করে (اِسْتَغْفَرَ, اِسْتَكْبَرَ, اِسْتَطَاعَ)	**109**
33.	ক্ষমা প্রার্থনার বড়ো দোয়া (سيد الاستغفار)	ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ : فَتَحَتْ، نَصَرَتْ، قَالَتْ، كَانَتْ	**118**
34.	সাহায্য প্রার্থনার অন্যান্য দোয়া – বাড়ি হতে বের হওয়া ও প্রবেশ	কর্ম বাচ্যীয় রূপ: فُعِلَ يُفْعَلُ، فُتِحَ يُفْتَحُ، نُصِرَيُنْصَرُ	**130**
35.	আরো কিছু আয়াত গঠনের বিশেষণ	স্থানবাচক বিশেষ্য : اِسْم ظَرْف مَكَان	**142**
36.	আরো কিছু দোয়া	رحيم، كريم، غفور গঠনের বিশেষণ	**149**
37.	বিভিন্ন সময়ের দোয়া	مرفوع، منصوب،مجرور موصوف،صفت،مضاف،مضاف اليه	**156**
38.	বিবিধ	বিশেষ্য সম্বন্ধী বাক্য ও ক্রিয়া সম্বন্ধী বাক্য جمله اسميه ،جمله فعليه	**165**
39.	কিভাবে কুরআন শুরু করতে হয়	اَلْحُرُوف اَلْمُشَبَّة بِالْفِعْل	**172**

ঠিকানা: প্লট নং . 13-6--434/B/41, সেকেন্ড ফ্লোর , অমনগর, লাঙ্গরহাউজ, HYD-500 008

অফিস নং: **040- 2351 1371 - Email: uqaheadoffice@gmail.com**

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

কার্যকরভাবে কোর্সটি কাজে লাগানোর জন্য কিছু পরামর্শ:

- এই কোর্সটি কাজে লাগানোর জন্য আপনাকে কুরআনের আরবি পড়তে পারতে হবে
- এই কোর্সটি পুরাপুরিভাবে পারস্পারিক সক্রিয় থাকার কোর্স, অতএব যা আপনি শোনেন/অধ্যয়ন করেন তা অনুশীলন করবেন ।
- আপনি ভূলে গেলেও কোনো সমস্যা নাই, কারণ প্রথমে ভূল না করে কেউই শিখতে পারে না।
- যিনি বেশী অনুশীলন করবেন তিনি বেশী শিখতে পারবেন যদিও সে ভূল করে।
- গুরুত্বপূর্ণ আচরণবিধিটি মনে রাখুন:

  I listen, I forget. I see, I remember. I practice, I learn. I teach, I master.

- জ্ঞানার্জনের ৩টি স্তর মনে রাখুন:
  - মনোযোগ ছাড়াই শ্রবণ করা; আপনি শুধু শব্দই শুনবেন।
  - যত্ন হীন বা সন্দেহযুক্ত শ্রবণ। আপনার শিক্ষা গ্রহণের সক্ষমতা সম্বরন্ধ শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে!
  - পারস্পারিক সক্রিয়তার সঙ্গে শ্রবণ; আন্তরিকভাবে শ্রবণ; সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রীতিমাফিক জবাব দান।

- প্রতিটি পাঠের শেষে ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বিষয়বস্তু প্রধান পাঠ এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়; কারণ তাতে কোর্সটি জটিল হয়ে যাবে, এবং সুরা আরাম্ভ করার পূর্বেই আলাদাভাবে ব্যাকরণ পড়াতে হবে। প্রধান পাঠ্য অংশের ব্যাকরণ অংশ গড়ে তুলবে আপনার আরবি শব্দের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান। কয়েকটি পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর, সুরা ও দোয়া পাঠকালে ব্যাকরণ শেখার উপকারিতা বুঝতে পারবেন।

নিম্ন উল্লেখিত ৭টি বাড়ির কাজ করতে ভুলবেন না:

তেলাওয়াতের জন্য ২টি:

1. মূল কুরআন (মুসহাফ) হতে কম পক্ষে ৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত।
2. হাঁটা বা রান্না ার সময় কম পক্ষে ৫ মিনিট মুখস্ত থাকা কুরআন আবৃত্তি করা।

পাঠ করার জন্য ২টি:

3. কম পক্ষে ১০ মিনিট এই বইটি পাঠ করুন, নবিশদের জন্য।
4. যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে ৩০ মিনিট শব্দার্থ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা বা সীট অধ্যয়ন করুন, তবে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে বা পরে অধিকতর ভাল। আল্লাহর নিকট অঙ্গিকার করুন যে আপনি সব সময় শব্দার্থ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা বা সীট আপনার সঙ্গে রাখবেন।

অন্যের কথা বলা বা শ্রবণ করার জন্য ২টি:

5. mp3 ফাইল বা টেপ শ্রবন করা যার মধ্যে শব্দার্থসহ এই ধরণের তেলাওয়াত আছে। যখন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন বা সংসারের টুকিটাকি কাজ করছেন তখন এটা শুনতে পারেন। এই কোর্সের বক্তৃতাগুলো আপনি রেকর্ড করে নিতে পারেন এবং সময়মত শ্রবণ করতে পারেন।
6. এই পাঠে আপনি যা শিখেছেন সে সম্বন্ধে আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মী এর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

এটা ব্যবহারের সর্বশেষ কাজ:

7. প্রতিদিন সুন্নাত ও নফল নামায পড়ার সময় কুরআনের শেষের ১০টি সুরা পর্যায়ক্রমে তেলাওয়াত করা। এটা এই কারণে একই বারবার পড়াব বন্ধ করতে হবে।

দুইটি অতিরিক্ত বাড়ীর কাজ করার ও পরামর্শ দেওয়া হলো। এতে শুধু সানুনয় প্রার্থনা আছে:

(i) আমার নিজের জন্য رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ; এবং

(ii) আপনার বন্ধুদের জন্য, "আল্লাহ যেন আমাদেরকে এবং তাদেরকে কুরআন শিখতে সাহায্য করেন"।

শিক্ষা গ্রহণ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া, এবং কাউকে শিক্ষা দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে তাকে শিক্ষকে রূপান্তরিত করা।

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, এবং কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর নবী মুহাম্মদ সঃ এর প্রতি যিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন (নিজে) শিখে এবং শিক্ষা দেয়" (অন্যদেরকে)।

আমি আশা করি যে ইতিমধ্যেই আপনারা আল্লাহর সাহায্যে কোর্স-১ সম্পন্ন করেছেন। আমরা এখন কোর্স-২ আরম্ভ করি। এই কোর্সে ব্যবহার্য তেলাওয়াতসহ আপনারা ১৪০টি শব্দ শিখবেন যা কুরআনে পাওয়া যাবে প্রায় ১৫০০০ বার। এইভাবে দুইটি কোর্স সমাপ্ত করার পর, আপনারা শিখবেন প্রায় ২৫০টি শব্দ যা কুরআনে পাওয়া যাবে প্রায় ৫৫,০০০ বার (কুরআনের ৭০% শব্দ)। এর পর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, কুরআন বুঝা আপনাদের খুব সহজ হয়ে যাবে।

এই কোর্সের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হলো এই যে, কুরআনে যে সমস্ত অংশ সাধারণত তেলাওয়াত করা হয়, এই কোর্সটি তারই উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যে সব অংশ কদাচিৎ তেলওয়াত করা হয় সে সব অংশ হতে নির্বাচন করা নয়। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে আরবি শিক্ষা আরম্ভ করা হয়েছে এই সব অংশ ব্যবহার করে। এই নীতির কয়েকটি সুবিধা আছে।

1. একজন মুসলিম সালাতের মধ্যে প্রতিদিন পুনরাবৃত্ত করে আরবি শব্দ ১৫০ থেকে ২০০ বার অথবা ৫০টি বাক্য। এই বাক্যগুলি যদি সে বুঝে নিতে পারে, তাহলে সে আরবি ভাষার গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশী রকমের চেষ্টা ছাড়ায় পরিচিত হয়ে যেতে পারবে।
2. আল্লাহর সঙ্গে নামাযে কথা বলার মাধ্যমে সে অনুশীলন করার একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে!
3. প্রথম পাঠ হতেই সে এর উপকারিতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করবে।
4. অচিরেই সে তার সালাতে মনোযোগীতা, নিমগ্নতা এবং আল্লাহর সহিত আসক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি অনুভব করতে পারবে।

কোর্স-২ এ নিম্নে বর্ণিত পাঠ্য নির্বাচন করা হয়েছে:

- সুরা : আল-ফিল, কুরাইশ, মাউন, লাহাব, অর্থাৎ কুরআনের সব শেষের ১০টি সুরা হতে যা কোর্স-১ এ অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, হাদিসে যাদের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন: সুরা বাকারার শেষের আয়াত, আয়াতুল কুর্‌সি, সুরা হাশরের শেষের আয়াত, খুতবায় যে ৩টি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, ইত্যাদি।
- দুইটি বিশেষ আয়াত যেখানে ব্যাকরণের নিয়ম নিহিত আছে। আল-আহযাব, আয়াত ৩৫ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের জন্য) এবং আল-হাজ্জ, আয়াত ৪৬ (বিযুক্ত বহুবচনের জন্য) ।
- সচরাচর ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক দোয়াও এই কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইহাদের মধ্যে বিতর নামাযে পঠনীয় দোয়া কুনুত, বাড়ী হতে বের হওয়া ও বাড়ীতে প্রবেশ করার দোয়া, মসজিদ হতে বের হওয়া, মসজিদে প্রবেশ করা, বাজারে প্রবেশ করা, আলোচনার শেষের দোয়া, গাড়ীতে আরোহন করা, ইত্যাদি। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে সমস্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু সেটা কোর্সটিকে দীর্ঘ করে দিবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, আমাদের পরিকল্পনা সমস্ত দোয়ার জন্য একটা আলাদা কোর্স করা।

- সব শেষে দেওয়া হয়েছে, কিছু সংখ্যক নির্বাচিত বিভিন্ন আয়াত। এই আয়াত গুলির মধ্যে রয়েছে প্রয়শ দৃ ষ্ট কিছু সংখ্যক শব্দ যা কোর্স-১ ও কোর্স-২ এ অন্তর্ভূক্ত নাই।

উপরে উল্লেখিত পছন্দকৃ ত আয়াত গুলি প্রতিটি পাঠের প্রথম অংশেই শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পাঠে থাকে ব্যাকরণ। কিছু লোক চিন্তা করে থাকেন যে, এই কোর্সে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ শেখানো হয়। আমরা এখানে নিবেদন করতে চাই যে, কোর্সের প্রায় ৪০% ব্যাকরণ। কোর্স-১ এ, ব্যাকরণের অপরিমিত পরিভাষা ব্যবহার না করেও আমরা ব্যাকরণের অনেক বিষয় শিখেছি। এই নিয়মে, লোকজন আরবি শেখার ব্যাপারে ঘাবড়ায় না এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। আরবি ব্যাকরণের বিষয়ে যারা জ্ঞান লাভ করেছেন, আমরা বলতে পারি যে, আমরা শিখেছি স্বতন্ত্র সর্বনাম, সংযুক্ত সর্বনাম, সম্বন্ধসূচক অব্যয়, শব্দের প্রকার ভেদ, অতীতকাল, বর্তমানকাল, অনুজ্ঞাভাব, না-সূচক ক্রিয়া, কর্তা-বিশেষ্য, কর্ম-বিশেষ্য, ক্রিয়া-বিশেষ্য, ক্রিয়ার বিভিন্ন প্যাটার্ন, যেমন: فتح، نصر، ضرب، سمع, দুর্বল অক্ষরের ক্রিয়া, যেমন: مثال এবং أجوف। যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম সেখান হতে কার্স-২ আরাম্ভ করা হবে।

যে পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখানো হয় সেটি এই কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। যেহেতু এই কোর্সের উদ্দেশ্য হলো অনুবাদের মাধ্যমে পাঠককে কুরআন বুঝতে সাহায্য করা, এই কোর্সে 'তাসরীফ'(মূল হতে শব্দ গঠন করা) এর উপর বেশী মনোনিবেশ করা হয়েছে। 'সমগ্র শারীরিক সক্রিয়তা' (TPI) একটি নতুন কিন্তু শক্তিশালী কৌ শল যা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূ প, বিশেষ্য এবং সর্বনাম শিক্ষা দিতে প্রবর্তন করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে এটি একটি প্রাথমিক কোর্স এবং অবশ্যই আপনারা পরবর্তীতে কালে আরবি ব্যপকরণের উচচতর পুস্তক পাঠ পারেন।

ঠিক কোর্স-১ এর মতই, কোর্স-২ টিও আপনাদের নিকট আকর্ষণীয়, সহজ ও কার্যকর বলে মনে হবে। আল্লাহ যেন আমাদের এই নগণ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, পরিবার, সমাবেশ বা যেখানে সম্ভব এই কোর্সটি প্রবর্তন ও সংগঠিত করতে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, যাতে মুসলিমগণ সালাতে ও তিলাওয়াত এর সময় কুরআন বুঝতে আরাম্ভ করেন।

এই কোর্সটি তৈরি, অনুবাদ, সম্পাদনা এবং রেকর্ড করতে বিপুল সংখ্যক লোক আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ যেন তাঁদের যথাযোগ্য প্রতিদান দেন, বিশেষ করে উম্মু আয়মান, মি. কুররুম কুরেইসি, মি. তারিক আজিজ, মি. মহসিন সিদ্দিকি, আল-ফালা মনজিল এর টিম, মি. আমির ফয়েজি, মি. দালিলুদ্দিন খান এবং মি. যুবাইর। আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের ধৈর্যশীলতা ও এই সহযোগীতা করার জন্য আল্লাহ যেন প্রতিদান দেন, এই কাজের কারণে তদেরকে আমি সময় দিতে পারি নাই, পারিবারিক কজেও তাদেরকে সাহায্য করতে পারি নাই।

কোর্স-২ এর এটাই প্রথম ইংরেজি সংস্ক রণ। অনুবাদে ভুল থাকতে পারে। কোনো সহৃয় ব্যক্তি যদি কোনো ভুল পেয়ে থাকেন আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্ক রণে সংশোধন কওে নেব।

আব্দুল আজিজ আব্দুর রহিম
মে ২১, ২০১২
abdulazeez@understandquran.com
www.understandquran.com

<table><tr><td>এই পাঠ শেষে, আপনারা শিখতে পারবেন
১৩৪ টি শব্দ যা কুরআনে ৪১,২৬৭ বার এসেছে</td></tr></table>

<table><tr><td>কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন</td></tr></table>

পাঠ -২০: সুরা আল- ফিল

ভূমিকা: এই সুরাটি মক্কী সুরা, যেখানে হস্তিবাহিনীর সঙ্গীদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আব্রাহা ইয়েমেন এর একজন খৃ ষ্টান শাসক ছিল। সকল আরবদেরকে মক্কায় হজ্জ করতে আসতে দেখে সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল। সে ইয়েমেন এর রাজধানী সানআয় একটি বিশাল গির্জা তৈরি করেছিল যাহাতে সকল আরব ইয়েমেন এ আসে। ফলে সেই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি সাধন হবে। সে কাবাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং তাই সে ৬০,০০০ সৈন্য কিছু সংখ্যক হাতি নিয়ে যাত্রা করে। তখনকার যুগে কোনো বাহিনীতে হাতি থাকাটা বৃ হৎ শক্তির চিহ্ন বহন করতো, যেমন আজকাল ট্যাংক আছে। সেই কারণে তার বাহিনীকে হস্তিবাহিনী বলা হয়। মক্কার অদুরে মিনা উপত্যকায় এই বাহিনীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। ঐ বছরই হযরত মুহাম্মদ সঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

∞أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (1)							
হাতির সঙ্গীদের সহিত ?			তোমার প্রতিপালক	করলেন	কিভাবে	তুমি দেখ নাই	কি
الْفِيْلِ	أَصْحَابِ	بِ		আচরণ করলেন	كَيْفَ		88 هَلْ : কি
হাতি	সাথি صَاحِب (وَاحِد)	সহিত, দ্বারা			حَالُكَ : তুমি কেমন আছ		
অনুবাদ : তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কেমন ব্যবহার করেছিলেন হস্তিবাহিনীর সঙ্গে ?							

- ➢ تَرٰى = তুমি দেখ বা তুমি দেখবে. لَمْ + تَرٰى = لَمْ تَرَ : তুমি দেখ নাই.
- ➢ এখানে সমস্ত জগতের প্রতিপালক বিষয়টির ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা যদি অন্য রকম কিছু চিন্তা করি, তাহলে তা কত অসম্মানজনক ও অভদ্রতা হবে ?: أَسْتَغْفِرُ الله
- ➢ এখানে অন্তর্নিহিত সাবধানবাণী অনুভব করুন এবং অন্য পরাশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।
- ➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পরিচালিত করুন ইতিহাস অধ্যয়ন করে শিক্ষা নিতে।

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (2)					
বৃথার মধ্যে ?		তাদের ষড়যন্ত্র		তিনি করেন নাই	কি ?
تَضْلِيْلٍ	فِيْ	هُمْ	كَيْدَ	لَمْ + يَجْعَلُ = لَمْ يَجْعَلْ তিনি করেন নাই	
বৃথা	মধ্যে	তাদের	ষড়যন্ত্র		
অনুবাদ : তিনি কি করেন নাই তাদের ষড়যন্ত্র বৃথা করে দেন নাই ?					

كَادَ ،كَادُوْا ، كِدْتَّ،كِدْتُّمْ ، كِدْتُّ،كِدْنَا
يَكِيْدُ ،يَكِيْدُوْنَ ، تَكِيْدُ ،تَكِيْدُوْنَ ،
أَكِيْدُ ،نَكِيْدُ
كِدْ ،كِيْدُوْا ، لَاتَكِدْ ،لَا تَكِيْدُوْا   كَائِد ، مَكِيْد ، كَيْد
(كَادَتْ، تَكِيْدُ)

- ➢ আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো ষড়যন্ত্র কি সফল হবে ? যারা আল্লাহর ব্যাপারে অমনোযোগী, বোকামী করে তারাই চিন্তা করতে পারে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে বা আল্লাহর পাকড়াও থেকে পরিত্রান পাবে।

➢ কেবলমাত্র আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। সুরা তারিকে আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْداً * وَأَكِيْدُ كَيْداً * তারা কৌশল করে আমিও কৌশল করি।

<table>
<tr><td>اَبَابِيْلَ (3)</td><td>طَيْرًا</td><td>عَلَيْهِمْ</td><td colspan="2">وَّ أَرْسَلَ</td></tr>
<tr><td>ঝাঁকে ঝাঁকে</td><td>পাখি</td><td>তাদের বিরুদ্ধে</td><td colspan="2">এবং তিনি পাঠালেন</td></tr>
<tr><td></td><td>যা উড়ে, طَيَّارَة : উড়োজাহাজ</td><td></td><td>যাকে পাঠানো হয়েছে: رسول</td><td>وَ : এবং</td></tr>
<tr><td colspan="5">অনুবাদ : এবং তিনি পাঠালেন তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি</td></tr>
</table>

- আল্লাহর অগণিত বাহিনী আছে। তিনি তাদের যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন, এমন কি ভাইরাশ যা অদৃশ্য। কয়েক বছর পূর্বে বিশ্বব্যাপি বিমান চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল 'সায়াইন ফ্লু ও বার্ড ফ্লু এর কারণে।
- اَصْحَابُ الْفِيْلِ কে ধ্বংস করার জন্য, আল্লাহ ছোট পাখি ব্যবহার করেছিলেন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন যে কোনো একভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন। যেহেতু তারা অহঙ্কার করেছিল যে বেশ কিছু হাতিসহ ৬০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে লজ্জিত করার জন্য তাদেরকে পরাভূত করলেন সামান্য পাখি দ্বারা ।

<table>
<tr><td colspan="2">مِّنْ سِجِّيْلٍ (4)</td><td>بِحِجَارَةٍ</td><td>تَرْمِيْهِمْ</td></tr>
<tr><td>পোড়া কাদা/ মাটি</td><td>হতে</td><td>পাথর দ্বারা</td><td>তাদেরকে আঘাত করে</td></tr>
<tr><td colspan="2">সِجِّيْلٍ পোড়া মাদা/ মাটি</td><td>حَجَر : حِجَارَة = পাথর
اَلْحَجَرُ الْأَسْوَد : কালো পাথর</td><td>رَمَى ، يَرْمِي ، اِرْمِ
হজ্জের সময় শয়তানকে রামি করা (رمي)</td></tr>
<tr><td colspan="4">অনুবাদ : তাদেরকে পোড়া মাটির পাথর মেরে আঘাত করলেন.</td></tr>
</table>

- এই পাখিগুলি তিনটি করে নুড়ি পাথর এনেছিল, ২টি পায়ের নখরে ও ১টি ঠোঁটে এবং সৈন্যদের উপর উহা বর্ষণ করতে আরাম্ভ করল। যখনই নুড়ি পাথর কাউকে আঘাত করে, তার মাংস পুড়ে গিয়ে পচ্তে থাকে।
- বাস্তব অনুশীলন: ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড আপনার চক্ষু বন্ধ করুন এবং ৬০,০০০ বাহিনীর একটি সৈন্যের আর্তনাদ ও চিৎকারটি কল্পনা করুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যে তাঁর অবাধ্যতা হতে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছেন।
- এমন কি আজকালও, যারা আল্লাহর আদেশ পালনে অবজ্ঞা করে, তাদের ভয় উচিৎ যে আল্লাহ তাদেরকে যে কোনোভাবেই পাকড়াও করতে পারেন, যেমন: খাদ্যে বিষক্রিয়া, গাড়িতে দুর্ঘটনা, হোঁচট খাওয়া, পড়ে যাওয়া, ইত্যাদি। আমরা পুরাপুরিভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ। আমরা আল্লাহর দয়ার কারণেই বেঁচে আছি।

101

<table>
<tr><td>مَّأْكُوْلٍ (5)</td><td colspan="2">كَعَصْفٍ</td><td colspan="3">فَجَعَلَهُمْ</td></tr>
<tr><td>ভক্ষিত (খাদ্য)</td><td colspan="2">খড়-কুটার মত</td><td colspan="3">অতএব তিনি তাদেরকে বানালেন</td></tr>
<tr><td rowspan="2">مَظْلُوم : যিনি অত্যাচারিত
مَغْضُوب : যে তীব্র ক্রোধে আক্রান্ত
مَأْكُول : যা ভক্ষণ করা হয়েছে</td><td>عَصْف</td><td>كَ</td><td>هُمْ</td><td>جَعَلَ</td><td>فَ</td></tr>
<tr><td>খড়-কুটা</td><td>كَمَا : মত</td><td>তাদেরকে</td><td>তিনি বানালেন</td><td>অতএব</td></tr>
<tr><td colspan="6">অনুবাদ : অতএব তিনি তাদেরকে বানালেন ভক্ষিত (যা খাওয়া হয়েছে) খড়-কুটার মত</td></tr>
</table>

أَكَلَ، أَكَلُوْا ، أَكَلْتَ، أَكَلْتُمْ ، أَكَلْتُ، أَكَلْنَا   يَأْكُلُ، يَأْكُلُوْنَ ،

تَأْكُلُ، تَأْكُلُوْنَ ، اكُلُ، نَاكُلُ

كُلْ، كُلُوْا ، لَا تَأْكُلْ، لَا تَأْكُلُوْا ،   آكِل، مَأْكُوْل ،

أَكْل ، (أَكَلَتْ، تَأْكُلُ)

➢ খাওয়ার সময় যা কিছু একটি পশুর মুখ হতে পড়ে যায় তাহাই চিবানো খড়-কুটা অথবা যবেহ করার পর একটি পশুর পেটে যা কিছু আমরা দেখি।
➢ চিন্তা করে দেখুন কিছুক্ষণ পূর্বে তারা তাদের শক্তিমত্তার জন্য কি রকম অহঙ্কার করেছিল এবং তারপর আল্লাহ তাদেরকে বানালেন ঘৃ ণিত চিবানো খড়-কুটা যার দৃ শ্য খুবই বিরক্তিকর। কল্পনা করুন ক্রমেই পচতে থাকা হাজার হাজার এই মৃ ত দেহের কথা এবং এগুলির ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা; অনুভব করুন গুরুতর আল্লাহর শাস্তির কথা।
➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামার্থ দান কর যাতে আমরা এই সুরা হতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যেমন:

1. যদি এই ঘটনা সত্য না হতো, তাহলে তখনকার আরবরা মুহাম্ম সঃ এর বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ আনতেন। ঘটনাটি একত্ববাদের নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং একক এবং মুহাম্ম সঃ এর আহ্বানটি ছিল তৌহিদের প্রতি।
2. এই ঘটনাটি কাবা এর উঁচুমর্যাদার নিদর্শন বহন করে; আল্লাহ ওটাকে রক্ষা করেছেন উপরে বর্ণিত অলৌকিক কার্যের মাধ্যমে।
3. যারা আজকাল এককভাবে বা দলেবলে, বাড়ীর মধ্যে বা বাইরে অনৈতিক ও অন্যায় কাজ করছে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী নহেন; তিনি ইচ্ছা করলে নিমেষের মধ্যে তারেকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বিবেক খাটিয়ে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন ।
4. এই সুরা অধ্যয়নকালে ক্ষণিকের জন্য আল্লাহর অপরসীম ক্ষমতার কথা চিন্তা করুন এবং মনে মনে অনুভব করুন আল্লাহর আমরা কত ছোট ও দুর্বল।

ব্যাকরণ:

টিপিআই ব্যবহার করে ব্যাকরণ শিখুন (দেখ, চিন্তা কর, বল, দেখাও,...)

পূর্ববর্তী কোর্সের **পাঠ ১৭** হতে, আমরা ক্রিয়ার আকৃ তির বিশেষ দিক শিখে আসতেছিলাম, فَتَحَ (ف) ، نَصَرَ (ن) ، ضَرَبَ (ض) ، سَمِعَ (س). এই পাঠে আমরা শিখব ঐ সমস্ত ক্রিয়া যার শেষের মূল অক্ষরটি দুর্বল অক্ষর। উদাহরণ স্বরূপ, دَعَا ، هَدٰى ، خَشِيَ ، رَضِيَ. আপনি এই ৪টি শব্দ মনে রাখতে পারেন এই বাগধারার মাধ্যমে: ডাকো (دَعَا) পথনির্দেশের জন্য (هَدٰى) আশা ও ভয়সহ (خَشِيَ) যাতে আল্লাহ খুশি হন (رَضِيَ) তোমার উপর.

প্যাটার্ন বা নমুনা **دَعَا** **তিনি ডেকেছিলেন** (د ع و) دَعَا **205**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: دَعَا ، يَدْعُوْ ، أُدْعُ ، دَعْوَة		فعل مضارع		فعل ماضي	
		সে ডাকে/ ডাকবে	يَدْعُوْ	সে ডেকেছিল	دَعَا
فعل نهى	فعل أمر	তারা ডাকে/ ডাকবে	يَدْعُوْنَ	তারা ডেকেছিল	دَعَوْا
তুমি ডেকো না لَا تَدْعُ	তুমি ডাকো أُدْعُ	তুমি ডাক/ ডাকবে	تَدْعُوْ	তুমি ডেকেছিলে	دَعَوْتَ
তোমরা ডেকো না لَا تَدْعُوْا	তোমরা ডাকো أُدْعُوْا	তোমরা ডাক/ ডাকবে	تَدْعُوْنَ	তোমরা ডেকেছিলে	دَعَوْتُمْ
আহ্বানকারী : دَاعِى		আমি ডাকি/ ডাকব	أَدْعُوْ	আমি ডেকেছিলাম	دَعَوْتُ

যাকে ডাকা হচ্ছে: مَـدْ عُـوّ	আমরা ডাকি/ ডাকব نَـدْ عُـوْ	আমরা ডেকেছিলাম دَ عَـوْنَـا	
ডাকা/ প্রার্থনা করা : دُ عَـا ء	সে (স্ত্রী) ডাকে/ ডাকবে تَـدْ عُـوْ	সে (স্ত্রী) ডেকেছিল دَ عَتْ	

238 **هَدٰى** (ه د ي) তিনি পথ দেখিয়েছিলেন প্যাটার্ন বা নমুনা: دَعَا

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: هَدٰى، يَهْدِيْ، هِدَايَة اِهْدِ
هَدٰى	সে পথ দেখিয়েছিল	يَهْدِيْ	সে পথ দেখায়/ দেখাবে	
هَدَوْا	তারা পথ দেখিয়েছিল	يَهْدُوْنَ	তারা পথ দেখায়/ দেখাবে	فعل أمر / فعل نهى
هَدَيْتَ	তুমি পথ দেখিয়েছিলে	تَهْدِيْ	তুমি পথ দেখাও/ দেখাবে	اِهْدِ তুমি পথ দেখাও / لَا تَهْدِ তুমি পথ দেখাবে না
هَدَيْتُمْ	তোমরা পথ দেখিয়েছিলে	تَهْدُوْنَ	তোমরা পথ দেখাও/ দেখাবে	اِهْدُوْا তোমরা পথ দেখাও / لَا تَهْدُوْا তোমরা পথ দেখাইও না
هَدَيْتُ	আমি পথ দেখিয়েছিলাম	أَهْدِيْ	আমি পথ দেখাই/ দেখাব I	هَادٍ যিনি পথ দেখান :
هَدَيْنَا	আমরা পথ দেখিয়েছিলাম	نَهْدِيْ	আমরা পথ দেখাই/ দেখাব	مَهْدِيّ যাকে পথ দেখানো হয়:
هَدَتْ	সে (স্ত্রী) পথ দেখিয়েছিল	تَهْدِيْ	সে (স্ত্রী) পথ দেখায়/ দেখাবে	هُدًى، هِدَايَة : পথ প্রদর্শন

57 **رَضِيَ** (ر ض و) তিনি রাজি হয়েছিলেন প্যাটার্ন বা নমুনা دَعَا

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: رَضِيَ، يَرْضٰى، اِرْضَ، رِضْوَان
رَضِيَ	সে রাজি হয়েছিল	يَرْضٰى	সে রাজি হয়/ হবে	
رَضُوْا	তারা রাজি হয়েছিল	يَرْضَوْنَ	তারা রাজি হয়/ হবে	فعل أمر / فعل نهى
رَضِيْتَ	তুমি রাজি হয়েছিলে	تَرْضٰى	তুমি রাজি হও/ হবে	اِرْضَ তুমি রাজি হও / لَا تَرْضَ তুমি রাজি হও না
رَضِيْتُمْ	তোমরা রাজি হয়েছিলে	تَرْضَوْنَ	তোমরা রাজি হও/ হবে	اِرْضَوْا তোমরা রাজি হও / لَا تَرْضَوْا তোমরা রাজি হও না
رَضِيْتُ	আমি রাজি হয়েছিলাম	أَرْضٰى	আমি রাজি হই/ হব	رَاضٍ যিনি রাজি হয়েছেন:
رَضِيْنَا	আমরা রাজি হয়েছিলাম	نَرْضٰى	আমরা রাজি হই/ হব	مَرْضَاة যাকে রাজি করা হয়েছে :
رَضِيَتْ	সে (স্ত্রী) রাজি হয়েছিল	تَرْضٰى	সে (স্ত্রী) রাজি হয়/ হবে	رِضْوَان সম্মতি/ রাজি :

প্যাটার্ন বা নমুনা دَعَا　　সে ভয় করেছিল　　(خ ش ي)　　خَشِيَ　　**48**

فعل ماضي		فعل مضارع	
خَشِيَ	সে ভয় করেছিল	يَخْشٰى	সে ভয় করে/ করবে
خَشُوْا	তারা ভয় করেছিল	يَخْشَوْنَ	তারা ভয় করে/ করবে
خَشِيْتَ	তুমি ভয় করেছিলে	تَخْشٰى	তুমি ভয় কর/ করবে
خَشِيْتُمْ	তোমরা ভয় করেছিলে	تَخْشَوْنَ	তোমরা ভয় কর/ করবে
خَشِيْتُ	আমি ভয় করেছিলাম	أَخْشٰى	আমি ভয় করি/ করব
خَشِيْنَا	আমরা ভয় করেছিলাম	نَخْشٰى	আমরা ভয় করি/ করব
خَشِيَتْ	সে (স্ত্রী) ভয় করেছিল	تَخْشٰى	সে (স্ত্রী) ভয় করে/ করবে

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমূহ:
خَشِيَ، يَخْشٰى ، اِخْشَ ، خَشِيَّة

فعل أمر		فعل نهى	
اِخْشَ	ভয় (তুমি) কর	لَا تَخْشَ	ভয় (তুমি) কর না
اِخْشَوْا	ভয়(তোমরা) কর	لَا تَخْشَوْا	ভয় (তোমরা) কর না

যিনি ভয় করেন : خَاشٍ

যাকে ভয় করা হয়: مَخْشِيٌّ

ভয়/ ভীতি : خَشِيَّة

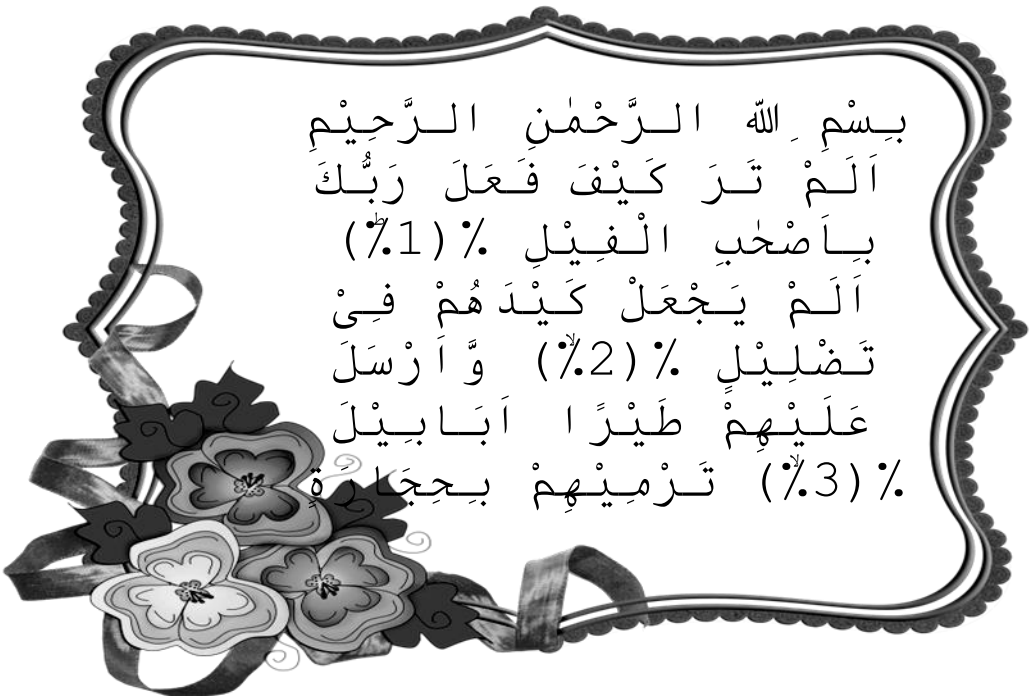

পাঠ ২০: সুরা আল-ফিল

1. নিম্নের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:.

∞أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (1)

أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ (2) وَّ أَرْسَلَ

عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ (3) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

مِّنْ سِجِّيْلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ (5)

2a: আব্‌রাহা কেন মক্কা আক্রমণ করেছিল ?

2b: কেন তার সৈন্য বাহিনীকে বলা হয় “হস্তি বাহিনী”?

2c: কি ভাবে আল্লাহ “হস্তি বাহিনী কে ধ্বংস করেছিলেন ?

2d: কি ভাবে এই সুরার শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি?

3 ক্রিয়াটি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়া দিয়ে আরবিতে ঘরগুলি পুরণ করুন:

নমুনা/ প্যাটার্ন _______ ___________ (د ع و) دَعَا **205**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: دَعَا ، يَدْعُوْ ، أُدْعُ ، دَعْوَة		فعل مضارع	فعل ماضى
فعل نهى	فعل امر		
:			
:			
:			

নমুনা/ প্যাটার্ন ______ __________ (ه د ي) هَدٰى **238**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: هِدَايَةً هُدًى، يَهْدِيْ، اِهْدِ		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل امر		
:			
:			

:		

নমুনা/ প্যাটার্ন _______ ___________ خ ش ي خَشِيَ 48

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমূহ: خَشِيَ، يَـخْشٰى ، اِ خْشَ، خَشِيَّـة		فعل مضا رع	فعل مـا ضي
فعل نـهى	فعل امـر		
:			
:			
:			

নমুনা/ প্যাটার্ন _______ ___________ ر ض ي رَضِيَ 57

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমূহ: رَضِيَ، يَـرْضٰى ، اِ رْضَ ، رِضْوَ ان		فعل مضا رع	فعل مـا ضي
فعل نـهى	فعل امـر		
:			
:			

:		

4. অনুবাদ করুন বাংলায়:

4a.	وَ ا دْ عُـو هُ	
4b.	يُـدْ عُـوْنَـنِـي إِلَـيْـهِ	
4c.	و يَـهْـدِيْـهِمْ إِلَـيْـهِ	
4d.	**أَتَـخْشَوْنَـهُمْ**	
4e.	**لِـيَـرْضُوكُمْ**	

5. অনুবাদ করুন আরবিতে:

5a. এবং আমি তোমাদের সবারই উপর সন্তুষ্ট	
5b. আপনি তাদের উপর সন্তুষ্ট	
5c. এবং তোমরা সবাই আমাকে ভয় কর	
5d. এবং তোমরা সবাই তাদেরকে ডাকো	
5e. তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে ডাকে	

পাঠ- ২১: সুরা আল-কুরাইশ এবং সুরা আল-কাওসার

এই পাঠ সমাপান্তে আপনারা শিখবেন ১৪০ টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে পাওয়া যাবে ৪২,৪৯৮ বার।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

ভূমিকা: এটি মাক্কি সুরা। ইহাতে আল্লাহ (I) স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাদের শুধু আল্লাহরই ইবাদত করা উচিত, কারণ তিনি তাদেরকে সবকিছুই দিয়েছেন।

ইব্‌রাহিম (υ) তাঁর ছেলে ঈসমাইল (υ) কে নিয়ে মক্কায় কাবা-গৃহ নির্মাণ করেন এবং বসবাস করার জন্য ঈসমাইল (υ) কে সেখানে রেখে যান। কুরাইশ উপজাতি ঈসমাইল (υ) এর অধস্তন বংশধর। কুরাইশগণ ছিলেন কাবা-গৃহের তত্ত্বাবধানকারী। বনি হাশিম কুরাইশদেরই একটি গোত্র ছিল; যাদের মধ্য হতে মুহাম্মদ (□) এর জন্ম। মক্কার জায়গা-জমি শিলাময় ও অনুর্বর এবং চাষাবাদ বা কৃষির অনুপোযোগী। তাদের জীবন-ধারণের জন্য কুরাইশদেরকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণ করতে হতো। শীতকালে তারা দক্ষিণের ইয়েমেন এর দিকে ভ্রমণ করতো এবং গ্রীষ্মকালে উত্তরের সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এর দিকে দিকে ভ্রমণ করতো। সেই যুগে, ভ্রমণকালে লুণ্ঠন এবং অনিরাপত্তা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। তবে কুরাইশরা এই সব ব্যাপারে নিরাপদ ছিল। কেন ? কারণ কুরাইশগণ ছিলেন কাবা-গৃহের তত্ত্বাবধানকারী। মানুষ তাদেরকে সম্মান করতো। যে কারণে তারা নিরাপদে ব্যবসা পরিচালনা করতো এবং তারে জীবনধারণের সামগ্রী অর্জন করতো। তাই আল্লাহ তাদেরকে স্মরাণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনুগ্রহের কথা। এই সুরাটি শ্রবণ করুন এবং কুরাইশদের একজন সদস্য হিসাবে নিজেকে কল্পনা করুন।

∞أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

(%1) % قُرَيْشٍ	لِإِيْلٰفِ
কুরাইশদের	**নিরাপত্তার জন্য**
	নিরাপত্তা : اِيْلٰفِ — **জন্য :** لِ
অনুবাদ : কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য	

وَالصَّيْفِ (%2) %	الشِّتَآءِ	رِحْلَةَ	إِلٰفِهِمْ
এবং গ্রীষ্মকালের	**শীতকালের**	**ভ্রমণ**	**তাদের নিরাপত্তা**
		সুখের ভ্রমণ : رِحْلَة سَعِيدَة	هِمْ **তাদের** — إِيلَاف **নিরাপত্তা**
অনুবাদ : তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালের ভ্রমণের নিরাপত্তা–			

- যেমনটি ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, কুরাইশগণ শীতকালে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণ করতো দক্ষিণ দিকে কারণ সেখানে তখন অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়া থাকতো এবং গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে কারণ সেখানে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা আবহাওয়া থাকতো।
- এই সকল ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণে যে লোকজন কাবা এবং যারা এর তত্ত্বাবধান করতো তাদেরকে সম্মান করতো। আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছাড়া, তারা আক্রান্ত হতে পারত এবং তাদের মালধন লুট হয়ে যেতে পারত এবং তারা কিছুই করতে পারত না।
- তাদের ব্যবসা, তাদের মালধন, তাদের কল্যাণ সবকিছুই আল্লাহর ঘর, কাবার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

65 الْبَيْتِ (%3) %	هٰذَا	رَبَّ	فَلْيَعْبُدُوْا

ঘর/ গৃহ	ইহা/ এই	রব/ প্রতিপালক	অতএব তারা ইবাদত করুক		
هٰذَا الْبَيْتِ : এই ঘরের			يَعْبُدُوا	لِ	فَ
			তারা ইবাদত করে	করুক	অতএব
অনুবাদ : অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রভূর					

- আল্লাহর নির্দেশের প্রেক্ষিতে ইব্রাহিম (ں) কাবা-গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে যাতে কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা হয়। কুরাইশগণ কাবার মধ্যে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং তাদের পুজা করা আরাম্ভ করে দেয়। সেই কারণে তাদেরকে বলা হয় একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে এবং তাঁর সাতে কাউকে সম্পৃক্ত করা না হয়।
- নির্দেশটি ছিল গৃহের ইবাদত নয়, বরং গৃহের প্রভূর ইবাদত করতে অর্থাৎ আল্লাহ। আমরা মুসলিমগণ কাবার ইবাদত করি না। আমরা ওটাকে কিব্লা (দিক) এবং কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট মাথা নত করি।
- কুরআনের আয়াত হতে শিক্ষা গ্রহণ করার একটি পথ হলো সেগুলির ব্যাপারে গভিরভাবে চিন্তা করে দেখা যে কি ভাবে উহাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। উপরের আয়াতটি সম্বন্ধে আমরা একটু চিন্তা করি। আমরাও বাস, ট্রেন, মটরগাড়ি উড়োজাহাজে ভ্রমণ করি। আমাদের ভ্রমণগুলি সাধারনত নিরাপদ এবং ঝামেলা-মুক্ত। আল্লাহ আমাদেরও সুখ-শান্তি অনুমোদন করেছেন। অতএব, আমরাও প্রার্থনা করি: হে আমাদেরকে সামর্থ দান কর যেন আমরা আপনার অনুগ্রহের শুক্‌রিয়া আদায় করতে পারি এবং কেবলমাত্র তোমার নিকটেই চাই।

مِّنْ خَوْفٍ (٤) ٪	وَّ اٰمَنَهُمْ		مِّنْ جُوْعٍ		أَطْعَمَهُمْ الَّذِيْ	
ভীতি হতে	**এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে**		**খুধা হতে**		তাদেরকে খাইয়েছেন	যিনি
	أَمِنَ : সে শান্তিতে ছিল اٰمَنَ : তিনি শান্তি দিয়েছেন/ সে বিশ্বাস করেছে		جُوْعٍ	مِّنْ	طَعَام: খাদ্য طَعَمَ: সে খেয়েছিল أَطْعَمَ : তিনি খাইয়েছিল	
	هُم	اٰمَنَ / وَّ				
	তাদেরকে	তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন / এবং	খুধা	হতে		
অনুবাদ: যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।						

112

خَافَ، خَافُوْا ، خِفْتَ، خِفْتُمْ ، خِفْتُ، خِفْنَا   يَخَافُ، يَخَافُوْنَ ،
تَخَافُ، تَخَافُوْنَ ، أَخَافُ، نَخَافُ

خَفْ، خَافُوا ، لَاتَخَفْ، لَاتَخَافُوْا   خَائِف، مَخُوْف، خَوْف
(خَافَتْ، تَخَافُ)

- একটি মরুভূমিতেও আল্লাহ কুরাইশদের জন্য খাদ্যের সংস্থান করেছেন যেখানে কোনো কিছুই জন্মায় না। ব্যবসাই তাদের একমাত্র রুজি-রিজিকের সম্বল।
- আল্লাহ আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের খাদ্য ও পানীয় এর সংস্থান করছেন, কুরাইশদের জন্য যা ছিল তার থেকে অনেক বেশী। আল্লাহ আমাদেরকে শুধুমাত্র খাদ্য দিয়েছেন তা নয়, তিনি আমাদেরকে সামর্থ দিয়েছেন এই খাদ্য খাওয়ার, হজম করার, এবং ইহা হতে শক্তি সংগ্রহ করে জীবন উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।
- এমন কি আজকালও, পৃথিবীতে এমন হাজার হাজার লোক আছে যাদের খাদ্য নাই। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় এক বিলিয়ন লোক আছে যাদের খাদ্য নাই। প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ক্ষুধায় একজন লোক মারা যাচ্ছ (বছরে ৩০ মিলিয়ন)।

- পরিবার ও বাড়ির এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপত্তাও দিয়েছেন। অতএব আমরা প্রার্থনা করি: হে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন ভীতি-মিশ্রিত বিনয়ের সহিত আপনার ইবাদত করতে পারি, সঠিক সময়ে যেন ইবাদত করতে পারি। আমাদেরকে সাহায্য করুন যেন আমরা যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি এবং সেই মোতাবেক কাজ করতে। আমাদেরকে সাহায্য করুন যেন আমরা অন্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি। হে আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন সামর্থ্য যাতে আমরা শুকরিয়া আদায় স্বরূপ এই বাণী অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারি।

সুরা আল-কাউসারঃ

ভূমিকাঃ এই সুরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল, যখন মুশরিকরা নবী (ﷺ) এর প্রতি ঘোর শত্রু ছিল, এবং ইসলামের বন্ধ করার জন্য সকল ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি করতো। এই সময়ই নবী (ﷺ) এর একজন পুত্র মৃত্যুবরন করেন। অবিশ্বাসীরা এতে খুব খুশি হয়, এই মনে করে যে নবী (ﷺ) এর পর ইসলামের জন্য কাজ করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ এই সুরাতে তার জবাব দিয়েছেন।

∞أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ/

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٪(1)		
আল-কাউসার	আমরা তোমাকে দিয়েছি	নিশ্চয় আমরা
প্রচুর কল্যাণ : الْكَوْثَرَ	كَ তোমাকে	أَعْطٰى : তিনি দিয়েছিলেন أَعْطَيْنَا : আমরা দিয়েছি
		إِنَّ : নিশ্চয় إِنَّآ : নিশ্চয় আমরা
অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়েছি আল-কাউসার।		

- আল্লাহ অনেক ভালো জিনিস দিয়ে নবী (ﷺ) কে এই দুনিয়াতে অনুগৃহিত করেছেন এবং পরকালেও করবেন। এই দুনিয়াতে, আল্লাহ তাঁকে তাঁর নবী বানিয়েছেন এবং তাঁর নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অলৌকিক হিসাবে থাকবে। তাঁকে উত্তম সাহাবি τ দ্বারাও অনুগৃহিত করেছেন। পরকালেও, নবী (ﷺ) অনেক ভালো জিনিস দ্বারা অনুগৃহিত হবেন। উদাহরণ স্বরুপ কাউসার ঝরণা এবং কাউসার পুকুর। কাউসার পুকুরটি এমন একটি পানির পুকুর যা হাশরের ময়দানের বিরাট এলকা জুড়ে থাকবে, পুনরুত্থানের পর যেখানে সকল মানুষ জমায়েত হবে। নবী (ﷺ) মুমিনদেরকে পান করতে দিবেন। তবে যারা সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন কেবল তারাই পানীয় গ্রহণের এই সওযোগ পাবে।
- নবী (ﷺ) হতে বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে একটি সুযোগ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরুপ, তিনি আমাদেরকে তাঁর উম্মৎ বানিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে কুরআন দিয়েছেন।
- হে আল্লাহ! আপনি আপনার প্রিয় নবী (ﷺ) এর হাতে কাউসার ঝরণা হতে পানি গ্রহণের আমাদেরকে সুযোগ করে দিন এবং সুপারিশও আমাদেরকে দান করুন।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٪(2)						
অতএব প্রার্থনা করুন		তোমার রবের নিকট			এবং কুরবানী করুন	
فَ	صَلِّ	لِ	رَبِّ	كَ	وَ	انْحَرْ
অতএব	প্রার্থনা/ সালাত	নিকট/ জন্যে	রবের	তোমার	এবং	কুরবানী করুন
অনুবাদ: অতএব প্রার্থনা করুনতোমার রবের নিকট এবং কুরবানী করুন						

- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই ইচ্ছা দান করুন যেন কথায় এবং কর্মে তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি । কথার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় এর অর্থ হলো তাঁকে স্বরণ করা এবং অন্যদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। কর্মের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় হলো তাঁকে খুশি করার জন্য তাঁর পথে ধন-সম্পদ খরচ করা, সময়, সক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি খরচ করা ।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সক্ষমতা দান করুন তোমার নিকট প্রার্থনা করার এবং তোমার গুণ-গৌরব বর্ণনা করার। আমাদেরকে সক্ষমতা দান করুন তোমার পথে সবকিছু উৎসর্গ করার যাতে তুমি খুশি হও। আমাদেরকে সেই ইচছা দান করুন যাতে আমরা সময় হলে সব ধরণের কাজকর্ম,যেমন ঘুম, খেলা করা, দুনিয়া-দারির কাজ ইত্যাদি।

(٪3) ٪ الْأَبْـتَـرُ	هُـوَ	شَـانِـئَكَ		إِنَّ
নির্বংশ	সে	তোমার শত্রু		নিশ্চয়
		كَ	شَـانِـئَ	
		তোমার	শত্রু	
অনুবাদ: নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ।				

- أَبْـتَـرُ সেই যে বিচ্ছিন্ন, শিকড় বিহীন; সন্তানাদি-বিহীন লোক, তার মৃত্যুর তার নাম লওয়ার কেউ থাকবে না।
- আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ঐ সময়, এটা কেউ চিন্তাই করতে পারেনি যে মুশরিক নেতারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকাল, কেউ তাদের প্রশংসা করে না অপর পক্ষে কোটি কোটি লোক আছে যারা মুহাম্মদ (□) কে ভালোবাসে। তারা দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে এবং মসজিদ হতে আজানের মাধ্যমে প্রকাশ্যে দিনে ৫ বার ঘোষণা করে যে তিনি আল্লাহর রাসুল।
-
- এমন কি আজকালও, কেউ যদি কার্টুনের মাধ্যমে বা মিথ্যা গল্প লিখে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বা যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদেরকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এই ধরণের অপকর্মকারীর মৃত্যুও করুণ মৃত্যু হবে এবং চিরকাল দোজখে পুড়বে।
- শুধু মাত্র তারাই সফলকাম হবে যারা রাসুল (□) কে ভালোবাসে এবং তাঁকে মেনে চলে।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সক্ষমতা দান করুন যেন আমরা রাসুল (□) কে ভালোবাসি এবং তাঁকে মেনে চলি, যাতে আমরা এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সফলকাম হতে পারি। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যেন জান্নাতে তাঁর সাহচার্য পেতে পারি ।

سُوْرَةُ (106) ۞ آيَـاتُـهَـا 4
قُـرَيْـشٍ ۞ رُكُـوْعُـهَـا 1

بِـسْمِ اللهِ الـرَّحْمٰنِ الـرَّحِيْمِ
لِإِيْـلٰـفِ قُـرَيْـشٍ ٪ (٪1) اِلٰـفِـهِـمْ
رِحْـلَـةَ الـشِّتَـآءِ وَ الـصَّيْـفِ ٪ (٪2)
فَـلْـيَـعْـبُـدُوْا رَبَّ هٰذَا الْـبَـيْـتِ
٪ (٪3) الَّـذِىٓ اَطْـعَـمَـهُـمْ مِّـنْ

ব্যাকরণ:

ব্যাকরণ শিখুন **TPI** ব্যবহার করে (দেখুন, চিন্তা করুন, বলুন, দেখান......) ।

গত কোর্সের পাঠ-১৭ হতে আমরা শিখতেছিলাম ক্রিয়া রূপের বিশেষ প্যাটার্নগুলি: فَـتَـحَ (ف) ، نَـصَرَ (ن) ، ضَـرَبَ (ض) ، سَمِـعَ (س). এই পাঠে, আমরা শিখব ঐ সকল ক্রিয়া যার একটি মূল অক্ষর হামজা। উদাহরণ স্বরূপ, أَمَـرَ ، رَأَى ، أَتَـى ، جَـاءَ . কখনো কখনো হামজা দুর্বল অক্ষরের মত কাজ করে।

তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন (أ م ر) أَمَـرَ **231**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ		فـعـل مـضـا رع		فـعـل مـا ضـي	
أَمَـرَ ، يَـأْمُـرُ ، مُـرْ ، أَمْـرٌ		তিনি নির্দেশ দেন	يَـأْمُـرُ	তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন	أَمَـرَ
فـعـل نـهـي	فـعـل أمـر	তারা নির্দেশ দেয়	يَـأْمُـرُوْنَ	তারা নির্দেশ দিয়েছিল	أَمَـرُوْا
তুমি নির্দেশ দিও না لَا تَـأْمُـرْ	(তুমি) নির্দেশ দাও مُـرْ	তুমি নির্দেশ দাও	تَـأْمُـرُ	তুমি নির্দেশ দিয়েছিলে	أَمَـرْتَ
তোমরা নির্দেশ দিও না لَا تَـأْمُـرُوْا	(তোমরা) নির্দেশ দাও مُـرُوْا	তোমরা নির্দেশ দাও	تَـأْمُـرُوْنَ	তোমরা নির্দেশ দিয়েছিলে	أَمَـرْتُـمْ
যে নির্দেশ দেয় : آمِـرٌ		আমি নির্দেশ দেই	آمُـرُ	আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম	أَمَـرْتُ
যাকে নির্দেশ দেওয়া হয় : مَـأْمُـوْرٌ		আমরা নির্দেশ দেই	نَـأْمُـرُ	আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম	أَمَـرْنَـا
নির্দেশ : أَمْـرٌ		সে (স্ত্রী) নির্দেশ দেয়	تَـأْمُـرُ	সে (স্ত্রী) নির্দেশ দিয়েছিল	أَمَـرَتْ

أَمَـرَ প্যাটানের অন্তর্ভূক্ত

সে দেখেছিল (ر أ ى) رَأَى **271**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ		فـعـل مـضـا رع		فـعـل مـا ضـي	
رَأَى ، يَـرَى ، رَ ، رَأْيٌ		সে দেখে	يَـرَى	সে দেখেছিল	رَأَى
فـعـل نـهـي	فـعـل أمـر	তারা দেখে	يَـرَوْنَ	তারা দেখেছিল	رَأَوْا
তুমি দেখবে না لَا تَـرَ	(তুমি) দেখো رَ	তুমি দেখ	تَـرَى	তুমি দেখেছিলে	رَأَيْـتَ
তোমরা দেখবে না لَا تَـرَوْا	(তোমরা) দেখো رَوْا	তোমরা দেখ	تَـرَوْنَ	তোমরা দেখেছিলে	رَأَيْـتُـمْ
যে দেখে : رَاءٍ		আমি দেখি	أَرَى	আমি দেখেছিলাম	رَأَيْـتُ
যাকে দেখা হয় : مَـرْءِيٌّ		আমরা দেখি	نَـرَى	আমরা দেখেছিলাম	رَأَيْـنَـا
দেখার কাজ : رَأْيٌ		সে (স্ত্রী) দেখে	تَـرَى	সে (স্ত্রী) দেখেছিল	رَأَتْ

أَمَـرَ প্যাটানের অন্তর্ভূক্ত
ইহারও একটি দুর্বল অক্ষর আছে।

সে এসেছিল (أ ت ى) أَتَـى **274**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ		فـعـل مـضا رع		فـعـل مـا ضـي	
أَتَـى ، يَـأْتِـي ، اِيْـتِ ، اِتْـيَـا ن		সে আসে	يَـأْتِـي	সে এসেছিল	أَتَـى
فـعـل نـهـى	فـعـل أمـر	তারা আসে	يَـأْتُـوْنَ	তারা এসেছিল	أَتَـوْ ا
তুমি আসবে না لَا تَـأْتِ	(তুমি) আস اِيْـتِ	তুমি আস	تَـأْتِـي	তুমি এসেছিলে	أَتَـيْتَ
তোমরা আসবে না لَا تَـأْتُـوْ ا	(তোমরা) আস اِيْـتُوْ ا	তোমরা আস	تَـأْتُـوْنَ	তোমরা এসেছিলে	أَتَـيْـتُمْ
যে আসে : اٰتٍ		আমি আসি	اٰتِـيْ	আমি এসেছিলাম	أَتَـيْتُ
যার আসা হয় : مَـأْتِـيٌّ		আমরা আসি	نَـأْتِـي	আমরা এসেছিলাম	أَتَـيْـنَـا
আসার কাজ : اِتْـيَـا ن		সে (স্ত্রী) আসে	تَـأْتِـي	সে (স্ত্রী) এসেছিল	أَتَـتْ

أَمَـرَ প্যাটানের অন্তর্ভূক্ত
ইহারও একটি দুর্বল অক্ষর আছে।

সে এসেছিল (ج ى أ) جَـا ءَ **278**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ		فـعـل مـضا رع		فـعـل مـا ضـي	
جَـا ءَ ، يَـجِـيْءُ ، جِئْ ، جَيْءٌ		সে আসে	يَـجِـيْءُ	সে এসেছিল	جَـا ءَ
فـعـل نـهـى	فـعـل أمـر	তারা আসে	يَـجِـيْـئُـوْنَ	তারা এসেছিল	جَـا ءُ و ا
তুমি আসবে না لَا تَـجِـئْ	(তুমি) আস جِئْ	তুমি আস	تَـجِـيْءُ	তুমি এসেছিলে	جِـئْـتَ
তোমরা আসবে না لَا تَـجِـيْـئُـوْ ا	(তোমরা) আস جِيْـئُـوْ ا	তোমরা আস	تَـجِـيْـئُـوْنَ	তোমরা এসেছিলে	جِـئْـتُمْ
যে আসে : جَـاءٍ		আমি আসি	أَجِـيْءُ	আমি এসেছিলাম	
এই ক্রিয়ার কর্ম নাই		আমরা আসি	نَـجِـيْءُ	আমরা এসেছিলাম	جِـئْـنَـا
আসার কাজ : جَـيْءٌ ، مَـجِـيْءٌ		সে (স্ত্রী) আসে	تَـجِـيْءُ	সে (স্ত্রী) এসেছিল	جَـا ءَتْ

পাঠ -২১ : সুরা আল-কুরাইশ ও সুরা আল-কাউসার

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

∞أَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ⁄ ∞بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ⁄

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ٪ (٪1)

إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ (٪2) ٪

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٪3) ٪

الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٪4) ٪

∞أَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ⁄ ∞بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ⁄

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٪ (٪1)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٪ (٪2)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٪ (٪3)

2a. কুরাইশ কে ? ইহা কিভাবে রাসুল সঃ এর সম্পর্কযুক্ত ?

2b. বিভিন্ন ঋতুতে কুরাইশগণ ব্যবসা উদ্দেশ্যে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করতেন ?

2c. কাবা ঘর হতে তারা কিভাবে উপকার পেতেন ?

2d. সুরা আল-কুরাইশ হতে কি শিক্ষা আমরা পেতে পারি ?

2e. 'কাউসার' এবং 'আব্‌তার' এর অর্থ কি ?

2f. সুরা আল-কাউসার হতে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ?

3 ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়া দিয়ে আরবিতে ছকটি পুরণ করুন:

231 أَخَذَ أ م ر __________

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি أَمَـر ، يَـأْمُـرُ، مُـرْ، أَمْـرٌ		فـعـل مـضـا رع	فـعـل مـــاضي
فـعـل نــهـى	فـعـل أمـر		
:			
:			
:			

271 رَأى ر أ ي __________ প্যাটার্ন এর নাম ______

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি رَأى ، يَـرٰى، رَ ، رَأْيٌ		فـعـل مـضـا رع	فـعـل مـــاضي
فـعـل نــهـى	فـعـل أمـر		
:			
:			
:			

274 أَتٰــى أ) ت __________ প্যাটার্ন এর নাম __________

(ى

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি أَتٰـى ، يَـأْتِـيْ ، اِيْـتِ ، اِتْـيَـان		فعـل مـضارع	فعـل مـاضي
فعـل نـهى	فعـل أمـر		
:			
:			

প্যাটার্ন এর নাম ________ ____________ (ج ى أ) جَـاءَ **278**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: جَـاءَ ، يَـجِـيْءُ ، **جِئْ** ، **جَـيْءٌ**		فعـل مـضارع	فعـل مـاضي
فعـل نـهى	فعـل أمـر		
:			
:			

4. নীচের শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন:

4a. إِذْ أَمَرْتُكَ	
4b. وَ تَرَوْنَهُمْ	
4c. وَ إِئْتِنَا	
4d. وَجِئْتُكُمْ	
4e. أَ تَأْمُرُوْنَ	

5. নীচের বাক্যগুলি আরবিতে অনুবাদ করুন:

5a. তিনি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছেন;	
5b তোমরা কি সবাই দেখেছিলে?	
5c. সে তোমাদের সবারই নিকট এসেছিল।	
5d. আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে।	
5e. আল্লাহ উহাই নির্দেশ দিয়েছেন	

এই পাঠ সমাপ্ত হলে,
আপনারা শিখবেন ১৪৭টি নতুন শব্দ,
যা কুরআনে ৪২,৯৬১ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২২: সুরা আল-মাউন

ভূমিকা: এই সুরাটি মক্কী জীবনে নাযিল হয়। এই সুরাতে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সময়ের কুরাইশ নেতাদের চরিত্র খুবই খারাপ ছিল, যদিও তারা তাদেরকে খুবই ধার্মিক মনে করতো, বিশেষ করে তারা কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক থাকার কারণে। তাদের খারাপ চরিত্র হওয়ার কারণ হলো তারা পরকালে বিশ্বাস করতো না।

যখন এই ধরণের সুরা এবং আয়াত আমরা তিলাওয়াত করি, আমাদের পরীক্ষা দেখা দরকার যে এ ধরণের কোনো দোষ আমাদের মধ্যে আছে কি না বা এমন কি তার কোনো চিহ্ন। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিৎ এই সমস্ত খারাপ গুণের বিপরীত গুণ অর্জন করা।

∞أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

بِالدِّيْنِ ٪ (٪1)		يُكَذِّبُ	الَّذِيْ	أَرَأَيْتَ
প্রতিফল দিবসকে		সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	তাকে	তুমি কি দেখেছ
বিচার	জীবন ব্যবস্থা		الَّذِي ، الَّذِيـنَ (pl)	أَ + رَأَيْتَ
অনুবাদ: তুমি কি তাকে দেখেছ যে প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?				

- ➢ যে লোক পরকালকে বিশ্বাস করে না এবং তা অস্বীকার করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ চরিত্র ও আচরণের লোক। পরকালকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, সে বুঝতে পারে নাই যে তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। অতএব, তার নিকট থেকে আমরা ভালো কিছু আশা করতে পারি না।
- ➢ হে আল্লাহ! আমাদের পরকালের বিশ্বাস এবং প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে দাও। হে আল্লাহ! খারাপ চিন্তা, শয়তানের ফিসফিসানি ও কাজ হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

الْيَتِيْمَ ٪ (٪2)	يَدُعُّ	الَّذِيْ	فَذٰلِكَ
ইয়াতিমকে	সে তাড়িয়ে দেয়	সেই	অতএব ঐ লোক
অনুবাদ: অতএব সে সেই লোক যে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় ইয়াতিমকে ।			

- ➢ ইয়াতিম সমাজের একজন দুর্বল সদস্য। কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করে দেখুন, ইয়াতিম হিসাবে একজন শিশুর জীবন কি রকম হতে পারে। তার অসহায়তা ও বঞ্চনার কথা অনুভব করুন।
- ➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের একজনের মত বানিয়ে দিন যারা ইয়াতিমদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে এবং তাদেরকে সহায়তা করে।
- ➢ সাহাল বিন সা'দ (τ) হতে বর্ণিত, রাসুল (□) বলেছেন যে আমি এবং যে লোক ইয়াতিমকে সহায়তা করে (অর্থাৎ তাদের সমস্যা দেখাশুনা করে ও সুব্যবস্থা করে দেয়) বেহেশ্‌তের মধ্যে এরকম হবে (এবং তিনি দেখালেন তাঁর প্রথমা ও মধ্যমা আঙ্গুল পাশাপাশি করে) (বুখারী, ৫৬৫৯)।

23 الْمِسْكِيْنِ ٪ (٪3)	27 عَلٰى طَعَامِ		وَلَا يَحُضُّ		
অভাবগ্রস্ত/ মিশ্‌কিনদের	খাদ্যের ব্যাপারে		এবং উৎসাহ দেয় না		
(pl) مِسْكِيـن مَساكِيـن	طَعَام	عَلٰى	يَحُضُّ	لَا	وَ
	খাদ্য	ব্যাপারে	উৎসাহ দেয়	না	এবং
	খাওয়ানোর ব্যাপারে		এবং উৎসাহ দেয় না		
অনুবাদ : এবং উৎসাহ দেয় না অভাবগ্রস্ত/ মিশ্‌কিনদের খাদ্যের ব্যাপারে।					

- ➢ আজকালও দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ আছে যারা খাদ্যাভবের কবলে পড়ে আছে।

➢ لَا يَحُضُّ : উৎসাহ দেয় না , অর্থাৎ, অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দেওয়ার কথা অন্যদেরকে বলে না; কারণ তখন নিজেকেও খাদ্য দিতে হবে! এমন কি অভাবগ্রস্তদের অবস্থা জেনেও, সে নিজে চুপ থাকে বা আমোদ ফুর্তিতে মেতে থাকে। সে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে না, বা এই অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে না।

➢ আব্দুল্লাহ বিন সালাম τ হতে শুনেছেন যে, তিনি রাসুল (□) বলেছেন: হে মানুষ 'সালাম প্রদান' জনপ্রিয় কর, অভূক্তকে খাওয়াও, আত্মীয়তার অধিকার পুরণ কর এবং সালাতের জন্য জেগে উঠ যখন অন্যেরা ঘুমে (অর্থাৎ রাতের সালাত), তাহলে তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (তিরমিযি)।

➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামর্থ্য দান কর যেন আমরা গরিবদেরকে খাদ্য দিতে পারি এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

سَاهُوْنَ (5)	عَنْ صَلَاتِهِمْ	هُمْ	الَّذِيْنَ	لِّلْمُصَلِّيْنَ (4)	40 فَوَيْلٌ
অমনোযোগী	তাদের সালাত হতে	তারা	যারা	যারা সালাত আদায় করে	অতএব ধ্বংস
سَاهٍ ، سَاهُوْنَ (বহুবচন)					
অনুবাদ: অতএব ধ্বংস ঐ সব নামাজিদের জন্য, যারা সালাত হতে অমনোযোগী,					

➢ سَجدة سَهو ঐ সিজদাকে বলা হয় যখন সালাতে আমাদের কোনো ভুল হয়ে যায় তখন যে সিজদা দেওয়া হয় তাকে। মনোযোগী . سَاهٍ তাকে বলা হয় যে অমনোযোগী, এবং سَاهُوْنَ হচ্ছে এর বহুবচন।

➢ মক্কার মুশরিকগণ হাত-তালি ও শিষ দিতো যখন কাবায় সালাত আদায় করা হতো। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন সালাত সম্বন্ধে অনবহিত। অতএব তারা এই কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

➢ এটি একটি দুঃখজনক ব্যাপার যে আজকালও কিছু মুসলিম সালাত সঠিকভাবে আদায় করে না। তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে না; কোনো সময় সালাত আদায় করে, কোনো সময় সালাত আদায় করে না। তারা অলসভাবে সালাত আদায় করে; সঠিক সময় পার হওয়ার পর কোনো সময় সালাত আদায় করে, আবার কোনো সময় শেষ মুহূর্তে সালাত আদায় করে, তারা জামাতে সালাত আদায় করার তোয়াক্কায় করে না। এমন কি যখন তারা সালাত আদায় করে তখন তাদের মন থাকে অন্য দিকে। তারা তাদের পোশাক নিয়ে খেলে এবং এদিক-ওদিক চোখ ঘোরায়।

➢ তুলনা করুন আমরা যেভাবে সালাত আদায় করি, আমরা এর থেকে ১০ গুণ বেশী ভালোভাবে সালাত আদায় করতে পারি, এর থেকেও বেশী ভালো, যদি আমরা সব সময় চেষ্টা করি ভালো করার। যারা

➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাহায্য করুন যেন আমরা পূর্ণ মনোযোগ ও বোধশক্তি দিয়ে সালাত আদায় করতে পারি।

الْمَاعُوْنَ (7)	وَيَمْنَعُوْنَ	يُرَآءُوْنَ (6)	هُمْ	الَّذِيْنَ
ছোট-কাটো সাহায্য	এবং তারা অস্বীকার করে	অন্যদেরকে দেখিয়ে	তারা	যারা
খুবই সাধারণ জিনিস	مَنَعَ ، يَمْنَعُ ، مَانِع مَمْنُوع	رَأٰى ، يَرٰى দেখা أَرٰى ، يُرِيْ দেখানো رَاءٰى ، يُرَاءِيْ ফুটিয়ে তোলা (رِيَاء)		

অনুবাদ: যে লোক দেখানোর ভালো কাজ করে এবং অন্যদেরকে খুবই সাধারণ জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে চায় না

- যখন কোনো মানুষ পরকালে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করে না, সে কোনো প্রতিদানেরও আশা করে না এবং শাস্তিরও ভয় করে না। সে যদি কোনো ভালো কাজ করে, তাহলে তা লোক দেখানো। অন্যের জন্য তার খুব কমই সমবেদনা আছে এবং অন্যদেরকে ছোটো সাহায্যও করে না। ছোটো সাহায্য দিতেও সে অস্বীকার করে অথবা ধনী বা দরিদ্র প্রতিবেশীকে খুবই সাধারণ সাহায্য করতে অস্বীকার করে, যেমন: যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র এবং মসলা।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই ইচ্ছা দান করুন যেন আমরা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে মানুষকে সাহায্য করি এবং আমাদেরকে রক্ষা কর লোক দেখানো ভালো কাজ করার মনোবৃত্তি হতে।
- দোয়া করুন: اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ (হে আল্লাহ! ভন্ডামি ও লোক দেখানো কাজ করা হতে আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দাও।

ব্যাকরণ:

TPI ব্যবহার করে ব্যাকরণ শিখুন (চিন্তা করুন, দেখুন, বলুন, দেখান....)

পূর্ববর্তী কোর্সের ১৭তম পাঠ হতে, ক্রিয়া প্যাটার্নের বিশেষ রূপগুলি আমরা শিখে আসতেছিলাম: فَـتَـحَ (ف) ، نَـصَـرَ (ن) ، ضَـرَبَ (ض) ، سَمِـعَ (س). এই পাঠে, আমরা শিখব যে ক্রিয়ার তিনটি মূল অক্ষরের মধ্যে দুইটি অক্ষর একই। উদাহরণ স্বরূপ, ضَـلَّ ، ظَـنَّ. অবশ্য কিছু কিছু রূপে, তাশদীদ উঠিয়ে দিয়ে অক্ষর দুইটি আলাদা করা হয়েছে। উদাহরণ দেখুন নীচে।

أَمَـرَ প্যাটার্ন: এর ও একটি দুর্বল অক্ষর আছে।				সে পথভ্রষ্ট হয়েছিল	ض ل ل	ضَلَّ	113
এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি ضَلَّ ، يَـضِلُّ ، ضِلَّ ، ضَلَالَـةٌ				فـعـل مـضـا رع		فـعـل مـاضي	
				সে পথভ্রষ্ট হয়	يَـضِلُّ	সে পথভ্রষ্ট হয়েছিল	ضَلَّ
فـعـل نـهـي		فـعـل أمـر		তারা পথভ্রষ্ট হয়	يَـضِلُّوْنَ	তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল	ضَلُّوْ ا
তুমি পথভ্রষ্ট হবে না	لَاتَـضِلَّ	(তুমি) পথভ্রষ্ট হও	ضِلَّ	তুমি পথভ্রষ্ট হও	تَـضِلُّ	তুমি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে	ضَلَـلْتَ
তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না	لَاتَـضِلُّوْ ا	(তোমরা) পথভ্রষ্ট হও	ضِلُّوْ ا	তোমরা পথভ্রষ্ট হও	تَـضِلُّوْنَ	তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে	ضَلَـلْتُمْ
যে পথভ্রষ্ট হয় : ضَـالٌّ				আমি পথভ্রষ্ট হই	أَضِلُّ	আমি পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম	ضَلَـلْتُ
এই ক্রিয়ার কর্ম বিশেষ্য নাই				আমরা পথভ্রষ্ট হই	نَـضِلُّ	আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম	ضَلَـلْنَـا
পথভ্রষ্টতা : ضَلَالَـةٌ				সে (স্ত্রী) পথভ্রষ্ট হয়	تَـضِلُّ	সে (স্ত্রী) পথভ্রষ্ট হয়েছিল	ضَلَّتْ

সে ধারণা করেছিল ظ ن ن ظَنَّ 68

(দুইটি অর্থ : ধারণা করা এবং বিশ্বাস করা) إِنَّ بَـعْضَ[157] الـظَّنِّ[35] إِثْـمٌ

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি ظَنَّ ، يَـظُنُّ ، ظُنَّ				فـعـل مـضـا رع		فـعـل مـاضي	
				সে ধারণা করে	يَـظُنُّ	সে ধারণা করেছিল	ظَنَّ
فـعـل نـهـي		فـعـل أمـر		তারা ধারণা করে	يَظُنُّوْنَ	তারা ধারণা করেছিল	ظَنُّو ا
তুমি ধারণা করবে না	لَا تَـظُنَّ	(তুমি) ধারণা করো	ظُنَّ	তুমি ধারণা করো	تَـظُنُّ	তুমি ধারণা করেছিলে	ظَنَـنْتَ
তোমরা ধারণা করবে না	لَا تَـظُنُّـوْ ا	(তোমরা) ধারণা করো	ظُنُّوْ ا	তোমরা ধারণা করো	تَـظُنُّـوْنَ	তোমরা ধারণা করেছিলে	ظَنَنْتُمْ
যে ধারণা করে : ظَـانٌّ				আমি ধারণা করি	أَظُنُّ	আমি ধারণা করেছিলাম	ظَنَـنْتُ
যা ধারণা করা হয় : مَـظْنُـونٌ				আমরা ধারণা করি	نَـظُنُّ	আমরা ধারণা করেছিলাম	ظَنَـنَّـا

ধারণা করণ : ظَنّ	সে (স্ত্রী) ধারণা করে تَـظُنُّ	সে (স্ত্রী) ধারণা করেছিল ظَنَّتْ

পাঠ-২২: সুরা আল-মাউন

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

∞أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ/

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ٪ (1)

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ٪ (2)

وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٪ (3)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ٪ (4) ٪ (5)

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ٪ (6) ٪ (7)

2a. যিনি ইয়াতিমের দেখাশুনা করেন তাঁর প্রতিদান কি ?

2b. তিনটি বিষয়ের কথা লিখুন যা এই সুরাতে উল্লেখ আছে যা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?

2c. আমাদের সালাতের উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য আমাদের কি করা উচিৎ ?

2d. সুরা মাউন হতে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি ?

3 ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য আরবিতে ছকটি পূরণ করুন:

প্যাটার্ন এর নাম ____________ ____________ ض ل ل ضَلَّ **113**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: ضَلَّ ، يَضِلُّ ، ضِلَّ ، ضَلَالَةٌ		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		
:			
:			

প্যাটার্ন এর নাম __________ ____________ ظ ن ن ظَنَّ **68**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি : ظَنَّ، يَظُنُّ، ظُنَّ		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

4. নীচের অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন:

4a.	فَقَدْ ضَلَّ	
4b.	وَ مَنْ ضَلَّ	
4c.	لَأَظُنُّهُ	
4d.	نَظُنُّكُمْ	
4e.	فَظَنُّوا أَنَّهُمْ	

5. নীচের অংশগুলি আরবিতে অনুবাদ করুন:

5a.	আমার ধারণা তুমি (হচ্ছো)	
5b.	তার ধারণা তুমি (হচ্ছো)	
5c.	সে পথভ্রষ্ট হয়েছে	
5d.	(তুমি) পথভ্রষ্ট হবে না	
5e.	সে ধারণা করে আমি (হচ্ছি)	

পাঠ-২৩: সুরা আল-লাহাব

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৪৭টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪২,৯৬১ বার এসেছে।	কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

ভূমিকা: আবু লাহাব রাসুল (□) এর একজন চাচা ছিলেন। সে এরকম একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়া সত্যেও, সে শুধু ইসলামকে অস্বীকারই করে নাই সে চরমভাবে মুহাম্মদ (□) এর বিরোধিতা করেছে। কাবা-ঘর এর তত্ত্বাবধায়কদের তিনি একজন ছিলেন। আল্লাহর ঘরের মধ্যে ৩৬০টি মুর্তি রাখা ছিল। আবু লাহাব জোর দিয়ে বলতো যে কাবা-ঘর মুর্তি ঘর হিসাবে থাকা উচিৎ। রাসুল (□) আল্লাহর বাণী বিভিন্ন গোত্রে উপস্থাপন করলেন, আবু লাহাব তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো। রাসুল (□) এর একজন সাহাবী রাবিআ বিন উবাদ τ বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাসুল (□) কে দুল-মাজাজ বাজারে লোকজনকে বলতে দেখেছেন: হে মাসুষ তোমরা বলো لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। এবং তাঁর পিছনে একজন মানুষ বলে যাচ্ছে: তিনি একজন মিথ্যুক, তাঁকে বিশ্বাস করো না। তখন আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম সে কে ? তারা বলল সে হচ্ছে তাঁর (□) চাচা আবু লাহাব।

আবু লাহাব তার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছে ইসলামের বিরোধিতা করে। যে কারণে, আল্লাহ তাআলা এই সুরায় তাকে নিন্দা করেছেন এবং কঠিন শাস্তি ও তার ব্যর্থতার ঘোষণা দিয়েছেন।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ∕∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ∕

وَّتَبَّ (٪1) ٪	أَبِي لَهَبٍ	يَدَآ	تَبَّتْ
এবং সেও ধ্বংস হউক	আবু লাহাবের	হাত দুইটি	ধ্বংস হউক
هُوَتَبَّ : هِيَ تَبَّتْ	আগুনের শিখা : لَهَبٍ আবু লাহাব লাল রংগের ছিল ঠিক আগুনের শিখার মত	(fg) হাত : يَدَآ দুইটি	تَبَّتْ : فَعَلَتْ
অনুবাদ : আবু লাহাবের আবু লাহাবের আবু লাহাবের এবং সে নিজেও			

- ‘লাহাব’ অর্থ: আগুনের শিখা। তাকে আবু লাহাব বলা হতো কারণ তার মুখোমন্ডল ছিল ঠিক আগুনের শিখার মত লাল রঙের ।
- মক্কী জীবনের প্রথম দিকে, মুহাম্মদ (□), নবুয়ত প্রাপ্তির পর, সাফা পাহাড়ের গিয়েছিলেন এবং ডাক দিয়ে বলেন: ‘হে মানুষ বিপদ হতে সাবধান হও’ তাঁর ডাক শুনে মানুষ সেখানে জড়ো হলো। তিনি তাদেরকে বললেন, ‘আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে পাহাড়ের পিছনে একটি সৈন্যবাহিনী আছে, যা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে যাচছ, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে’ ? লোকজন বলল: ‘হাঁ, আমরা তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি’। তখন তিনি বললেন: ‘দেখুন! আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি আসন্ন একটা বড়ো সর্বনাশের’। এই কথা শুনে আবু লাহাব বলল: ‘তুমি ধ্বংস হও! তুমি কি আমাদেরকে এই জন্য জড়ো করেছ’? সে আল্রাহর প্রিয় রাসুলের (□) ধ্বংস কামনা করেছিল কিন্তু পক্ষান্তরে আল্লাহ এই দুনিয়াতে তাকে ধ্বংস করলেন এবং পরকালেও। সে সারা জীবন আল্লাহর ধর্মের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু সে শোচণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। তার সঙ্গীরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয় এবং সে তার মান-সম্মান হারিয়ে ফেলে। যুদ্ধের এক সপ্তাহের মধ্যে সে চর্মরোগে আক্রান্ত হয় এবং তাতেই সে মারা যায়। তার মৃ ত দেহ তিনদিন পর্যন্ত পচতেছিল, কেউ তা স্পর্শ করার জন্য প্রস্তু ত ছিল না। তারা ঐ রোগ সংক্রমণের ভয় করেছিল। অবশেষে তার ছেলে, একটা গর্ত খুঁড়ল, মৃতদেহটি লাঠি দ্বারা গর্তের ঠেলে দিল এবং পাথর ও মাটি দ্বারা গর্তটি ঢেকে দিল। এই দুনিয়ায় এইটাই তার পরিণতি হলো। পরকালে, সে দোজখের আগুনে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল সে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করুন। আমরা জানি আপনার দীনের বিরোধিদের উপর আপনি খুবই রাগান্বিত হবেন, অতএব আমাদেরকে তাদের হতে দুরে রাখুন এবং আমরা যেন আপনার দীনের খেদমত করতে পারি তার জন্য আমাদের ইচ্ছাশক্তি দান করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তষ্ট হউন।

كَسَبَ [62] (2)	وَمَا	مَالُهٗ [86]	عَنْهُ	أَغْنٰى [41]	مَآ
সে অর্জন করেছিল	এবং যা কিছু	তার ধনসম্পদ	তার হতে	সে উপকারে এসেছিল	না
	কি, না: : مَا	مَال : أَمْوَال (বহুবচন)			কি, না: مَا

অনুবাদ : তার ধনসম্পদ যা সে অর্জন করেছিল তা উপকারে আসে নাই.

- উপকারে আসে নাই, কেন ? কারণ এই ধনসম্পদ আল্লাহর দীনের ব্যবহার করেছিল। আল্লাহর বিরুদ্ধে ধনসম্পদ, গোত্র, মান-মর্যাদা, বন্ধু, সমর্থক কেউই সাহায্য করতে পারবে না।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই মনবল দান কর যেন আমরা আমাদের ধনসম্পদ, সময়, সক্ষমত এবং আমাদের অবস্থান ইসলমের খেদমতে খরচ করতে পারি ধ্বংস হতে রক্ষা করুন।

ذَاتَ لَهَبٍ [30] (3)	نَارًا	سَيَصْلٰى	
জ্বলন্ত শিখায়	আগুনে	অচিরেই সে পুড়বে	
ذَا ، ذُو ، ذِي : অধিকারী (পুং) ذَات : অধিকারী (স্ত্রী)		يَصْلٰى সে পুড়বে	سَوْفَ : অচিরেই سَ : অচিরেই

অনুবাদ: সে পুড়বে জ্বলন্ত শিখাবিশিষ্ট আগুনে।

- সে দোজখে প্রবেশ করবে 'অতি শিঘ্র' । আমরা মনে দুনিয়ার জীবন দীর্ঘ; কিন্তু যখন আমরা আমাদের অতীত জীবন স্মরণ করি, তখন মনে হয় কত ছোট! একইভাবে, অবশিষ্ট জীবনও অতিবাহিত হয়ে যাবে অতি দ্রত।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করুন সেই সমস্ত কর্ম হতে যা আমাদেরকে নিয়ে যাবে দোজখে এবং আমাদেরকে সেই মনবল/ ইচছা দান কর যা আমাদেরকে নিয়ে যাবে জান্নাতে এবং তুমি খুশি হবে।
- নবী (□) বলেছেন 'যখন একজন মুসলিম আল্লাহর নিকট ৩ বার জান্নত চায়, তখন জান্নাত বলেঃ হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এবং কেহ যখন ৩ বার দোজখের আগুন হতে রক্ষা পেতে চায়, তখন দোজখের আগুন বলেঃ হে আল্লাহ! তাকে দোজখের আগুন হতে রক্ষা কর (তিরমিজি, নাসায়ী ও ইবনে মাজা এর হাদিসের অর্থ)।

الْحَطَبِ (4)		حَمَّالَةَ	وَامْرَأَتُهُ [83]		
জ্বালানী কাষ্ঠ		বহনকারিনী	এবং তার স্ত্রীও		
জ্বালানী কাষ্ঠ: حَطَب		বহনকারী (পুং) : حَمَّال বহনকারিনী (স্ত্রী) : حَمَّالَة	ةٗ	امْرَأَة	وَ
			তার	স্ত্রী	এবং

অনুবাদ : এবং তার স্ত্রীও – জ্বালানী কাষ্ঠ বহনকারিনী

- কেন তার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হলো ? কারণ সেও ইসলামের বিরোধিতাই আবু লাহাবের সঙ্গে জড়িত ছিল। সে খুবই জঘন্য প্রতিবেশী ছিল যদিও সে নবী (□) এর চাচী ছিল, সে নবী (□) এর সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করতো।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদের পরিবারের সদস্যবর্গকেও আপনার দাসত্ব ও আপনার দীনের খেদমত করার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করতে।

فِـيْ	جِيْـدِ هَـا	حَـبْـلٌ	مِّـنْ	مَّـسَدٍ ٪ (5٪)
মধ্যে	তার গলদেশ	রশি/ দড়ি	হতে	খেজুর ছোব্ড়ার রশি
	গলদেশ جِيـد	আল্লাহর রশি حـبـل الله		
অনুবাদ : তার গলায় থাকবে খেজুর ছোব্ড়ার রশি।				

- কিছু সংখ্যক তফসীকারকের মতে, তার সব থেকে একটা মূল্যবান জিনিস ছিল তা হলো গলার হার। সে বলতো যে প্রয়োজন হলে গলার হার বিক্রি করেও সেই টাকা মুহাম্মদ (□) এর বিরূদ্ধে খরচ করবে। সে চেয়েছিল যে আল্লাহর দেওয়া দানটিও আল্লাহর নবীর (□) বিরূদ্ধে খরচ করবে। অতএব আল্লাহ তাকে একটা মানানসই শাস্তি দিবেন।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের লোকজনদেরকে সেই মনোবৃত্তি দান করুন যেন আমরা আমাদের সব থেকে মূল্যবান জিনিসটিও আপনার দীনের ব্যাপারে খরচ করতে পারি।

ব্যাকরণ: مـزيـد فـيـه এর ভূমিকা

আমরা এ পর্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া শিখেছি সে গুলি ৩ অক্ষর বিশিষ্ট (ثُـلاثـي مـجرّد) অর্থাৎ ঐ সমস্ত ক্রিয়া যে গুলি ৩টি মূল অক্ষর দ্বারা গঠিত। যখন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করি, সেখানে মূল শব্দে কোনো সংযোজন থাকে না; যা সংযোজন হয় তা রূপান্তরের জন্য, অর্থাৎ পুরুষ, লিঙ্গ বা বচনের কারণে, নীচের উদাহরণ হতে বুঝা যাবে:

		فـعـل مـضـارع	فـعـل مـاضي
		يَـفْـعَـلُ	فَـعَـلَ
نـهـي	أمـر	يَـفْـعَـلُـونَ	**فَـعَـلُـوا**
لَا تَـفْـعَـلْ	اِفْـعَـلْ	تَـفْـعَـلُ	فَـعَـلْـتَ
لَا تَـفْـعَـلُـوا	اِفْـعَـلُـوا	تَـفْـعَـلُـونَ	فَـعَـلْـتُـمْ
فَـاعِل		أَفْـعَـلُ	فَـعَـلْـتُ
مَـفْـعُـول		نَـفْـعَـلُ	فَـعَـلْـنَـا
فِـعْـل		تَـفْـعَـل	**فَـعَـلَـتْ**

উদ্ভাবিত ফরম : (ثـلاثـي مـزيـد فـيـه)

উদ্ভাবিত ফরম ঐ সমস্ত ক্রিয়া গুলিকে বলা হয় যেখানে এক বা দুই বা তিনটি অতিরিক্ত অক্ষর মূল তিন অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যখন তারা মূল অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়, রূ পান্তরের সময় তারা প্রায়ই একই জায়গায় থাকে। এই অক্ষর গুলি যুক্ত হয় কোনো সময় প্রথম অক্ষরের পূর্বে এবং কোনো কোনো সময় প্রথম মূল অক্ষর ও দ্বিতীয় মূল অক্ষরের মাঝে যুক্ত হয়। এই কোর্সে আমরা **আটটি** গুরুত্বপূর্ণ ফরমের বিদ্যাভ্যাস করব। মনে রাখার সুবিধার্থে একটা সহজ পদ্ধতি নীচে উপস্থ াপন করা হলো।

تَـسْبِـيـح (আল্লাহর গৌরব বর্ণনা করা) এবং مُـجـاهـدة (আল্লাহর কারণে সংগ্রাম করা) করাই হচ্ছে اِسْلَام এর মূল নীতি (ইসলামে) অর্থাৎ, سَبَّـحَ ، جَـاهَـدَ ، أَسْلَـمَ

সামনে এগোনোর জন্য আমাদের কুরআন নিয়ে تَـدَبُّـر (ভেবে দেখা) এবং تَـدَارُس (একত্রে বিদ্যাভ্যাস) করা উচিৎ, অর্থাৎ

تَـدَبَّـرَ ، تَـدَارَسَ.

তারপর আমরা করব اِنْـقِـلَاب (প্রত্যাবর্তন...সৃষ্টি কর্তার দিকে) এবং اِخْـتِـلَاف (আমাদের মধ্যে মতোভেদ) কমে আসবে। প্রতিটি ভালো জিনিস/কাজ এর শেষে, আমরা করব اِسْـتِـغْـفَـار (আল্লার I এর নিকট ক্ষমা চাওয়া) অর্থাৎ

اِنْـقَـلَـبَ ، اِخْـتَـلَـفَ ، اِسْـتَـغْـفَـرَ

কয়েকবার লিখে নীচের ছকটি মুখস্ত করতে চেষ্টা করুন।.

س سَبَّحَ تَسْبِيْح	ت تَدَبَّرَ تَدَبُّر	ق اِنْقَلَبَ اِنْقِلَاب
ج جَاهَدَ مُجَاهَدَة	د تَدَارَسَ تَدَارُس	خ اِخْتَلَفَ اِخْتِلَاف
أ أَسْلَمَ إِسْلَام		غ اِسْتَغْفَرَ اِسْتِغْفَار

উদ্ভাবিত ফরম সমুহের সংখ্যাঃ অভিধান গ্রন্থে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে ২ হতে। ১ নম্বর দেওয়া হয়েছে فَعَلَ (তিন অক্ষর বিশিষ্ট) কে। প্রতিটি ফরমকে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর যা ২ হতে ১০ পর্যন্ত নীচে দেওয়া হলো। আমরা ৯ নম্বর (اِفْعَلَّ) উল্লেখ করি নাই, কারণ কুরআনে এই ফরমটি বেশী ব্যবহার হয় নাই ।

سَبَّحَ – 2	تَدَبَّرَ– 5	اِنْقَلَبَ– 7
جَاهَدَ– 3	تَدَارَسَ– 6	اِخْتَلَفَ– 8
أَسْلَمَ – 4		اِسْتَغْفَرَ– 10

اسم فاعل (কর্তা-বিশেষ্য) এবং اسم مفعول (যার উপর কাজ করা হয়েছে বা কর্ম-বিশেষ্য): উদ্ভাবিত ফরমের সব চেয়ে উত্তম এবং সহজ বিষয়টি হলো কর্তা-বিশেষ্য এবং কর্ম-বিশেষ্য গঠন করা । এটি তৈরি খুব সহজ; শুধুমাত্র অতীতকাল রূপের সঙ্গে مُ যোগ করুন; অবশিষ্ট রইল যবর যের এর তফাৎ, যেমন <u>مُسَبِّح</u> and <u>مُسَبَّح</u>

- যে সমস্ত ক্রিয়ার প্রথমে হামযা বা আলিফ আছে, তার হামযা বা আলিফ উঠে যাবে, যেমন أَسْلَمَ হতে مُسلم বা اِخْتَلَفَ. হতে مُخْتَلِف ।
- শেষের অক্ষরের হরকত (যবর, যের, পেশ বা তানভীন) নির্ভর করে বাক্যের মধ্যে শব্দটির অবস্থানের কারণে– যে কারণে ইহা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই।
- কোনো কোনো ফরম এর اسم مفعول থাকে না; সে কারণে ঐ সমস্ত শব্দ কাটা-চিহ্ন দিয়ে দেখিয়েছি, পাঠকদের সহজে মনে রাখার সুবিধার্থে।

مُنْقَلِب ، ~~مُنْقَلَب~~	مُتَدَبِّر ، مُتَدَبَّر	مُسَبِّح ، مُسَبَّح
مُخْتَلِف ، مُخْتَلَف	مُتَدَارِس ، ~~مُتَدَارَس~~	مُجَاهِد ، مُجَاهَد
مُسْتَغْفِر ، مُسْتَغْفَر		مُسْلِم ، مُسْلَم

آيَاتُهَا 5 ۞ (111) سُوْرَةُ
تَبَّتْ ۞ رُكُوْعُهَا 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ
%(%1)% مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ
وَمَا كَسَبَ %(%2)% سَيَصْلٰى نَارًا

পাঠ-২৩: সরা আল-লাহাব

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ / بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ /

تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (1)

مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ (2)

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3)

وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (5)

2a. لـهب এর অর্থ কি এবং আবু লাহাবকে কেন আবু লাহাব বলে ডাকা হতো ?

2b. আবু লাহাব কে ছিল এবং তার পরিনতি কি হয়েছিল ?

2c. আবু লাহাব এর স্ত্রীর কথা কেন এই সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে ?

2d. এই সুরা হতে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি ?

3: নিম্ন বর্ণিত শব্দগুলির মূল অক্ষরগুলি লিখুন :

3a.	كَسَبَتْ	ك س ب
3b.	نَعْبُدُ	
3c.	أُكْفُرْ	
3d.	ظَنَنْتُ	
3e.	ضَلَلْتُمْ	

4: নিম্ন প্রদত্ত শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ লিখুন :

4a.	عَبَدَ	عَبَدَتْ
4b.	يَدْخُلُ	
4c.	ظَنَّ	
4d.	وَلَدَ	
4e.	أَتٰى	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৫৪টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৩,৪৯৩ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২৪ আয়াত-উল-কুর্সি

ভূমিকা: নবী (□) আয়ত-উল-কুর্সি সম্বন্ধে আমাদেরকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ:

1. এই আয়াতটি কুরআনের সবচেয়ে চমকপ্রদ আয়াত।
2. যে ব্যক্তি প্রতি ফরয সালাতের পর আয়ত-উল-কুর্সি পড়বে জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো বাধা থাকবে না।
3. কেহ যদি বিছানায় যাওয়ার পূর্বে এই আয়াতটি পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে হেফাজতের জন্য একজন ফিরিশ্তা নিয়োজিত করেন।

এই প্রেক্ষিতেই, এই আয়াতটি পাঠ করতে আমরা আমরা উৎসাহিত হই কম পক্ষে দিনে ৬ বার। এই আয়াতটিতে ১০টি বাক্য আছে। প্রতিটি বাক্যে আল্লাহ তাআলার এক বা দুইটি গুণবাচক উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই আমরা এটি পাঠ করি বা শ্রবণ করি, তখন যেন আমরা বাক্যগুলি সম্বন্ধে ভেবে দেখি, যাতে আল্লাহর মহানত্বে আমাদের মন ভরে যায় এবং আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো সুদৃ ঢ় হয়। ফলে, আমাদের সভাব এবং চরিত্রের উন্ন তি সাধন হয় এবং আমরা আমাদের জীবনে সুখী হই।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

اَللهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ٪ج ٪ج						
চিরস্থায়ী	চিরঞ্জীব	তিনি	ব্যতীত	ইলাহ্	নাই	আল্লাহ **!**
অনুবাদঃ আল্লাহ ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী.						

- তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই, অর্থাৎ, কার ইবাদত করতে হবে, কাকে মান্য করা হবে বা কে আমারে প্রয়োজন পূরণ করেন, আল্লাহ আল্লাহ।
- اَلْحَىُّ – যিনি পূর্বে ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আল্লাহর এই গুণবাচক নামের বিশালতা বুঝতে হলে, আপনার কল্পনাকে ব্যবহার করুন, এবং কল্পনায় অতীত সময়ে চলে যান ১০০ বছর, ১০০০ বছর, এক মিলিয়ন বছর, বা এক বিলিয়ন বছর। তখনও আল্লাহ জীবিত ছিলেন এমন কি তার পূর্বেও। ১ এর পরে যদি আপনি কেবল ছয়টা শূন্য দেন, তখন এটা এক মিলিয়ন হয়। যদি সমস্ত সমুদ্রের পানি কালি হয়, এবং ১ পরে আপনি শূন্য লিখতে থাকেন, এটা কত বড়ো একটা সংখ্যা হবে! এমন কি এত বছর পূর্বেও আল্লাহ জীবিত ছিলেন। গৌ রব একমাত্র আল্লাহরই! একই ভাবে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করুন। আল্লাহ সবসময় জীবিত থাকবেন।
- اَلْقَيُّوْم। – যিনি সবকিছুকে ধারণ করে আছেন। শুধুমাত্র পৃথিবীর কথায় চিন্তা করুন। এই গোলকটি, ৬০০০ কিলোমিটার যার ব্যাসার্দ্ধ, পৃষ্ঠভাগে ৭০% পানি নিয়ে মহাশূন্যে ঝুলে আছে। শুধু ইহাই নহে, ইহা আপন কক্ষকে কেন্দ্র করে প্রতি ঘন্টায় ১৫০০ কিলোমিটার বেগে ঘুরতেছে, প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সুর্যের চারিদিকে ঘুরতেছে, এবং সুর্য এবং ছায়াপথ (galaxy) এর সঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে ২২৫ কিলোমিটার বেগে চলমান আছে এক অজানা গন্তব্যের দিকে ! এত ধরণের গতি থাকা সত্যেও, আল্লাহ আমাদেরকে পৃ থিবী পৃ ষ্ঠে স্নে হ-মমতা দিয়ে ধরে রেখেছেন, এবং আমরা শান্তিপুর্ণভাবে রাত্রে ঘুমায়, সব জিনিসকেই স্থি র/ নিশ্চল এবং শান্তিপূর্ণ মনে হয়। আমাদের হাতে পানি ভর্তি একটি গ্লাস নিয়ে কয়েক পদক্ষেপ হাঁটতে গেলেই পানি ছলকে পড়ে যায়, কিন্তু পৃ থিবীর এত উচচ গতি থাকা সত্যেও, সমুদ্রের পানি মাটির উপর ছলকে পড়ে না।
- আল্লাহ যে শুধুমাত্র পৃ থিবীকে ধরে রেখেছেন তা নয়, তিনি সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমুহ, এবং ছায়পথসহ সবাইকে একসঙ্গে ধরে রেখেছেন। তা না হলে, আমরা পিষে গিয়ে পাউডার হয়ে যেতাম বা পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

136 لَا تَـأْخُذُهٗ	سِنَـةٌ	وَّ لَا	نَـوْمٌ
তাঁকে ধরতে পারে না	তন্দ্রা	এবং নয়	ঘুম
অনুবাদ: তন্দ্রা ও ঘুম **তাঁকে** ধরতে পারে না			

أَخَذَ ، أَخَذُوْا ، أَخَذَتْ ، أَخَذْتُمْ ، أَخَذْتُ ، أَخَذْنَـا يَـأْخُذُ ، يَـأْخُذُوْنَ ، تَـأْخُذُ ، تَـأْخُذُوْنَ ، آخُذُ ، نَـأْخُذُ

خُذْ ، خُذُوْا ، لَا تَـأْخُذْ ، لَاتَـأْخُذُوْا ، آخِذ ، مَـأْخُوْذ ، أَخْذ (أَخَذَتْ ، تَـأْخُذُ)

- আমরা দিনে কাজ করি এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কোনো কোনো সময় আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হই এবং কোনো কোনো সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আল্লাহ তাআলার এ ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি/ ব্যর্থতা নাই। তিনি ক্লান্ত হন না, তন্দ্রালুও হন না এবং ঘুমিয়েও পড়েন না।
- ফযর সালাতের পরে যখন আমরা এই আয়াত পাঠ করি, আমরা চিন্তা করতে পারি যখন আমরা রাত্রে ঘুমিয়েছিলাম, তখন আল্লাহ পুরো রাত্রী জেগেছিলেন। যখন আমরা ইহা রাত্রে পাঠ করি তখন এটা চিন্তা করে দেখতে পারি যে আমরা রাত্রে ঘুমাব, কিন্তু রাত হউক বা দিন হউক আল্লাহর উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি চিরঞ্জীব এবং সদা পর্যবেক্ষণকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক থাকেন না।
- হে আল্লাহ আমাদেরকে সামর্থ্য দিন যেন আমরা আপনার গুণগৌরবগুলি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারি ও বুঝতে পারি।

لَـهٗ	مَـا	310 فِـى الـسَّمٰـوٰتِ	وَمَـا	461 فِـى الْاَرْضِ
তাঁর জন্য	যা কিছু	আসমানের মধ্যে আছে	ও যা কিছু	জমিনের মধ্যে আছে
অনুবাদ : যা কিছু আসমানে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে সব তাঁরই।				

- 'سماء' হচ্ছে আসমান; বহুবচন 'سموات'। আমাদের উপরে আছে আসমান এবং নীচে হলো জমিন/ পৃথিবী, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমরা খুব কমই চিন্তা করি। কুরআনে এই দুইটি সম্বন্ধে প্রায় ৮০০ বার উল্লেখ আছে, এবং দুই বার এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে। অতএব, তাদের ব্যাপারে নতুনভাবে পুনঃপুন চিন্তা করুন। আসমান, জমিন/ পৃথিবী, মেঘ, চন্দ্র, সুর্য, সৌরজগৎ, ছায়াপথ এবং এই ধরনের কোটি কোটি ছায়াপথ সম্বন্ধে চিন্তা করতে আপনার মনকে নিবদ্ধ করুন। এরপর পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ করুন এবং চিন্তা করুন এর উপর বসবাসকারী সকল জীব জগৎ সম্বন্ধে- মানুষ, জন্তু , পাখি, পোকামাকড়, সামুদ্রিক-জীব-জগৎ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের খনিজ পদার্থ যেমন রৌপ্য, সোনা, তৈল এবং গ্যাস, গরম লাভা এবং কি নয়। এর সবকিছুই আল্লাহর।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই মনোবৃত্তি দান করুন যেন আমরা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিদ্যাভ্যাস করি- অসমান সম্বন্ধে, জমিন সম্বন্ধে, যার মাধ্যমে অধিকতরভাবে আমরা আপনার বিশালতা অনুভব করতে পারি।
- আরো কিছু বিষয় :
  - যেখানে সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে, সেখানে কেন আমরা তাঁর নিকট সমর্পণ করব না, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ইবাদত এবং তাঁকে মেনে চলা ?
  - আমার বাড়ী, আমার অফিস, আমার টাকা,বা যা কিছু আমার আছে সব কিছুই আল্লাহ দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে, সব কিছুই আল্লাহর মালিকানাধীন। এই দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাস আমাদের নিকট হতে ঘৃণা, লোভ এবং হিংসা-বিদ্বেষ অপসারিত করে দিবে। আমাদের কোনো ভয় বা বিষাদগ্রস্ততা থাকবে না।

- আমরা কারো ক্ষতি করব না। যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের বাসায় যায়, আমরা কি বন্ধুর বাসার কিছু নষ্ট করি? যেখানে পুরা মহাবিশ্ব আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন, সেখানে কারো কোনো ক্ষতি করা উচিৎ নয়, যদিও সে অন্য কিছুতে বিশ্বাসী, কারণ সেও আল্লাহর সম্পদ। এমন কি কোনো পোকামাকড়ের ও ক্ষতি করা উচিৎ নয় কারণ সেটিও আল্লাহর মালিকানাধীন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ	يَشْفَعُ	عِنْدَهٗٓ	اِلَّا	بِاِذْنِهٖ[39]
যে/ কে	যে যা	সে সুপারিশ করে	তাঁর নিকট	ব্যতীত	তাঁর অনুমতিতে

অনুবাদ : কে সে যে **তাঁর** নিকট সুপারিশ করে **তাঁর** অনুমতি ব্যতীত **?**

- পরকালে, প্রতারণা, চাটুবাদ বা মিথ্যা সুপারিশ করার একেবারেই কোনো সুযোগ নাই, তারাই শুধু আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবে যাকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন। অতএব, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর রাসুল (□) কে মেনে চলা।
- হে আল্লাহ! এই দুনিয়াতে মুহাম্মদ (□) এর আনুগত্যে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর, এবং তাঁর সুপারিশসহ পরকালে। আমাদেরকে এই ইচ্ছা-শক্তি দাও যে:
  1) নবী □ এর প্রতি আপনার আশির্বাদ ও কল্যাণ প্রেরণের জন্য আমরা প্রার্থনা করি।
  2) আজানের পরে দোয়া পাঠ করা আমরা মনে রাখি (ইহার মধ্যে, আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি নবী □ কে প্রশংসিত স্থান, আল্লাহর নৈকট্য ও অগ্রাদিকার দেওয়ার জন্য)।

ব্যাকরণ: উদ্ভাবিত ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ক্রিয়াটি **سَبَّحَ** প্যাটার্নের। ইহাতে দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর তাশদীদ রয়েছে। রে এই তাশদীদ সকল রূপেই একইভাবে থাকবে। লক্ষ্য করুন কর্তা-বিশেষ্য এবং কর্ম-বিশেষ্য এর বেলায় (অর্থাৎ যিনি কাজ করেন এবং যিনি এই কাজে প্রভাবিত) প্রথমেই একটি مُ যুক্ত হবে, এবং দুইটির মধ্যে যবর এবং যের এর তফাৎ থাকছে, যেমন **مُسَبِّح** এবং **مُسَبَّح** । এই পাঠে আমরা অনুশীলন করব **سَبَّحَ, نَزَّلَ** এবং **كَذَّبَ** যা কুরআনে ৩৫০ বার এসেছে।

48	**سَبَّحَ**	س ب ح	তিনি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিলেন	(তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সকল ধরণের ত্রুটি, ঘাটতি হতে মুক্ত)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: **سَبَّحَ ، يُسَبِّحُ ، سَبِّحْ ، تَسْبِيْح**				فعل مضارع		فعل ماضي	
				সে ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করে	**يُسَبِّحُ**	সে ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিল	**سَبَّحَ**
فعل نهى		فعل أمر		তারা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করে	**يُسَبِّحُوْنَ**	তারা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিল	**سَبَّحُوْا**
তুমি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করবে না!	**لَا تُسَبِّحْ**	(তুমি) ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করো	**سَبِّحْ**	তুমি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করো	**تُسَبِّحُ**	তুমি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিলে	**سَبَّحْتَ**
তোমরা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করবে না!	**لَا تُسَبِّحُوْا**	(তোমরা) ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করো	**سَبِّحُوْا**	তোমরা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করো	**تُسَبِّحُوْنَ**	তোমরা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিলে	**سَبَّحْتُمْ**
যে ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করে: **مُسَبِّح**				আমি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করি	**أُسَبِّحُ**	আমি ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিলাম	**سَبَّحْتُ**
যার ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করা হয় : **مُسَبَّح**				আমরা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করি	**نُسَبِّحُ**	আমরা ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিলাম	**سَبَّحْنَا**

ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করণ : تَـسْبِـيْـح	সে (স্ত্রী) ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করে	تُـسَبِّـحُ	সে (স্ত্রী) ভক্তি ও প্রশংসাবাদ নিবেদন করেছিল	سَبَّـحَتْ

سَـبَّـحَ প্যাটার্নের	তিনি নীচে পাঠিয়েছিলেন	ن ز ل	نَـزَّلَ	79

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: نَـزَّلَ ، يُـنَـزِّلُ ، نَـزِّلْ ، تَـنْزِيْـل				فـعـل مـضـا رع		فـعـل مــا ضـي	
				তিনি নীচে পাঠান	يُـنَـزِّلُ	তিনি নীচে পাঠিয়েছিলেন	نَـزَّلَ
فـعـل نـهـى		فـعـل أمـر		তারা নীচে পাঠায়	يُـنَـزِّلُـوْنَ	তারা নীচে পাঠিয়েছিল	نَـزَّلُـوْ ا
তুমি নীচে পাঠাবে না !	لَا تُـنَـزِّلْ	(তুমি) নীচে পাঠাও	نَـزِّلْ	তুমি নীচে পাঠাও	تُـنَـزِّلُ	তুমি নীচে পাঠিয়েছিলে	نَـزَّلْـتَ
তোমরা নীচে পাঠাবে না	لَا تُـنَـزِّلُـوْ ا	(তোমরা) নীচে পাঠাও	نَـزِّلُـوْ ا	তোমরা নীচে পাঠাও	تُـنَـزِّلُـوْنَ	তোমরা নীচে পাঠিয়েছিলে	نَـزَّلْـتُمْ
যে নীচে পাঠায় : مُـنَـزِّل				আমি নীচে পাঠাই	أُنَـزِّلُ	আমি নীচে পাঠিয়েছিলাম	نَـزَّلْـتُ
যা নীচে পাঠানো হয় : مُـنَـزَّل				আমরা নীচে পাঠাই	نُـنَـزِّلُ	আমরা নীচে পাঠিয়েছিলাম	نَـزَّلْـنَـا
নীচে পাঠানোর কাজ : تَـنْزِيْـل				সে (স্ত্রী) নীচে পাঠায়	تُـنَـزِّلُ	সে (স্ত্রী) নীচে পাঠিয়েছিল	نَـزَّلَـتْ

سَـبَّـحَ প্যাটার্নের	সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল	ك ذ ب	كَـذَّبَ	201

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: كَـذَّبَ ، يُـكَـذِّبُ ، كَـذِّبْ ، تَـكْـذِيْـب				فـعـل مـضـا رع		فـعـل مــا ضـى	
				সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	يُـكَـذِّبُ	সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল	كَـذَّبَ
فـعـل نـهـى		فـعـل أمـر		তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	يُـكَـذِّبُـوْنَ	তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল	كَـذَّبُـوْ ا
তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না	لَا تُـكَـذِّبْ	(তুমি) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো!	كَـذِّبْ	তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করো	تُـكَـذِّبُ	তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে	كَـذَّبْـتَ
তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না	لَا تُـكَـذِّبُـوْ ا	(তোমরা) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো	كَـذِّبُـوْ ا	তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করো	تُـكَـذِّبُـوْنَ	তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে	كَـذَّبْـتُمْ
যে অন্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে : مُـكَـذِّب				আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করি	أُكَـذِّبُ	আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম	كَـذَّبْـتُ
যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় : مُـكَـذَّب				আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করি	نُـكَـذِّبُ	আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম	كَـذَّبْـنَـا

كَذَّبَتْ	সে (স্ত্রী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল	تُكَذِّبُ	সে (স্ত্রী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	تَكْذِيْب : কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজ

পাঠ-২৪: আয়াত-উল-কুর্সি

1. বাংলায় অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

∞ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ/

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

لَهٗ مَا فِی وَمَا فِی
السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ ؕ

مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

2a. আয়াত-উল-কুর্সি এর তিনটি গুণ লিখুন ?

2b. اَلْحَیُّ এবং الْقَيُّوْمُ এর অর্থ কি ?

2c. আসমানে ও জমিনে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির তালিকা তৈরি করতে পারেন ?

2d. নবী সঃ এর সাফায়াত পাওয়ার জন্য যোগ্য হতে হলে আমাদের কি করা উচিৎ ?

3 ক্রিয়াটির অর্থ বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি আরবিতে পুরণ করুন :

48 سَبَّحَ س ب ح _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: **سَبَّحَ ، يُسَبِّحُ ، سَبِّحْ ، تَسْبِيْح**	
		فعل أمر	فعل نهى

79 نَزَّلَ ن ز ل _____ প্যাটার্ন : _____

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: **نَزَّلَ ، يُنَزِّلُ ، نَزِّلْ ، تَنْزِيْل**	
				فعل أمر	فعل نهى

প্যাটার্ন : _____	_____	ك ذ ب	كَـذَّبَ	201

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: كَذَّبَ ، يُكَذِّبُ ، كَذِّبْ ، تَكْذِيْب		فعل مضارع		فعل ماضى	
فعل نهى		فعل أمر			

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন:		
4a.	তাই তাঁর গুণগান করুন	
4b.	আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম	
4c.	সে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল	
4d.	আল্লাহ নাযিল করেছিলেন	
4e.	এটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন:		
5a.	وَيُسَبِّحُونَهُ	
5b.	وَنَزَّلْنَاهُ	
5c.	فَكَذَبَتْ	
5d.	فَكَذَّبُوهُ	
5e.	أَكَذَّبْتُمْ	

কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে,
আপনারা শিখবেন ১৪৭টি নতুন শব্দ,
যা কুরআনে ৪২,৯৬১ বার এসেছে।

পাঠ-২৫: আয়াত-উল-কুর্সি

خَلْفَهُمْ ج	وَمَا	بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ		مَا	يَعْلَمُ
তাদের পিছনে আছে	এবং যা কিছু	তাদের দু-হাতের মধ্যখানে আছে		যা কিছু	তিনি জানেন
অনুবাদ : তিনি জানেন যা কিছু তাদের পিছনে আছে সামনে আছে ও যা কিছ তাদের পিছনে আছে।					

- 'بَيْنَ': দুই এর মাঝে; يَد (হাত) এর বহুবচন اَيْدِي :
- আল্লাহ আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুই জানেন। তিনি মনে রাখেন, দুনিয়ার কোটি কোটি লোকের মধ্যে কেহ কোনো দিনে, ঘন্টায়, মিনিটে বা সেকেন্ডে কিছু করে থাকলে। সকল গুণ-গরীমা একমাত্র আল্লাহর! অতএব তিনি একাই জানেন কে কার জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম।
- আমরা অনেক রকম পরিকল্পনা করি এবং কাজ আরাম্ভ করি কিন্তু **তিনি** একাই জানেন ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। অতএব প্রতিটি বিস্‌মিল্লাহ বলে আরাম্ভ করা উচিৎ
- আমরা চিন্তা করি যে আমরা আমাদের চক্ষু দিয়ে অনেক কিছু দেখি, প্রকৃত পক্ষে এই অনেক কিছু আছে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। উদাহরণ স্বরূপ, ফিরিশ্‌তা, জিন, ভাইরাস, অনেক রকমের তরঙ্গ, ইত্যাদি। আল্লাহ একাই এই সমস্ত জিনিস জানেন।
- আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান, এমন কি মহাসমুদ্রের এক ফোটা পানির সমানও নয়। চিন্তা করে দেখুন, এবং অনুভব করুন আল্লাহ বিশালতার কথা।

شَآءَ ج (236)	اِلَّا بِمَا	مِّنْ عِلْمِهٖٓ	بِشَيْءٍ	وَلَا يُحِيْطُوْنَ
তিনি যা ইচ্ছা করেন	ব্যতীত	তাঁর জ্ঞানের	কোনো কিছু	এবং তারা আয়ত্ত করতে পারবে না
অনুবাদ : এবং তারা আয়ত্ত করতে পারবে না তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছু তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত				

شَاءَ ، شَاؤُوا ، شِئْتَ ، شِئْتُمْ ، شِئْتُ شِئْنَا يَشَاءُ ،

يَشَاؤُونَ ، تَشَاءُ ، تَشَاؤُونَ ، أَشَاءُ ، نَشَاءُ

- বর্তমান যুগ জ্ঞান, যোগাযোগ, ইন্টারনেট, কম্পিউটারের যুগ। এই সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া, কেউই কিছু জানতে পারবে না।
- পরীক্ষার মধ্যে, অফিসের কাজে, ক্রয় করার সময়, বিক্রয় করার সময়, আদান-প্রদানে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে আমাদের দরকার ভালো ধারণা। যে কেহই ভালো ধারণা পাক না কেন সবই আল্লাহর দান। অতএব, তাঁর নিকট আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ যেন তিনি আমাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। যখনই আপনি কোনো ভালো ধারণা পান তখনই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে ভুলবেন না এবং আল্লাহ আমাকে এই ধারণা দিয়েছেন।
- সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নামের জ্ঞান, পরকালের জ্ঞান এবং নবী সঃ এর জীবন ইতিহাস। সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআন।
- যেহেতু আয়াত-উল-কুর্সিতে জ্ঞানের অনুগ্রহের উল্লেখ আছে; সেহেতু সালাতের পরে আয়াত-উল-কুর্সি পড়ার পর জ্ঞান বৃদ্ধি জন্য প্রার্থনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ 'রাব্বি জিদ্‌নি ইল্‌মা'। প্রার্থনা করা ছাড়াও সকলেরই কিছুক্ষণ এবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও বিদ্যাভ্যাস করা উচিৎ।

وَالْاَرْضَ ج	السَّمٰوٰتِ	كُرْسِيُّهُ	وَسِعَ
এবং পৃথিবী	আসমান	তাঁর কুর্সি/ চেয়ার	ইহা পরিব্যপ্ত
অনুবাদ : তাঁর কুর্সি/ চেয়ার আসমান এবং পৃথিবী পর্যন্ত পরিব্যপ্ত ।			

- আজকালকার জ্ঞান অনুযায়ী, মহাবিশ্বের প্রশস্ততা হচ্ছে $35x10^{23}$ কিলোমিটার বা ১৫ বিলিয়ন আলোক বছর। জগতের এটাই হচ্ছে আসমান। এর উপরে সাতটি আসমান আছে এবং 'আরশ' এদের উপরেও, যার উপরে আছে আল্লাহর সিংহাসন। এই সব কিছু চিন্তা করুন, এবং মনে মনে ভাবেন আল্লাহর বিশালতার কথা। আপনি

একজন ছাত্র বা একজন চাকুরিজীবী হউন না কেন, মহাবিশ্ব সম্বন্ধে ভেবে দেখার নিমিত্তে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট আপনি হউন। আল্লাহ যে বড়ো তা অনুধাবন করতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি করবে । এটা আপনাকে দেখাবে যে কি ভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য এতো কিছু সৃষ্টি করেছেন। বেন It will also show how Allah created so many things for us.

- হে আল্লাহ আমাদের জন্য বেহেশ্তে একটা জায়গা করে দিন যেমনিভাবে আমাদের জন্য এই বিশ্বে জায়গা করে দিয়েছেন। আমাদেরকে ভালো কাজ করার মনোবৃত্তি দান করুন।

وَلَا يَـئُـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْـعَلِـيُّ الْـعَظِـيْمُ (٢٥٥)							
শ্রেষ্ঠ/ মহান	অতি উচ্চ	এবং তিনি	এদুটির রক্ষণাবেক্ষণে		এবং তাঁকে ইহা ক্লান্ত করে না		
			هُمَـا	حِفْـظُ	هٗ	يَـئُـوْدُ	وَلَا
			দুটির	রক্ষণাবেক্ষণে	তাঁকে	সে ক্লান্ত করে	এবং না
অনুবাদ : এবং তিনি এদুটির রক্ষণাবেক্ষণে ক্লান্তিবোধ করেন না, এবং তিনি অতি উচ্চ শ্রেষ্ঠ/ মহান।							

- অল্প সংখ্যক লোক সামলিয়ে/ নিয়ন্ত্রণে রাখা, উদাহরণ স্বরূপ একটি দোকান/ কারখানা বা একটি বাড়ির আমাদেরকে ক্লান্ত করে দেয়। কল্পনা করুন সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যবস্থাপনা করা কত কঠিন যেখানে কোটি কোটি নক্ষত্র ও গ্রহ, কোটি কোটি মানুষ, জন্তু, পোকা-মাকড়- কিন্তু এই সব কিছু আল্লাহর নিকট মোটেই কঠিন নয়।
- আল্লাহ এই বিশ্বের কোনো কাজের দায়িত্ব কাউকেও অর্পন করেন নাই। তিনি নিজে একাই সব কিছুর দেখাশুনা করছেন। তিনি সব কিছুই জানেন, তাদের অবস্থা, তাদের প্রয়োজন এবং প্রতিটি সৃষ্টির ইচ্ছা। ফিরিশ্তাগণ তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সমস্ত কার্য নির্বাহ করেন ।
- الْـعَلِيُّ : ভুল করে হউক বা ইচ্ছাকৃত হউক তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা যা কিছু আরোপ করা হয়, আল্লাহ সব কিছুরই উপরে।
- عظم অর্থ হাড় যা অনমনীয় এবং শক্ত, এবং বাঁকানো যায় না। الْـعَظِيْمُ। সেই সত্তা যাঁকে বাঁকানো যায় না বা কোনো কিছু করার জন্য তাঁর উপর কেহ চাপ সৃষ্টি করতে পাও না। তিনি আল-আযিম, অর্থাৎ সত্যিকারভাবে বড়ো বা বিশাল কেবল তিনিই।
- এখন পুরো আয়াতটি পাঠ করুন, আল্লাহর গুণ-গরিমা মনে মনে চিন্তা করে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন আপনি আপনার বিশ্বাসে অনুভব করবেন একটা নতুন সজীবতা।

ব্যাকরণ: আমরা উদ্ভাবিত ক্রিয়াগুলি শিখতেছি। সংক্ষেপে, مزيد فيه এর আমরা আটটি ফরম শিখতেছি। মনে রাখার সুবিধার্থে, গত পাঠের ব্যাকরণ অধ্যায়ের তিনটি বাক্য অবশ্যই পুনর্বার পড়বেন।

দ্বিতীয় উদ্ভাবিত ফরম হচ্ছে **جَاهَدَ** প্যাটার্নের। দ্বিতীয় মূল অক্ষরের পরে ইহাতে একটি আলিফ আছে। এই আলিফ সকল রূপে একইভাবে বহাল থাকবে। কর্তা-বিশেষ্য ও কর্ম-বিশেষ্য এর ব্যাপারে মনে রাখবেন (অর্থাৎ যিনি কাজ করেন বা কর্তা এবং যার ব্যাপারে করা হয় বা কর্ম) একটি **مُ** আসবে, তাদের মধ্যে শুধু যের এবং যবরের তফাৎ থাকবে, যেমন **مُجَاهِد** এবং **مُجَاهَد**। এই পাঠে, আমরা অনুশীলন করব قَاتَلَ, جَاهَدَ এবং نَادٰى যা কুরআনে ১৫০ বার এসেছে।

31 جَاهَدَ ج ه د সে সংগ্রাম করেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি:		فعل مضارع		فعل ماضي	
جَاهَدَ ، يُجَاهِدُ ، جَاهِدْ ، مُجَاهَدَة		সে সংগ্রাম করে	يُجَاهِدُ	সে সংগ্রাম করেছিল	جَاهَدَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা সংগ্রাম করে	يُجَاهِدُوْنَ	তারা সংগ্রাম করেছিল	جَاهَدُوْا
তুমি সংগ্রাম করবে না لَا تُجَاهِدْ	(তুমি) সংগ্রাম করো جَاهِدْ	তুমি সংগ্রাম করো	تُجَاهِدُ	তুমি সংগ্রাম করেছিলে	جَاهَدْتَّ
তোমরা সংগ্রাম করবে না لَا تُجَاهِدُوْا	(তোমরা) সংগ্রাম করো جَاهِدُوْا	তোমরা সংগ্রাম করো	تُجَاهِدُوْنَ	তোমরা সংগ্রাম করেছিলে	جَاهَدْتُّمْ
যে সংগ্রাম করে : مُجَاهِد		আমি সংগ্রাম করি	أُجَاهِدُ	আমি সংগ্রাম করেছিলাম	جَاهَدْتُّ
যার জন্য সংগ্রাম করা হয়: مُجَاهَد		আমরা সংগ্রাম করি	نُجَاهِدُ	আমরা সংগ্রাম করেছিলাম	جَاهَدْنَا
সংগ্রাম করণ : مُجَاهَدَة		সে (স্ত্রী) সংগ্রাম করে	تُجَاهِدُ	সে (স্ত্রী) সংগ্রাম করেছিল	جَاهَدَتْ

54 قَاتَلَ ق ت ل সে যুদ্ধ করেছিল (جَاهَدَ প্যাটার্নের)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি:		فعل مضارع		فعل ماضي	
قَاتَلَ ، يُقَاتِلُ ، قَاتِلْ ، **مُقَاتَلَة**		সে যুদ্ধ করে	يُقَاتِلُ	সে যুদ্ধ করেছিল	قَاتَلَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা যুদ্ধ করে	يُقَاتِلُوْنَ	তারা যুদ্ধ করেছিল।	قَاتَلُوْا
তুমি যুদ্ধ করবে না **لَا** تُقَاتِلْ	(তুমি) যুদ্ধ করো قَاتِلْ	তুমি যুদ্ধ করো	تُقَاتِلُ	তুমি যুদ্ধ করেছিলে	قَاتَلْتَ

তোমরা যুদ্ধ করবে না لَا تُقَاتِلُوْا	(তোমরা) যুদ্ধ করো قَاتِلُوْا	তোমরা যুদ্ধ করো تُقَاتِلُوْنَ	তোমরা যুদ্ধ করেছিলে قَاتَلْتُمْ
যে যুদ্ধ করে : **مُقَاتِل**		আমি যুদ্ধ করি أُقَاتِلُ	আমি যুদ্ধ করেছিলাম قَاتَلْتُ
যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়: **مُقَاتَل**		আমরা যুদ্ধ করি نُقَاتِلُ	আমরা যুদ্ধ করেছিলাম قَاتَلْنَا
যুদ্ধ করার কাজ : **مُقَاتَلَة**		সে (স্ত্রী) যুদ্ধ করে تُقَاتِلُ	সে (স্ত্রী) যুদ্ধ করেছিল قَاتَلَتْ

54 نَادٰى ن د و সে ডেকেছিল (جَاهَدَ প্যাটার্নের)

এই ক্রিয়াটির মূল অক্ষরগুলির মধ্যে শেষের অক্ষরটি দুর্বল এবং তাই অনুজ্ঞাভাবে অক্ষরটি উঠে গেছে:

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: نَادٰى، يُنَادِيْ، نَادِ، مُنَادَاة		فعل مضارع		فعل ماضي	
		সে ডাকে	يُنَادِيْ	সে ডেকেছিল	نَادٰى
فعل نهي	فعل أمر	তারা ডাকে	يُنَادُوْنَ	তারা ডেকেছিল	نَادَوْا
তুমি ডাকবে না لَا تُنَادِ	(তুমি) ডাকো نَادِ	তুমি ডাকো	تُنَادِيْ	তুমি ডেকেছিলে	نَادَيْتَ
তোমরা ডাকবে না لَا تُنَادُوْا	(তোমরা) ডাকো نَادُوْا	তোমরা ডাকো	تُنَادُوْنَ	তোমরা ডেকেছিলে	نَادَيْتُمْ
যে ডাক দেয়: مُنَادٍ		আমি ডাকি	أُنَادِيْ	আমি ডেকেছিলাম	نَادَيْتُ
যাকে ডাকা হয়: مُنَادًى		আমরা ডাকি	نُنَادِيْ	আমরা ডেকেছিলাম	نَادَيْنَا
ডাক / ডাকার কাজ : مُنَادَاة		সে (স্ত্রী) ডাকে	تُنَادِيْ	সে (স্ত্রী) ডেকেছিল	نَادَتْ

পাঠ-২৫: আয়াত-উল-কুর্সি

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

∞أَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ/

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ ج

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ ج

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ ج

وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

(٢٥٥)

2a. সামনের অংশটুকুর অর্থ কি : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ?

2b. আমাদের কি অভিপ্রায় থাকা উচিৎ যখন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি ?

2c. আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কি দোয়া আমরা পড়তে পারি ?

2d. الْعَلِيّ এবং الْعَظِيم এর অর্থ কি ?

3. ক্রিয়াগুলির বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি পুরণ করুন আরবিতে:

31 جَـا هَـدَ ج ه د _____ প্যাটার্নের নাম _____

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـا رع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: جَـا هَـدَ ، يُـجَـا هِـدُ ، جَـا هِـدْ ، مُـجَـا هَـدَ ة	
		فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى

54 قَـا تَـلَ ق ت ل _____ প্যাটার্নের নাম _____

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـا رع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: قَـا تَـلَ ، يُـقَـا تِـلُ ، قَـا تِـلْ ، **مُـقَـا تـلـة**	
		فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى

প্যাটার্নের নাম ____________ ________________ নَــادٰى ن د و **46**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: نَــادٰى، يُــنَــادِيْ ، نَــادِ ، مُــنَــادَاة		فـعـل مـضـارع	فـعـل مــاضي
فـعـل نــهى	فـعـل أمـر		

4. নীচের বাক্যগুলি আরবিতে অনুবাদ করুন:		
4a.	তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও না	
4b.	আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুন:	
4c.	কখন সে তার রবকে ডেকেছিল	
4d.	সে তাদেরকে ডাকবে	
4e.	নুহ আঃ তাঁর ছেলেকে ডেকেছিলেন	

5. নীচের বাক্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন:	
5a. فَــإِنْ قَــاتَــلُوكُمْ فَــاقْــتُــلُوهُمْ	
5b. يُــقَــاتِــلُونَ فِــي سَــبِــيــلِ ٱللّٰهِ	
5c. سَمِــعْــنَــا مُــنَــادِيًــا يُــنَــادِي	
5d. نَــادَيْــنَــاهُ أَنْ يَّــا إِبْــرَاهِيم	
5e. وَلَــوْ قَــاتَــلَــكُمُ الَّــذِيــنَ كَــفَــرُوا	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৭৪টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৬,১৬২ বার এসেছে।	কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২৬ : সচরাচর পঠিত আয়াত আল-বাকারা (২ :২৮৪-২৮৫)

কুরআনের সুরাগুলির মধ্যে সাধারণত শেষের আয়াতগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা থাকে। নীচের আয়াতগুলি সুরা আল-বাকারার যা আমাদেরকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করে।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

لِلّٰهِ	مَا	فِي السَّمٰوٰتِ	وَمَا	فِي الْأَرْضِ
আল্লাহর জন্য	যা কিছু	আসমানের মধ্যে আছে	এবং যা কিছু	জমিনের মধ্যে আছে
অনুবাদ : যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে আছে সবই আল্লাহর।				

- চাকুরির জন্য যদি কোনো সাক্ষাৎকারে আপনি আপনার কাজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ উপস্থাপন করছেন এবং সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী এরই মাঝে তার ঘড়ির দিকে দেখা আরম্ভ করে, টেলিফোন নির্দেশিকার পাতা উল্টাতে থাকে এবং সাক্ষাৎকারে অনাগ্রহ দেখায়, এটা আপনাকে কেমন লাগবে ? আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা দেন, তখন আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ দেখানের জন্য এটি একটি খুবই সাধারণ উদাহরণ।
- হে আল্লাহ! আপনি যে দিকে আমাদেরকে মনোযোগী হতে আহ্বান করছেন সে দিকে মনোযোগী হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহয্য করুন এবং আমরা যেন মনোযোগের ভেবে দেখি।
- যেখানে সব কিছুই আল্লাহর মালিকানাধীন, তাহলে আমরা কেন তাঁর নিকট সমর্পিত হব না ? অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা এবং সর্বান্তকরণে তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হওয়া।

وَإِنْ	تُبْدُوْا	مَا	فِيْٓ	أَنْفُسِكُمْ	أَوْ (280)	تُخْفُوْهُ
এবং যদি	তোমরা প্রকাশ কর	যা কিছু		তোমাদের মনের মধ্যে আছে	অথবা	তোমরা তা গোপন কর
				নَفْس، أَنْفُس (বহুবচন)		
অনুবাদ : তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তোমরা তা প্রকাশ কর বা গোপন কর						

يُحَاسِبْكُمْ	بِهِ	اللّٰهُ
তিনি তোমাদের হিসাব নিবেন	ইহার	আল্লাহ
Translation: ইহার জন্য আল্লাহ তোমাদের হিসাব নিবেন।		

- "تُبْدُوْنَ" এবং "تُخْفُوْنَ"এর পূর্বে "إِنْ" ব্যবহারের কারণে (শর্ত) শেষের "ن" উঠে গিয়ে "تُبْدُوْا" এবং "تُخْفُوْ" হয়েছে। এর নিয়ম আপনারা পরে শিখবেন।
- ইবাদত দুই প্রকারের: (১) শারীরিক ইবাদত, যেমন সালাত, সওম, দান-খয়রাত, হজ্জ, ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া, গরিবদিগকে সাহয্য করা, ইত্যাদি; এবং (২) আন্তরিক ইবাদত, যেমন আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর উপর নির্ভর করা, আল্লাহর কারণে ধৈর্য ধারণ করা, তিনি যা দিয়েছেন তার উপর সন্তষ্ট থাকা, ইত্যাদি। আসলে, শারীরিক ইবাদতের সঙ্গেও আন্তরিক ইবাদতের সম্পৃক্ততা আছে।
- বিশ্বাস এবং সঙ্কল্প এই দুইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের অবস্থান হচেছ অন্তরে। কিছু কিছু পাপ শুধু মাত্র অন্তর দ্বারায় সংঘটিত হয়; যেমন অবিশ্বাস, ভন্ডামি, অহঙ্কার, হিংসা এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ। আল্লাহ এই আয়াতে পরিস্কার করে দিয়েছেন যে শারীরিক ইবাদত, যেমন সালাত, সওম, ইত্যাদি এর মত আন্তরিক ইবাদত সম্বন্ধেও সবাইকে প্রশ্ন করা হবে।
- সব সময় আমাদের চিন্তা-ভাবনা পরিস্কার রাখতে হবে। অনিচছাকৃত খারাপ মন্ত্রণা এবং খারাপ চিন্তার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। যখনই ঐধরণের খারাপ চিন্তা মনে আসবে, তখনই আমাদেরকে বলতে হবে 'আউজুবিল্লাহ.. ...' বলতে হবে এবং বলেই যেতে হবে যতখন খারাপ চিন্তা মন হতে বিলুপ্ত হয়।
- প্রার্থনা করুন اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا (হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজভাবে নিবেন)।

49

يَّشَآ ءُ	مَنْ	وَيُعَذِّبُ	يَّشَآ ءُ	لِمَنْ	فَيَغْفِرُ
তিনি ইচ্ছা করবেন	যাকে	এবং তিনি শাস্তি দিবেন	তিনি ইচ্ছা করবেন	যার জন্য	অতএব তিনি ক্ষমা করবেন
অনুবাদ : অতএব তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন					

عَذَّبَ (শাস্তি দেওয়া); এটি سَبَّحَ প্যাটার্নের

عَذَّبَ، عَذَّبُوْا ، عَذَّبْتَ، عَذَّبْتُمْ ، عَذَّبْتُ، عَذَّبْنَا يُعَذِّبُ، يُعَذِّبُوْنَ ، تُعَذِّبُ، تُعَذِّبُوْنَ ، أُعَذِّبُ، نُعَذِّبُ

عَذِّبْ، عَذِّبُوْا ، لَا تُعَذِّبْ، لَا تُعَذِّبُوْا ، مُعَذِّبْ ، مُعَذَّبْ، تَعْذِيْب، (عَذَّبَتْ، تُعَذِّبُ)

- এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ কোনো নিয়ম-নীতি ছাড়ায় কাউকে ক্ষমা করবেন এবং কাউকে শাস্তি দিবেন। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, ক্ষমা করা এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে কেহই বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যে পাপী লোককে আল্লাহ শাস্তি দিতে চান, সেই পাপী শাস্তি হতে পলায়নও করতে পারবে না বা কেউ তাকে রক্ষাও করতে পারবে। একইভাবে, যদি সত্যিকার অনুশোচনার জন্য আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করতে চান, তাহলেও ক্ষমা করার ব্যাপারে কেউ তা বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

قَدِيْرٌ (٢٨٤)	عَلَى كُلِّ شَىْءٍ	وَّاللهُ
সর্বশক্তিমান	সব কিছুর উপরে	এবং আল্লাহ
অনুবাদ : এবং আল্লাহ সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান।		

- যদি আমাদের ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্য ব্যবহার করে আমরা খারাপ কিছু করি, আমাদের চিন্তা করা নয় যে আমরা এটি করার ব্যাপারে স্বাধীন। আল্লাহ আমাদেরকে সময় দিয়েছেণ। আল্লাহ যখন আমাদেরকে পাকড়াও করবেন তখন কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের মত করুন যারা আপনাকে স্মরণ করে এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করে।

সুরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত:

সুরা আল-বাকারার শেষের দুই আয়াত দুইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একটি সহিহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন 'সিংহাসনের নীচের ভান্ডার হতে এই আয়াত দুইটি আমাকে দেওয়া হয়েছে'। তিনি (□) আরো বলেছেন, 'যে এই আয়াত দুইটি রাত্রে পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে'। এর অর্থ তাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করা হবে (আল্লাহই ভালো জানেন)।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ	مِنْ رَّبِّهِ	اِلَيْهِ	اُنْزِلَ	بِمَآ	اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
এবং মুমিনগণও	তাঁর রব হতে	তাঁর নিকট	নাযিল করা হয়েছে	যা কিছুতে	রাসুল ঈমান এনেছেন
অনুবাদ : রাসুল ঈমান এনেছেন যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাঁর নিকট এবং মুমিনগণও (ঈমান এনেছেন)।					

- প্রথমতঃ, রাসুল (□) এর বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তারপর মুমিনদের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। এটা এই কারণে যে, মানুষের মধ্যে মুহাম্মদ □ এর বিশ্বাস সব চেয়ে দৃঢ়। তিনি আসলে, জিবরাইল υ কে দেখেছেন, বেহেশ্‌ত দেখেছেন এবং মেরাযে (معراج) তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলেছেন।

- একই আয়াতে প্রথমে রাসুল (□) এর বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তারপর মুমিনদের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে সাহাবীদের (রাঃ) বিশ্বাস দৃঢ় এবং অটল ছিল, এবং এটা তাঁদের জন্য বড় সম্মান এবং আল্লাহর পক্ষ হতে একটা অনুগ্রহ।
- তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে সাহাবীদের(রাঃ) কে অনেক বাধা-বিপত্তি এবং কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। বরং সারা জীবন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস মোতাবেক কাজ করেছেন এবং অন্যদেরকে বিশ্বাসের দিকে ডেকেছেন।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে কুরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন এবং রাসুল ও সাহাবীদের (রাঃ) জীবন ইতিহাস অধ্যয়ন করার সামর্থ্য দান করুন যাতে আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হতে আমাদেরকে সাহয্য করুন।

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰه	وَمَلٰئِكَتِهٖ	وَكُتُبِهٖ	وَرُسُلِهٖ
সবাই	বিশ্বাস করেছে	আল্লাহর প্রতি	এবং তাঁর ফিরিশতাগণে	এবং তাঁর কিতাব সমুহে	এবং তাঁর রাসুলগণে
	مَلَكٌ، مَلَائِكَةٌ (বহু)	كِتَابٌ، كُتُبٌ (বহু)	رَسُوْلٌ، رُسُلٌ (বহু)
অনুবাদ : সবাই বিশ্বাস করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাব সমুহে এবং তাঁর রাসুলগণে।			

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস: এর অর্থ তাঁর স্বতন্ত্র সত্তায়, স্বাভাবিক গুণে, অধিকার এবং ক্ষমতায় অন্য কারো কোনো সম্পৃক্ততা নাই। আমাদের তাঁকে বেশী ভালোবাসা উচিৎ এবং কেবল তাঁকেই মান্য করা উচিৎ ।
- ফিরিশ্তাগণে বিশ্বাস: ফিরিশতাগণ আল্লাহর বার্তা/ সংবাদ নবীগণের (আঃ) নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাসীদের দোয়া করেন এবং যে সমস্ত সমাবেশে আল্লাহর নাম স্বরণ করা হয় এবং যেখানে কুরআন তিলাওয়াত ও বিদ্যাভ্যাস করা হয়। সমস্ত আসমানে তাঁরা ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ফিরিশ্তা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে।
- আমাদের প্রতি জনের সঙ্গে দুই জন করে ফিরিশ্তা আছেন। তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করা এবং তাঁদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আমাদেরকে বিশেষ স্বস্তি দেয়। ভালো কাজ করতে এবং খারাপ হতে বিরত থাকতে এটি আমাদেরকে সাহায্য করে।
- কিতাব সমুহে বিশ্বাস: মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য সময়ে সময়ে আল্লাহ কিতাব পাঠিয়েছেন। মুশা ʊ এর নিকট তৌরাত নাযিল করেছিলেন, দাউদ ʊ এর নিকট যবুর, ঈশা ʊ এর নিকট ইঞ্জিল, ইবরাহীম ʊ এর নিকট সহিফা এবং সবশেষে মুহাম্মদ (□) এর নিকট কুরআন।
- রাসুলগণে বিশ্বাস: আদম ʊ হচ্ছেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম রাসুল। দুনিয়াতে মানুষ যতই ছড়াতে লাগল, মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য সময়ে সময়ে প্রতি এলাকায় আল্লাহ রাসুল পাঠিয়েছেন, আদম ʊ থেকে আরাম্ভ করে মুহাম্মদ (□) পর্যন্ত। দেখুন! আল্লাহ কিভাবে আমাদের যত্ন নিয়ে থাকেন।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামর্থ্য দান করুন যাতে আমরা আপনার সম্বন্ধে, ফিরিশ্তা সম্বন্ধে, কিতাব সম্বন্ধে এবং রাসুলগণ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারি।

لَا نُفَرِّقُ	بَيْنَ	اَحَدٍ	مِّنْ رُّسُلِهٖ
আমরা কোনো পার্থক্য করি না	(তাঁদের) মধ্যে	কাউকেও	তাঁর রাসুলগণ হতে
অনুবাদ : তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কাউকেও আমরা কোনো পার্থক্য করি না ।			

- যেখানে আল্লাহ তাআ'লা নিজেই সমস্ত রাসুলদের পাঠিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের সকলের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখা প্রযোজন। আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের পৌঁছিয়ে দিতে প্রত্যেক রাসুল ʊ এবং নবী ʊ যথাসাধ্য চেষ্টা

করেছেন। আমাদের ইহুদিদের মত হওয়া উচিৎ নয়, যারা শুধু মুশা ৬ কে বিশ্বাস করে কিন্তু ঈশা ৬ কে এবং মুহাম্মদ (□) কে বিশ্বাস করে না এবং খৃষ্টানদের মতও নয়, যারা ঈশা ৬ কে বিশ্বাস করে কিন্তু মুহাম্মদ (□) কে বিশ্বাস করে না।

- যে কোনো রাসুলের নাম, যেমন ইসরাইল, মুশা, ঈশা, লুত, ৬ ইত্যাদি অবলম্বন করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়, যদিও ইহুদি বা খৃষ্টানগণ আমাদের সঙ্গে যেমনই আচরণ করুক।

وَقَالُوْا	سَمِعْنَا	وَ اَطَعْنَا[74]
এবং তারা বলে	আমরা শুনলাম	এবং মেনে নিলাম
অনুবাদ : এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।		

أَطَاعَ، أَطَاعُوْا، أَطَعْتَ، أَطَعْتُمْ، أَطَعْتُ، أَطَعْنَا يُطِيْعُ، يُطِيْعُوْنَ، تُطِيْعُ، تُطِيْعُوْنَ، أُطِيْعُ، نُطِيْعُ

أَطِعْ، أَطِيْعُوْا، لَا تُطِعْ، لَا تُطِيْعُوْا مُطِيْع، مُطَاع،

إِطَاعَة (أَطَاعَتْ،تُطِيْعُ)

- শুনলাম এর অর্থ হচ্ছে আগ্রহ এবং তুষ্টির সঙ্গে শ্রবণ করা এবং তা কার্যকারী করা।

غُفْرَانَكَ	رَبَّنَا	وَ اِلَيْكَ	الْمَصِيْرُ[28] (285)
(আমরা চাই) তোমার ক্ষমা	হে আমাদের প্রভূ	এবং তোমার নিকটেই	প্রত্যাবর্তন
অনুবাদ : (আমরা চাই) তোমার ক্ষমা হে আমাদের প্রভূ এবং তোমার নিকটেই প্রত্যাবর্তন।			

- শ্রবণ করা এবং মেনে নেওয়ার পর, তারা উদ্ধত হয় না। বরং তারা আল্লাহর ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে।
- মুহাম্মদ (□) প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা চাইতেন। যদি আমরা বেশী ব্যস্ত থাকি, তারপরও ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত দোয়াটি আন্তরিকভাবে পড়তে পারি 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্'। এই সংক্ষিপ্ত দোয়াটি মিনিটে ৭০ বার পড়া যেতে পারে।
- প্রথমতঃ, ক্ষমা চাওয়ার অনুরোধ করা হলো, এবং তারপর আল্লাহর সহিত সাক্ষাত। আমরা চাই, আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে আমাদের পাপগুলি ধুয়ে-মুছে যাক।
- এই আয়াতে, বিশ্বাসের ৫টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: যথা, আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা, কিতাব, রাসুল এবং তারপর পরকাল, " وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ".
- একটি হাদিসে ইহা উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করার যাহারই আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহলে আল্লাহও তার সহিত সাক্ষাত করতে চান। এতএব চলুন আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের অনুরাগ নিয়ে এবং আমাদের পাপের ভয় নিয়ে এই আয়াতের শেষের ক্ষুদ্র অংশটুকু আবৃত্তি করি অর্থাৎ আশা ও ভয়ের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে।
- যখন এই আয়াত আবৃত্তি করব, অর্থাৎ 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম' আমরা এদের কথার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

ব্যাকরণ: ৪র্থ উদ্ভাবিত ফরম أَسْلَمَ যার মধ্যে প্রথম অক্ষর হিসাবে একটি হামজা যুক্ত আছে। খেয়াল রাখবেন যে কর্তা-বিশেষ্য এবং কর্ম-বিশেষ্য গঠনের সময়, হামজাটি বিলুপ্ত হয় এবং একটি مُ যুক্ত হয়। দুইটির মধ্যে শুধুমাত্র যবর এবং যের এর তফাৎ। উদাহরণ স্বরূপ, مُسْلِم এবং مُسْلَم। فعل مضارع এবং نهي তেও হামজা বিলুপ্ত হয়েছে।

কুরআ'নের প্রায় ৯০০০ শব্দ উদ্ভাবিত ক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত। কুরআ'নে উদ্ভাবিত ফরমের এই أَسْلَمَ ফরমটি সব চেয়ে বেশী পূনঃপূন আবির্ভূত হয়েছে । কুরআ'নের প্রায় ৪৫০০ শব্দ এই ফরমের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় লাইনে এই ফরমের একটি শব্দ পাবেন।

এই জাতীয় ক্রিয়ার অধিকাংশ ফরমে, তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়ার সম্পর্ক এই উদ্ভাবিত ফরমের, ঠিক এরকম, নিজে করা এবং অন্যকে দিয়ে করানো।
উদাহরণ স্বরূপ,
نَـزَلَ: সে নীচে এসেছিল أَنْـزَلَ: তাকে নীচে আনা হয়েছিল |
خَـرَجَ: সে বাইরে এসেছিল أَخْرَجَ: তাকে বাইরে আনা হয়েছিল।
অবশ্য, সবক্ষেত্রে এটা সত্য নয়, উদাহরণ স্বরূপ, أَرَادَ ، أَسْلَمَ
আমরা أَسْلَمَ ، أَشْرَكَ ، أَخْرَجَ ফরমের বিভিন্ন রূপ অনুশীলন করব।

22 أَسْلَمَ س ل م সে সমর্পণ/ আনুগত্য স্বীকার করেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: أَسْلَمَ ، يُسْلِمُ ، **أَسْلِمْ** ، إِسْلَام		فعل مضارع		فعل ماضي	
		সে সমর্পণ করে	**يُسْلِمُ**	সে সমর্পণ করেছিল	أَسْلَمَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা সমর্পণ করে	**يُسْلِمُوْنَ**	তারা সমর্পণ করেছিল	أَسْلَمُوْا
তুমি সমর্পণ করবে না **لَا تُسْلِمْ**	(তুমি) সমর্পণ করো **أَسْلِمْ**	তুমি সমর্পণ করো	**تُسْلِمُ**	তুমি সমর্পণ করেছিলে	أَسْلَمْتَ
তোমরা সমর্পণ করবে না **لَا تُسْلِمُوْا**	(তোমরা) সমর্পণ করো **أَسْلِمُوْا**	তোমরা সমর্পণ করো	**تُسْلِمُوْنَ**	তোমরা সমর্পণ করেছিলে	أَسْلَمْتُمْ
যে সমর্পণ করে : **مُسْلِم**		আমি সমর্পণ করি	أُسْلِمُ	আমি সমর্পণ করেছিলাম	أَسْلَمْتُ
যার নিকট সমর্পণ করা হয় : **مُسْلَم**		আমরা সমর্পণ করি	نُسْلِمُ	আমরা সমর্পণ করেছিলাম	أَسْلَمْنَا
সমর্পণ : **إِسلام**		সে (স্ত্রী) সমর্পণ করে	**تُسْلِمُ**	সে (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিল	أَسْلَمَتْ

120	أَشْرَكَ	ش ر ك	সে শরীক করেছিল	(أَسْلَمَ প্যাটার্নের)

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: أَشْرَكَ، يُشْرِكُ، أَشْرِكْ ، إِشْرَاك			
أَشْرَكَ	সে শরীক করেছিল	يُشْرِكُ	সে শরীক করে				
أَشْرَكُوْا	তারা শরীক করেছিল	يُشْرِكُوْنَ	তারা শরীক করে	فعل أمر		فعل نهى	
أَشْرَكْتَ	তুমি শরীক করেছিলে	تُشْرِكُ	তুমি শরীক করো	أَشْرِكْ	(তুমি) শরীক করো	لَا تُشْرِكْ	তুমি শরীক করবে না
أَشْرَكْتُمْ	তোমরা শরীক করেছিলে	تُشْرِكُوْنَ	তোমরা শরীক করো	أَشْرِكُوْا	(তোমরা) শরীক করো	لَا تُشْرِكُوْا	তোমরা শরীক করবে না
أَشْرَكْتُ	আমি শরীক করেছিলাম	أُشْرِكُ	আমি শরীক করি	مُشْرِك : যে শরীক করে			
أَشْرَكْنَا	আমরা শরীক করেছিলাম	نُشْرِكُ	আমরা শরীক করি	مُشْرَك : যার শরীক করা হয়			
أَشْرَكَتْ	সে (স্ত্রী) শরীক করেছিল	تُشْرِكُ	সে (স্ত্রী) শরীক করে	إِشْرَاك : শরীক করণ			

108	أَخْرَجَ	خ ر ج	সে বাহির করেছিল	(أَسْلَمَ প্যাটার্নের)

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: أَخْرَجَ، يُخْرِجُ، أَخْرِجْ ، إِخْرَاج			
أَخْرَجَ	সে বাহির করেছিল	يُخْرِجُ	সে বাহির করে				
أَخْرَجُوْا	তারা বাহির করেছিল	يُخْرِجُوْنَ	তারা বাহির করে	فعل أمر		فعل نهى	
أَخْرَجْتَ	তুমি বাহির করেছিলে	تُخْرِجُ	তুমি বাহির করো	أَخْرِجْ	(তুমি) বাহির করো	لَا تُخْرِجْ	তুমি বাহির করবে না
أَخْرَجْتُمْ	তোমরা বাহির করেছিলে	تُخْرِجُوْنَ	তোমরা বাহির করো	أَخْرِجُوْا	(তোমরা) বাহির করো!	لَا تُخْرِجُوْا	তোমরা বাহির করবে না
أَخْرَجْتُ	আমি বাহির করেছিলাম	أُخْرِجُ	আমি বাহির করি	مُخْرِج : যে বাহির করে			
أَخْرَجْنَا	আমরা বাহির করেছিলাম	نُخْرِجُ	আমরা বাহির করি	مُخْرَج : যাকে বাহির করা হয়			
أَخْرَجَتْ	সে (স্ত্রী) বাহির	تُخْرِجُ	সে (স্ত্রী) বাহির	إِخْرَاج : বাহির করণ			

	করে	করেছিল

খেয়াল করুন : خَـرَجَ ، يَـخْرُجُ ، خُـرُوج (বাহির হওয়া) إِخْـرَاج ، يُـخْرِجُ ، أَخْـرَجَ (বাহির করা)

পাঠ-২৬ : প্রায়ই পঠিত আয়াত সমুহ আল-বাকারা(২ : ২৮৪-২৮৫)

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

∞أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/ ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ/

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

(285)

2a. কত প্রকারের ইবাদত আছে ?

2b. শব্দগুলির অর্থ কি ? فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ? এর অর্থ কি আল্লাহ লোকজনকে এলোপাতাড়িভাবে শাস্তি দিবেন ?

2c. আল্লাহ তাআ'লা করেছেন এমন ৩টি কিতাবের নাম উল্লেখ করুন ? রাসুল আঃ দের নাম লিখুন যাঁদের উপর এই সকল কিতাব নাযিল হয়েছিল।

2d. সুরা আল-বাকারার শেষে আয়াতে উল্লেখিত ৫টি বিশ্বাস কি কি ?

3. ক্রিয়া বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি আরবিতে পূরণ করুন :

22 أَسْلَمَ س ل م _____ প্যাটার্নের নাম _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপগুলি: أَسْلَم ، يُسْلِمُ ، **أَسْلِمْ** ، إِسْلام	
		فعل أمر	فعل نهى

120 أَشْرَكَ ش ر ك _____ প্যাটার্নের নাম _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপগুলি: **أَشْرَكَ، يُشْرِكُ، أَشْرِكْ ، إِشْرَاك**	
		فعل أمر	فعل نهى

108 أَخْرَجَ خ ر ج ______________ প্যাটার্নের নাম - ______________

এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপগুলি: أَخْرَجَ، يُخْرِجُ، أَخْرِجْ ، إِخْرَاج		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন :		
4a.	এইভাবে আমরা তাদেরকে বের করলাম	
4b.	এইভাবে তোমরা সবই সমর্পণ কর	
4c.	এবং আমাকে বাইরে নিন	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন :		
5a.	أَأَسْلَمْتُمْ	
5b.	وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا	
5c.	نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا	

4d.	এইভাবে আল্লাহর কোনো শরীক করবে না	
4e.	তুমি এটি বাইরে নাও	

5d.	سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ	
5e.	وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৮১টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৭,২৯৮ বার এসেছে।	কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২৭: সচরাচর পঠিত আয়াত সমুহ আল-বাকারা(২ : ২৮৬)

এটি সুরা আল-বাকারার শেষ আয়াত। সুরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াতের অনেক বেশী গুরুত্ব আছে এবং আয়াতগুলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∕∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ∕

لَا يُكَلِّفُ	اللّٰهُ	نَفْسًا	اِلَّا	وُسْعَهَا ٪ط
তিনি বোঝা চাপান না	আল্লাহ	কাউকে	ব্যতীত	তার ক্ষমতা
অনুবাদ : আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার বেশী বোঝা চাপান না				

- আল্লাহ যে সমস্ত বিষয় অবশ্য করণীয় করেছেন তা পালন করা খুবই সম্ভব, শীতের সময় ফযরের সালাতই হউক বা তাঁর পথে ধন-সম্পদ এবং সময় ব্যয় করা, ইত্যাদি। একইভাবে, আমরা বিরত থাকতে পারি যা কিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন সুদ এবং নির্লজ্জতা, এসমস্ত খারাপ বিষয় যতই সাধারণ হউক।
- আমাদের অসহায়তার ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্য আমাদেরকে অনেক সুবিধা দিয়েছেন, যেমন ভ্রমণকালে সালাত কসর করা, দাঁড়াতে না পারলে বসে বা শুয়ে সালাত কায়েম করা, অজু করা না গেলে তায়াম্মুম করার সুবিধা, ইত্যাদি।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামর্থ্য দান কর যেন আমরা আপনার সকল নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালন করতে পারি, এবং এ সকল পুরণ করার সময় আমাদের অন্তরে যেন কোনো রকম অনীহা না থাকে।

لَهَا	مَا	كَسَبَتْ	وَعَلَيْهَا	مَا	اكْتَسَبَتْ ٪ط
তার জন্য	যা কিছু	সে অর্জন করেছে	এবং তার উপরেই	যা কিছু	সে অর্জন করেছে (মন্দ)
অনুবাদ : ইহা তার জন্য (পুরস্কার) যা কিছু সে অর্জন (ভালো) করেছে, এবং তার বিপক্ষে যাবে যা কিছু অর্জন করেছে (মন্দ)।					

- অর্থাৎ, কেহ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। পরকালে আত্মীয়, নেতা, টাকা-পয়সা কোনো কাজে আসবে না। শুধু ভালো কাজ উপকারে আসবে।
- কারো ভয়, দ্বিধা, বা লজ্জায় আমাদের ভালো কাজ করা বর্জন করা উচিৎ নহে, কারণ এগুলি আমাদেও কোনো উপকারে আসবে না। দ্বিদা করে কিছু লোক বাজারে, রেলওয়ে ষ্টেশনে বা বিমান বন্দরে সালাত স্থগিত রাখে যা একেবারেই বোকামী।

36

رَبَّنَا	لَا تُؤَاخِذْنَآ	اِنْ	نَّسِيْنَآ	اَوْ	اَخْطَأْنَا ٪ج
হে আমাদের প্রভু	আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না	যদি	আমরা বিস্মৃত হই	বা	আমরা ভুলে যাই
অনুবাদ : "হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুলে যাই'					

- এই ধরণের প্রার্থনা করার সময়, আমরা যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে থাকি সে সম্বন্ধে চিন্তা করুন, যেমন আন্তরিক সঙ্কল্প করা, কুরআন বুঝা, সালাত আদায় করা, এবং অন্যান্য ইবাদত, অন্যদের সঙ্গে ব্যবসা/ লেনদেন করা, শিক্ষা গ্রহণ করা, উপার্জন করা, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, ইসলামের জন্য ডাকা, সামাজিক কাজ করা, ইত্যাদি। এই সকল ব্যাপারে আমাদের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। আমাদের কাজে আমরা নিখুঁত হতে পারব না। অতএব, আমাদের বিনয়ের সহিত এই প্রার্থনা করা উচিৎ।
- আমাদের বন্ধু, সহযোগী এবং আত্মীয়-স্বজন আমাদের বিরূদ্ধে ভুল করতে পারে। এরা সবাই মানুষ। আমাদেও এটা অভ্যাস করা উচিৎ এই বিষয়গুলি উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করে দেওয়া, যাতে আল্লাহও আমাদের ক্ষমা করে দেন।

52

رَبَّنَا	وَلَا تَحْمِلْ	عَلَيْنَآ	اِصْرًا
হে আমাদের প্রভু	এবং তুমি বহন করিও না	আমাদের উপর	বোঝা

242

مِنْ قَبْلِنَا %ج	عَلَى الَّذِيْنَ	حَمَلْتَهٗ	كَمَا
আমাদের পূর্ববতীদের	তাদের উপর	তুমি তা বহন করিয়েছিলে	যেমন
অনুবাদ: হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদেরকে বোঝা বহন করিও না যেমন তুমি বহন করিয়েছিলে আমাদের পূর্ববতীদেরকে।			

- সীমালঙ্ঘনের কারণে বনি ইসরাইলদের জন্য শনিবারে ব্যবসা-বানিজ্য ও শীকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আল্লাহ যেন আমাদের ঐ ধরণের কঠোর নির্দেশ না দেন।
- এই প্রার্থনার দিকে খেয়াল করুন এবং দেখুন আল্লাহ কি রকম আমাদের প্রতি যত্ন নেন! তিনি নিজেই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে। তারপরও, যদি আমরা প্রার্থনা না করি, তাহলে আমাদের কত বড়ো বোকামী হবে?
- দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করুন যে ইহা গৃহিত হবে।

بِهٖ %ج	لَنَا	لَا طَاقَةَ	مَا	تُحَمِّلْنَا	وَلَا	رَبَّنَا
ইহা দ্বারা	আমাদের জন্য	ক্ষমতা নাই	যা কিছু	তুমি আমাদের বোঝা দিও	এবং না	হে আমাদের প্রভু
অনুবাদ : হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদেরকে এমন বোঝা দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নাই।						

- অর্থাৎ, আমাদের উপর বেশী বোঝা চাপাও না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নাই, টাকা- পয়সার অভাব, অসহায়তা, নিগ্রহ, দুরারোগ, মানুষের সৃষ্ট কষ্টকর পরিস্থিতি ইত্যাদি। একইভাবে, আমাদেরকে এমন পরীক্ষায় ফেলিও না যা আমরা পাশ করতে পারব না। আমাদেরকে খুব বেশী ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, বা বন্ধু-বান্ধব যে কারণে আমরা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হই।
- যদি কাহাকেও ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, কষ্টকর পরিস্থিতি, বা খারাপ সহচর/ বন্ধু-বান্ধব দিয়ে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয় এবং সে যদি ইসলামের নীতি অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা না করে বা ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করে না, তাহলে তাকে উপহাস না করে এবং হীন মনে না করে, আমাদের উপরের প্রার্থনাটি করা উচিৎ। আমরাও একই ধরণের পরীক্ষার মধ্যে পড়তে পারি, এবং তাতে আমাদেরও পদস্খলন হতে পারে। এই ধরণের লোকদের ভর্ৎসনা করতে গেলে এবং কোনো সমাবেশে তাদের কথা উল্লেখ করতে হলে, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, আমাদেরও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, আমাদের সে কথাই বলা উচিৎ যা যথযথ।
- ‘রব্বানা’ এর পূনরাবৃত্তি আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে কিভাবে আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ। আমাদের উচিৎ তাঁকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রশংসা করা এই কারণে যে তিনি আমাদের প্রভু, দাতা, রক্ষাকর্তা।
- হে আল্লাহ! আপনিই সেই সত্তা যিনি আমাদের চাওয়া-পাওয়ার যোগান দেন, অতএব আমাদের জন্যও তাই করুন।

وَارْحَمْنَا %وقفة	وَاغْفِرْ لَنَا %وقفة	وَاعْفُ عَنَّا %وقفة
এবং আমাদেরকে রহম করুন	এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন	এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন
وَ+ اِرْحَمْ + نَا	وَ+ اِغْفِرْ	وَ+ اُعْفُ
অনুবাদ : এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে রহম করুন।		

- এই অংশে উল্লেখিত তিনটি জিনিসের মধ্যে প্রতিটিই আমাদের দরকার:
  - আল্লাহ যদি আমাদেরকে অনেক জিনিস করতে বলেন এবং আমরা এমনকি কয়েকটি জিনিসও করি নাই, তাহলে, হে আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুগুলি ক্ষমা করে দিন।

- আল্লাহ যদি আমাদেরকে বেশ কিছু জিনিস করা হতে নিষেধ করেন, কিন্তু তারপরও আমরা পাপগুলি করে ফেলেছি, তখন, হে আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমাদের সীমালঙ্ঘনগুলি ক্ষমা করে দেন এবং ঢেকে দিন।
- এমনকি উপরের দুইটি সাহায্য প্রার্থনা অনুমোদন করা হলেও, আমরা অল্প পরিমান ভালো কাজ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না বা শুধুমাত্র আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমে। অতএব হে আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

➢ ইহা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা যায় না, আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া। ভালো-কাজ মানুষকে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় এবং আল্লাহর ক্ষমা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

➢ সংক্ষেপে, যে ভালো-কাজ করা বাদ পড়ে গেছে তার জন্য আমরা বলি 'ওয়াফু আন্নাা', কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে আমরা বলি 'ওয়াগ-ফির লানা' এবং যে সমস্ত ভালো-কাজ আমরা করেছি কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নহে তার জন্য আমরা বলি 'ওয়ার হামনা'।

اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (286) 383				
কাফির/ অবিশ্বাসী	জাতীর বিরূদ্ধে	অতএব আমাদেরকে সাহায্য করুন	আমাদের রক্ষাকর্তা	তুমি
		فَ + اُنْصُرْ + نَا	مولٰى + نَا	
অনুবাদ : তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা অতএব আমাদেরকে সাহায্য করুন কাফির জাতীর বিরূদ্ধে।				

➢ مولٰى অর্থ: রক্ষাকর্তা, প্রভু, যিনি ভুলকে শুদ্ধ করে দেন, সাহায্যকারী। সঠিক পথে চলা এবং বিরূদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করা আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগীতা সম্ভব নয়।

➢ উপরোক্ত আয়াতগুলি মুহাম্মদ (□) এর উপর নাযিল হয়েছিল মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকে, যখন মুসলিমদিগকে খুবই খারাপভাবে কষ্ট এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। এই প্রার্থনায়, কাহারো ব্যাপারে দুর্বলতা ও ভুল এর স্বীকৃতি রয়েছে, ভুল বা পাপ কর্মের পরিশুদ্ধির জন্য উদ্বেগ রয়েছে, এবং শেষে কাফিরদের বিরূদ্ধে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা রয়েছে। এইভাবে এটি পরিস্কার যে, যদি আমরা নিপীড়িত হই এবং আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, তখন প্রথমে আমাদের দুর্বলতাগুলি অপসারণ করতে হবে এবং করণীয়গুলি পূর্ণ করতে হবে, তারপর সমাজ থেকে খারাপ বিষয়গুলি মুছে ফেলতে হবে, ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মানুষজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে এবং নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে। একই সময়ে এই প্রার্থনাটা করা উচিৎ এবং গঠনমুলকভাবে চেষ্টা করা উচিৎ তাদের অত্যাচারের সমাপ্তি ঘটানো যা আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতো ইসলামের নির্দেশাবলি মেনে চলতে। **ব্যাকরণ:** আমরা ৩য় উদ্বাবিত ফরম أَسْلَمَ অনুশীলন করা অব্যাহত রেখেছি যেখানে প্রথম অক্ষর হিসাবে হামজা যুক্ত করা হয়েছে। খেয়াল করুন যে اسم فاعل এবং اسم مفعول এর ক্ষেত্রে হামজা বিলুপ্ত হয়েছে এবং مُ যুক্ত হয়েছে। দুইটির মধ্যে কেবল যের এবং যবরের তফাৎ রয়েছে; উদাহরণ স্বরূপ مُنْزِل এবং مُنْزَل। فعل مضارع এবং نهي তেও হামজা বিলুপ্ত হবে।

এই পাঠে আমরা বিদ্যাভ্যাস করব أَنْزَلَ, أَرْسَلَ, এবং أَضَلَّ। নীচের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

190 أَنْزَلَ ন ز ল তিনি নীচে পাঠিয়েছেন (প্যাটার্ন: أَسْلَمَ)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি:	فعل مضارع	فعل ماضي
أَنْزَلَ، يُنْزِلُ، أَنْزِلْ، إِنْزَال	يُنْزِلُ সে নীচে পাঠায়	أَنْزَلَ তিনি নীচে পাঠিয়েছেন

فعل نهى	فعل أمر	তারা নীচে পাঠায় يُنْزِلُوْنَ	তারা নীচে পাঠিয়েছিল أَنْزَلُوْا
তুমি নীচে পাঠাবে না لَا تُنْزِلْ	(তুমি) নীচে পাঠাও أَنْزِلْ	তুমি নীচে পাঠাও تُنْزِلُ	তুমি নীচে পাঠিয়েছিলে أَنْزَلْتَ
তোমরা নীচে পাঠাবে না لَا تُنْزِلُوْا	(তোমরা) নীচে পাঠাও أَنْزِلُوْا	তোমরা নীচে পাঠাও تُنْزِلُوْنَ	তোমরা নীচে পাঠিয়েছিলে أَنْزَلْتُمْ
যে নীচে পাঠায় : مُنْزِل		আমি নীচে পাঠাই أُنْزِلُ	আমি নীচে পাঠিয়েছিলাম أَنْزَلْتُ
যা নীচে পাঠানো হয় : مُنْزَل		আমরা নীচে পাঠাই نُنْزِلُ	আমরা নীচে পাঠিয়েছিলাম أَنْزَلْنَا
নীচে পাঠানোর কাজ : إِنْزَال		সে (স্ত্রী) নীচে পাঠায় تُنْزِلُ	সে (স্ত্রী) নীচে পাঠিয়েছিল أَنْزَلَتْ

খেয়াল করুন : أَنْزَلَ، يُنْزِلُ، إِنْزَال نَزَلَ، يَنْزِلُ، نُزُول (নীচে নেমে আসা) (নীচে পাঠানো)

(প্যাটার্ন : أَسْلَمَ)　　সে ভুলপথে চালিয়েছিল　　ض ل ل　　أَضَلَّ　　**64**

এই ক্রিয়ার দুইটি অক্ষর একই। কোনো কোনো জায়গায়, এই একই রকম অক্ষর দুইটি আলাদা লেখা হয়, উদাহরণ স্বরূপ أَضْلِلْ এবং أَضْلَلْتُ.

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি:
أَضَلَّ، يُضِلُّ، أَضْلِلْ ، إِضْلَال

فعل ماضي		فعل مضارع	
أَضَلَّ	সে ভুলপথে চালিয়েছিল	يُضِلُّ	সে ভুলপথে চালায়
أَضَلُّوْا	তারা ভুলপথে চালিয়েছিল	يُضِلُّوْنَ	তারা ভুলপথে চালায়
أَضْلَلْتَ	তুমি ভুলপথে চালিয়েছিলে	تُضِلُّ	তুমি ভুলপথে চালাও
أَضْلَلْتُمْ	তোমরা ভুলপথে চালিয়েছিলে	تُضِلُّوْنَ	তোমরা ভুলপথে চালাও
أَضْلَلْتُ	আমি ভুলপথে চালিয়েছিলাম	أُضِلُّ	আমি ভুলপথে চালাই
أَضْلَلْنَا	আমরা ভুলপথে চালিয়েছিলাম	نُضِلُّ	আমরা ভুলপথে চালাই
أَضَلَّتْ	সে (স্ত্রী) ভুলপথে চালিয়েছিল	تُضِلُّ	সে (স্ত্রী) ভুলপথে চালায়

فعل أمر		فعل نهي	
أَضْلِلْ	(তুমি) ভুলপথে চালাও	لَا تُضِلَّ	তুমি ভুলপথে চালাবে না
أَضْلِلُوْا	(তোমরা) ভুলপথে চালাও	لَا تُضِلُّوْا	তোমরা ভুলপথে চালাবে না

যে ভুলপথে চালায় : مُضِلّ

যাকে ভুলপথে চালানো হয় : مُضَلّ

ভুলপথে চালানোর কাজ: إِضْلَال

খেয়াল করবেন : ضَلَّ، يَضِلُّ، ضَلَالَة (ভুলপথে চলা)　إِضْلَال، يُضِلُّ، أَضَلَّ (অন্যকে ভুলপথে চালানো)

(প্যাটার্ন أَسْلَمَ)　　সে প্রেরণ করেছিল　　ر س ل　　أَرْسَلَ　　**169**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি
أَرْسَلَ ، يُرْسِلُ ، أَرْسِلْ ، إِرْسَال

فعل ماضي		فعل مضارع	
أَرْسَلَ	সে প্রেরণ করেছিল	يُرْسِلُ	সে প্রেরণ করে
أَرْسَلُوْا	তারা প্রেরণ করেছিল	يُرْسِلُوْنَ	তারা প্রেরণ করে
أَرْسَلْتَ	তুমি প্রেরণ করেছিলে	تُرْسِلُ	তুমি প্রেরণ করো
أَرْسَلْتُمْ	তোমরা প্রেরণ করেছিলে	تُرْسِلُوْنَ	তোমরা প্রেরণ করো
أَرْسَلْتُ	আমি প্রেরণ করেছিলাম	أُرْسِلُ	আমি প্রেরণ করি
أَرْسَلْنَا	আমরা প্রেরণ	نُرْسِلُ	আমরা প্রেরণ

فعل أمر		فعل نهي	
أَرْسِلْ	(তুমি) প্রেরণ করো	لَا تُرْسِلْ	তুমি প্রেরণ করবে না
أَرْسِلُوْا	(তোমরা) প্রেরণ করো	لَا تُرْسِلُوْا	তোমরা প্রেরণ করবে না

প্রেরণকারী : مُرْسِل

যাকে প্রেরণ করা হয়: مُرْسَل

	করি	করেছিলাম
প্রেরণ করার কাজ : إ رْسَا ل	সে (স্ত্রী) প্রেরণ করে تُـرْسِلُ	সে (স্ত্রী) প্রেরণ করেছিল أَ رْسَلَتْ

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধরণের ক্রিয়া যা أَسْلَمَ প্যাটার্নের, মূল তিন-অক্ষর ক্রিয়া উদ্ভাবিত ফরমের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে; যা এরকম ‘কাজ করা এবং অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া’ উদাহরণ স্বরূপ:

نَـزَلَ নীচে নেমে আসা, أَنْـزَلَ অন্যকে নীচে পাঠানো; বিভ্রান্ত হওয়া করা

ضَلَّ : বিভ্রান্ত হওয়া, أَضَلَّ অন্যকে বিভ্রান্ত করা.

أَرْسَلَ এর ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ পরিস্কার নয়। অতএব, উপরোক্ত সম্বন্ধ সব সময় সত্য নহে।.

মনে রাখবেন কুরআনে এই ৪র্থ প্যাটার্ন (أسلم) সব চেয়ে বেশী ঘন ঘন পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের প্রায় ৪৫০০ শব্দ এই প্যাটার্নের; অর্থাৎ প্রতি দুই লাইনে একবার এই প্যাটার্নের শব্দ আপনি পাবেন।

∞أَعُوذُ بِـاللهِ مِنَ الـشَيْطٰنِ الـرَّجِيْمِ∞ بِـسْمِ اللهِ الـرَّحْمٰنِ الـرَّحِيْمِ

لَا يُـكَـلِّفُ اللّٰهُ نَـفْـسًا اِلَّا
وُسْعَـهَـا ط لَـهَـا مَـا كَـسَبَتْ
وَعَلَـيْـهَـا مَـا اكْـتَـسَبَتْ ط
رَبَّـنَـا لَا تُـؤَاخِذْنَـآ اِنْ
نَّـسِيْـنَـآ اَوْ اَخْطَاْنَـا ج
رَبَّـنَـا وَلَا تَـحْمِلْ عَـلَـيْـنَـآ
اِصْرًا كَـمَـا حَمَلْـتَـهٗ عَـلَى
الَّـذِيْـنَ مِنْ قَـبْـلِـنَـا ج
رَبَّـنَـا وَلَا تُـحَمِّلْـنَـا مَـا لَا
طَاقَـةَ لَـنَـا بِـهٖ ج وَاعْفُ

পাট-২৭ : সচরাচর পঠিত আয়াত আল-বাকারা(২:২৮৬)

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ / بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ /

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط%

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط%

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج%

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج%

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج%

وَاعْفُ عَنَّا % وقفة وَاغْفِرْ لَنَا % وقفة وَارْحَمْنَا % وقفة

اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (286)

2a. অসুস্থার কারণে বা কঠিন অবস্থার কারণে কি কি সুবিধা আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দিয়েছেন ?

2b. এই প্রার্থনায় কি কারণে 'রাব্বানা' পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে ? ইহা আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয় ?

2c. وَ اغْفِرْلَنَا এবং وَ اعْفُ عَنَّا এর মধ্যে পার্থক্য কি ? আমাদেরকে দিয়েছেন ?

2d. مَوْلٰى এর অর্থ কি ?

3. ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি আরবিতে পুরণ করুন।

190 أَنْـزَلَ ن ز ل _____ প্যাটার্ন _____

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: أَنْـزَلَ، يُـنْـزِلُ، أَنْـزِلْ ، إِنْـزَال	
		فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى

169 أَرْسَلَ ر س ل _____ প্যাটার্ন _____

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: أَرْسَلَ ، يُـرْسِلُ ، إِرْسَال ، إِرْسَـال	
		فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى

64 أَضَلَّ ض ل ل _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ সমুহ: أَضَلَّ، يُضِلُّ، أَضْلِلْ ، إِضْلَال	
		فعل أمر	فعل نهى

4. নীচের অংশটুকু আরবিতে অনুবাদ করুন।

4a.	তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে	
4b.	আল্লাহ নাযিল করেছেন	
4c.	আমাকে পথভ্রষ্ট করবে না!	
4d.	আমি তোমাকে পাঠিয়েছি	
4e.	আমার সঙ্গে তাদেরকে পাঠাও!	

5. নীচের অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করুন।

5a.	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا	
5b.	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ	
5c.	نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ	
5d.	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ	
5e.	يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৯১টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৮,৯৩৯ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২৮: সচরাচর পঠিত আয়াত-আল-হাশর(৫৯ : ২২-২৪)

ভূমিকা :

- আল্লাহর সুন্দরতম নাম সমুহ (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى।) সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। حُسْنٰى অর্থ ভালো বা উত্তম এবং أَسْمَاء অর্থ নাম সমুহ। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য গুণবাচক নাম হচ্ছে উহাই যা কুরআন এবং হাদিসে উল্লেখ আছে। ল
- এই নাম সমুহ আল্লাহর স্বাভাবিক গুণ বর্ণনা করে। এই নাম সমুহ স্মরণ করা হলে অনেক উপকার বয়ে আনে। এই গুলি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ভয়, আমাদের অন্তরে তাঁর উঁচুমর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই, তাঁর নির্দেশাবলি মেনে চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।
- তিনটি আয়াতের প্রত্যকটি هُوَ اللّٰهُ দিয়ে আরাম্ভ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলির প্রভাব এতই বেশী যে এইগুলি তিলাওয়াত করা হলে আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ধীরে ধীরে নিবেশিত/ সঞ্চারিত করে।
- সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল জ্ঞানের জন্য কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ তাঁর মত কোনো কিছুই নয়। তাই আমরা কেবল তাঁকে চিনতে পারি তাঁর গুণবাচক নামের মাধ্যমে, যেমন আর-রাহ্মান, আর-রাহীম, ইত্যাদি। তাঁর প্রতিটি গুণবাচক নাম আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সংযোগ করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি হচ্ছেন আর-রাহীম (ক্ষমাপূর্ণ), অতএব আমরা করত যে তিনি আমাদের প্রতিও ক্ষমাপূর্ণ হবেন।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

هُوَ	اللّٰهُ	الَّذِىْ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ ج
তিনি	আল্লাহ	যিনি	নাই	ইলাহ্	ব্যতীত	তিনি

অনুবাদ : তিনিই আল্লাহ; যিনি ব্যতীত ইলাহ্ নাই।

- কুরআনে আল্লাহর নাম প্রায় ২৭০০ বার এসেছে। তাঁর যে সকল গুণবাচক নাম উল্লেখিত হয়েছে তা এর অতিরিক্ত। অতএব, আল্লাহ সম্বন্ধে জানতে হলে, কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পুস্তক।
- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই অর্থাৎ উপাসনার যোগ্য কেহই নাই; অথবা যাঁকে আমরা মেনে চলতে পারি; এবং যিনি আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

عٰلِمُ	الْغَيْبِ	وَالشَّهَادَةِ ج	هُوَ	الرَّحْمٰنُ	الرَّحِيْمُ (*٢٢)*
যিনি জানেন	অদৃশ্য/ গায়েব	এবং দৃশ্যমান	তিনি	পরম করুনাময়	অশেষ দয়াবান

অনুবাদ : তিনি অদৃশ্য/ গায়েব এবং দৃশ্যমান এর পরিজ্ঞাতা, তিনি পরম করুনাময় অশেষ দয়াবান।

- আমরা যা কিছু দেখি না বা জানি না তাহাই অদৃশ্য এবং যা কিছু দেখি বা জানি তাহাই দৃশ্য বা প্রকাশ্য। আল্লাহর জন্য, কোনো অদৃশ্য নাই। সবকিছুই তাঁর নিকট প্রকাশ্য। আমাদের বুঝার জন্য এখানে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বা প্রকাশ্য এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- আমাদের জন্য, দুনিয়ার অনেক ব্যাপারই অদৃশ্য রয়েছে। আজকে বা আগামী কি ঘটতে যাচ্ছে সেটাও আমাদের জন্য গোপন। এমন কি আমাদের দেহের অভ্যন্তরে কি ঘটতেছে, আমরা স্বাস্থ বান থাকব না কি রোগগ্রস্ত হবো তা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।
- আমাদের চতুরপার্শে এমন অনেক জিনিসই আছে যা আমরা শুনিও না দেখিও না, যেমন টেলিফোন, রেডিও এবং টিভির তরঙ্গ, দৃশ্যমান ও শ্রবণীয় পরিসরের বাইরের তরঙ্গসমুহ, ইত্যাদি। একইভাবে, ফিরিশতা এবং জিন আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।
- এই ধরণের গুণাবলির প্রেক্ষিতে, আমরা বলতে পারি: হে আল্লাহ সবকিছুর ভালো-মন্দ আপনি একাই জানেন, এবং যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং কখন। অতএব আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে সামর্থ্য দিন ঐসমস্ত কাজ করার জন্য যা আমাদের উপকারে আসবে।

- اَلـرَّحْمٰنُ : তীব্রভাবে দয়ালু ; اَلـرَّحِيْم : অবিশ্রান্তভাবে দয়ালু। আল্লাহ হচ্ছেন اَلـرَّحْمٰن اَلـرَّحِيْم অর্থাৎ, তাঁর দয়া তীব্র এবং অবিশ্রান্ত।
- আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন 'যে লোক দয়া প্রদর্শন করে না তাকেও দয়া প্রদর্শন করা হবে না'। অতএব আমাদের উচিৎ আমাদের বন্ধু, সহযোগী, পরিবারের সদস্য, সাধারণ লোক, এমন কি জীব-জন্তু কেও দয়া প্রদর্শন করা উচিৎ যাতে আল্লাহও আমাদের প্রতি তাঁর দয়া প্রদর্শন অব্যাহত রাখেন। হে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন।
- আমাদের যদি কোনো পাপ করতে হয়, আমরা কি এমন কোনো জায়গা পেতে পারি যেখানে **তিনি** (আল্লাহ) আমাদেরকে দেখতে পাবেন না।

هُوَ	اللّٰهُ	الَّذِىْ	لَآ	اِلٰـهَ	اِلَّا	هُوَ ۚ ج
তিনি	আল্লাহ	যিনি	নাই	ইলাহ্	ব্যতীত	তিনি
অনুবাদ : তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই;						

- এই আয়াত অংশটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, কারণ আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করা করেন না।
- তিনি একাই ইলাহ্ অর্থাৎ, কাকে ইবাদত করা হয়, কাকে মান্য করা হয় এবং কে প্রয়োজনাদি পূরণ করেন। তাঁর স্বাভাবিক গুণাবলি যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুত্ব আরোপ করে যে তাঁর মত কেহই ছিলেন না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন থাকবে না ।
- নবী (□) বলেছেন: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ (رَوَاهُ مُسْلِمْ) الْجَنَّةَ। 'লা-ইলাহা ইল্লা আল্লাহ' এর সঠিক জ্ঞান নিয়ে যে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَلْمَلِكُ	الْقُدُّوْسُ	السَّلٰمُ	الْمُؤْمِنُ
রাজা/ অধিপতি	পাক-পবিত্র	নিখুঁত/ শান্তিদাতা	নিরাপত্তাদাতা
অনুবাদ : তিনিই অধিপতি, পাক-পবিত্র, নিখুঁত/ শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা,			

- اَلْمَلِكُ : শাসক - যিনি এই পৃথিবীর মালিক এবং যিনি সবাইকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। আল্লাহ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যিকারের শাসক। কেহই তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তিনি কাউকেও ভয় করেন না এবং কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। এই বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে যে তিনি এই দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে যে আমরা নিজে থেকে তাঁকে মেনে চলি কি না।
- الْقُدُّوْسُ : তিনি হচ্ছেন পাক-পবিত্র/ নিখুঁত, তাঁর মধ্যে একেবারেই কোনো রকম ত্রুটিবিচ্যুতি, অভাব/ কমতি বা দুর্বলতা নাই, তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুর সম্পৃক্ততা কল্পনাই করা যায় না। এই দুনিয়ার শাসকের মধ্যে বা অফিসের ম্যানেজারের মধ্যে যদি কোনো খারাপ কিছু থাকে, তাহলে সে অনেক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা আমাদের বিরাট আনন্দের কথা যে আমাদের ইলাহ্, আমাদের প্রভুর কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। তাঁর গুণবাচক নামগুলি বড়ো রকমের তৃপ্তি ও প্রশংসার সহিত আমাদের স্মরণ করা উচিৎ।
- السَّلٰمُ : শান্তি। কোনো কিছুকে সুন্দর না বলে, যদি সৌন্দর্য/ রূপ/ লাবণ্য বলা হয়, তখন এর অর্থ হলো ব্যক্তির গুণাবলী দ্বারা মূর্ত করা। একইভাবে, আল্লাহকে শান্তিদাতা না বলে তিনিই শান্তি বলা হয়, তখন এর অর্থ হলো তাঁকে তাঁর ব্যক্তিসত্তার গুণাবলী দ্বারা মূর্ত করা। তাঁর কোনো রকম অসুবিধা, দুর্বলতা, ত্রুটিবিচ্যুতি বা অবক্ষয় থাকতে পারে না।
- الْمُؤْمِنُ : أَمِنَ অর্থ হলো যিনি নিশ্চিন্ত বা ভয় হতে মুক্ত। اٰمَنَ অর্থ হলো যিনি শান্তি দেন (অপর অর্থ 'তিনি বিশ্বাস করেন')। এখানে الْمُؤْمِنُ এর অর্থ 'যিনি শান্তি ও নিরাপত্তা দেন, অর্থাৎ যিনি ভয়, অস্থিরতা, কষ্টকর অবস্থা, দুশ্চিন্তা, দুঃখযাতনা, ব্যথা এবং দুনিয়ায় অবিচার হতে নিরাপত্তা দেন। কেবলমাত্র আল্লাহই অন্তরে এবং শরীরে নিরাপত্তা দিতে পারেন। শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তিকে নয়, বরং তার পরিবার, শহর, দেশ, জমিন, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব অধিকারাদি **তাঁর** নিরাপত্তাধীনে আছে।

الْمُهَيْمِنُ	الْعَزِيْزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ ط

শ্রেষ্ঠ/ অতিব মহিমান্বিত	প্রবল/ বাধ্যকারী	পরাক্রমশালী	পর্যবেক্ষণকারী/ রক্ষক
অনুবাদ: পর্যবেক্ষণকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতিব মহিমান্বিত			

- اَلْمُهَيْمِنُ। এর তিনটি অর্থ: (১) তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন, সংরক্ষণ করছেন, সবকিছু নিরাপদে রাখছেন, (২) তিনি সকলের কাজ-কর্ম লক্ষ্য রাখছেন এবং (৩) তিনি যত্ন নিচ্ছেন, তত্ত্বাবধান করছেন এবং সকল প্রয়োজন পুরণ করছেন।
- اَلْعَزِيْزُ।: তিনি বিরাজমান রয়েছেন। তিনি এমন এক সত্তা যাঁর বিরুদ্ধে কিউ দাঁড়াতে পারে না বা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে। তাঁর সামনে সবাই শক্তিহীন এবং সহায়হীন।
- اَلْجَبَّار : তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি শক্তি প্রয়োগ করে সকল ব্যাপার/ বিষয় সঠিক রাখেন। আল্লাহ হচ্ছেন اَلْجَبَّار; তিনি মহাবিশ্বকে তাঁর ক্ষমতাবলে সুবিন্যস্ত করে রেখেছেন এবং শক্তিবলে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকরী করেছেন। তাঁর ইচ্ছা প্রজ্ঞায় পরিপুর্ণ।
- اَلْمُتَكَبِّر: তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বজগতে সত্যিকার অর্থে বড়ো। কেবলমাত্র আল্লাহই সত্যিকার অর্থে বড়ো। তিনি সবসময় বড়ো ছিলেন, এখনও বড়ো আছেন এবং অব্যাহতভাবে সবসময় বড়ো থাকবেন।
- এই اَلْمُتَكَبِّر শব্দের অপর অর্থ হলো 'যিনি বড়ো নন, তবে বড়ো হওয়ার চেষ্টা করছেন বা মনে করেন তিনি বড়ো এবং তা দাবী করেন। সর্বপ্রথম যে এই আচরণ করেছিল সে হচ্ছে ইবলিশ, যখন সে আদমের সামনে সিজদা করতে অস্বীকার করে। যারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তারা হচ্ছে শয়তানের অনুসারী।

(۞٢٣) ۞ يُشْرِكُوْنَ	عَمَّا	سُبْحٰنَ اللهِ
তারা শরীক করে	তা হতে	আল্লাহরই সকল গুণগরীমা
অনুবাদ : সকল গুণগরীমা আল্লাহরই তা হতে যা তারা তাঁর অংশী (নিদ্ধারণ) করে।		

- গুণগরীমা বর্ণনা করণ অর্থ; আল্লাহ সকল ধরনের দুর্বলতা, ত্রুটিবিচ্যুতি বা দোষ/ কলঙ্ক হতে মুক্ত। তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমাশীলতা, তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর অগ্রতা, তাঁর নিরাপত্তা, তাঁর সংরক্ষণ, তাঁর তত্ত্বাবধান, তাঁর উঁচুমর্যাদায় কোনো ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি বা অসম্পুর্ণতা নাই। অন্য কারো সাহায্য তাঁর প্রয়োজন নাই। তিনি সকল ধরণের সহযোগী হতে মুক্ত।

اَلْمُصَوِّرُ	اَلْبَارِئُ	اَلْخَالِقُ	اللهُ	هُوَ
আকৃতিদানকারী	উদ্ভাবনকারী	সৃষ্টিকর্তা	আল্লাহ	তিনি
অনুবাদ : তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতিদানকারী				

- বলা হয় তিন পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন: (১) পরিকল্পনা ও ডিজাইন, (২) অস্তিত্ব দান করণ ও বিন্যাস্ত করণ এবং (৩) চুড়ান্ত রূপদান করণ।
- اَلْخَالِقُ। : যে সত্তা পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেন। এটি ঠিক একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাজের মত, যিনি একটা বিল্ডিং তৈরির পূর্বে যে কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে বিল্ডিংটি করবেন তার জন্য একটা কাঠামো তৈরি করেন। আল্লাহ তাআলা এত বড়ো সৃষ্টিকর্তা যে তিনি কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রত্যেকের মুখোমন্ডল, গলার স্বর এবং এমন কি তাদের আঙ্গুলের আলাদা আলাদা।
- اَلْبَارِئُ : بـرء অর্থ ছিঁড়ে আলাদা করা। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন اَلْبَارِئُ - যিনি অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্ব দান করেন, তাঁর পরিকল্পনা ও ডিজাইন মোতাবিক। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ইঞ্জিনিয়ার ভিত্তি খোঁড়ার জন্য রশি ও খুঁটি দিয়ে মার্কা দেন, তারপর ভিত্তি খোড়েন, দেয়াল তোলেন, ছাদ নির্মাণ করেন, ইত্যাদি।
- اَلْمُصَوِّر : যিনি আকার-আকৃতি দান করেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি সবকিছুর চুড়ান্ত রূপদান করেন।
- তিনটি পর্যায়ের সবগুলিতে, মানুষের কাজ এবং আল্লাহর কাজ আলাদা। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, আল্লাহর দেওয়া মডেল দেখে এবং আল্লাহর হাত ব্যবহার করে মানুষ নতুন জিনিস তৈরি করে। সত্যিকারের সুষ্টিকর্তা, উৎপাদনকারী এবং রূপদানকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নহে; কেহই **তাঁর** মত নহে।

اَلْحُسْنٰى ط	اَلْاَسْمَاءُ	لَهُ

উত্তম	নাম সমুহ	তাঁর জন্য
Translation: to **Him** belong the best names.		

- অনুগ্রহ করে নীচে খেয়াল করুন স্ত্রীলিঙ্গ রূপ :

  পুংলিঙ্গ : حَسَن (ভালো); أَحْسَن (অধিকতর ভালো) ; اَلْأَحْسَن (উত্তম)

  স্ত্রীলিঙ্গ: حَسَنَة (ভালো); حُسْنَى (অধিকতর ভালো); اَلْحُسْنَى (উত্তম);

- সুরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
- সকল উত্তম নাম সমুহ কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য। কেবল মাত্র এই সমস্ত নামেই তাঁকে আমারে ডাকা উচিৎ; উদাহরণ স্বরূপ, ইয়া গাফুর! আমাকে ক্ষমা করুন, ইয়া রাহীম! আমাকে দয়া করুন, আমাকে মার্জনা করুন, আমাকে নিরাময় দান করুন।
- একটি হাদিসে আছে: (إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْماً مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه : مسلم) কোনো সন্দেহ নাই যে আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম আছে, যিনি ঐগুলি স্মরণ করবেন, জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
- হে আল্লাহ! আমাকে সামর্থ্য দান করুন যাতে আমি আপনার গুণবাচক নামগুলি স্মরণ করতে পারি, আপনার গুণ-গরীমা করার জন্য ঐগুলি আন্তরিকভাবে পাঠ করতে পারি এবং আমি যেন নিজেকে এই নামের মাধ্যমে সংশোধিত করতে পারী
- আমরা যদি আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামগুলি পুনঃপুন পাঠ করে এগুলি স্মরণ করি, তাহলে আল্লাহর সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর ও দৃ ঢ়তর হবে।
- আল্লাহ তাআলার নামগুলি শেখার জন্য সুরা হাশরের এই আয়াতগুলি হতে আরাম্ভ করুন। অর্থসহ এই আয়াতগুলি শেখা আরাম্ভ করুন।

وَ الْأَرْضِ ج	فِي السَّمٰوٰتِ	مَا	لَهُ	يُسَبِّحُ
এবং পৃথিবীতে আছে	আসমানের মধ্যে আছে	যা কিছু	তাঁর জন্য	তিনি গুণ-গরীমা বর্ণনা করেন
অনুবাদ : যা কিছু আসমানে আছে এবং পৃথিবীতে আছে তাঁর জন্য গুণ-গরীমা বর্ণনা করছে।				

- এই বক্তব্য সম্বন্ধে বারংবার আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। যা কিছু আসমানের আছে এবং পৃ থিবীতে আছে সবাই আল্লাহ তাআলার গুণ-গরীমা বর্ণনা করছে ; সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ, বৃ ষ্টি, ঝড়-তুফান, এবং একইভাবে সমস্ত গাছ-গাছড়া, জন্তু , পাখি, এবং এমন কি দেয়াল, বই, কলম। সবাই **তাঁর** গুণ-গরীমা বর্ণনা করছে।
- কল্পনা করুন এই গুণ-গরীমা বর্ণনার প্রতিধ্বনি আপনি শুনছেন। স্মরণ করুন এই প্রতিধ্বনিকে বিশেষ করে যখন শয়তান ফিসফিস করে বলে এবং যখন আপনি একা থাকেন তখন আপনাকে উস্ক ানি দেয় খারাপ কিছু করার জন্য।
- তারা তাদের অবস্থ ানের মাধ্যমে গুণ-গরীমা বর্ণনা করে, অর্থাৎ সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ এবং সবকিছুই তাদের কাজ-কর্মের মাধমে দেখায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, যার কোনো অসম্পুর্ণতা বা খুঁত নাই।
- তারা তাদের বিঘোষণের মাধ্যমে গুণ-গরীমা বর্ণনা করে, অর্থাৎ, সবকিছুই আল্লাহর গুণ-গরীমা বর্ণনা করছে কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না।

97 (۲۴) ☆ الْحَكِيْمُ	الْعَزِيْزُ	وَ هُوَ
অতিব বিজ্ঞ	পরাক্রমশালী	এবং তিনি
অনুবাদ : এবং তিনি পরাক্রমশালী অতিব বিজ্ঞ।		

- আল-আজিজ : পুর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- اَلْحَكِيْمُ : সেই সত্তা যিনি অতিব বিজ্ঞ। তাঁর বিজ্ঞতার প্রতিফলন মহাবিশ্বের সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান; ইহার সময়যোগীতা এবং সংঘটনের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ হচ্ছেন আল-আজিজ এবং আল-হাকীম- সবকিছুরই উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং তাঁর প্রজ্ঞা কোনোক্রমেই বেঠিকভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি কারো প্রতি কোনো অন্যায় করেন না।

- হে আল্লাহ! আমাদেরকে উত্তম ইন্দ্রিয়বোধ দান কর যাতে আমরা আপনার সকল সিদ্ধান্তের প্রতি এবং সকল নির্দেশের প্রতি সন্তোষ্ট থাকতে পারি, কারণ আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ বিজ্ঞতাপূর্ণ।

ব্যাকরণ : আমরা ক্রিয়ার ৩য় উদ্ভাবিত ফরম أَسْلَمَ এর অনুশীলন করা অব্যাহত রেখেছি যেখানে প্রথম অক্ষর হিসাবে হামজা যুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন যে اسم فاعل এবং اسم مفعول এর ক্ষেত্রে হামজা বিলুপ্ত করা হয় এবং مُ যুক্ত করা হয়। এই দুইটির মধ্যে শুধুমাত্র যের এবং যবরের তফাৎ; উদাহরণ স্বরূপ, مُنْزِل এবং مُنْزَل । فعل مضارع এবং نهي এর ক্ষেত্রেও হামজা বিলুপ্ত করা হয়। এর প্রথমে একটি

এই পাঠে, আমরা শিখব ক্রিয়া أَرَادَ ، أَقَامَ ، آمَنَ ، آتَى ، أَرَى যা কুরআনে প্রায় ১৩০০ বার পাওয়া যাবে। أَقَامَ, أَرَادَ এবং أَرَى এর দ্বিতীয় মূল-অক্ষর দুর্বল অক্ষর, যে কারণে তাদের গঠিত ক্রিয়া-বিশেষ্যের রূপ إِقَامَة , إِرَادَة এবং إِرَاءَة হয়েছে।

- آمَنَ ক্রিয়ার প্রথমে একটি হামজা আছে, তাই তার ক্রিয়া-বিশেষ্য إِيْمَان এবং آتَى ক্রিয়ার প্রথম মূল-অক্ষর أ এবং শেষ মূল-অক্ষর ي যার ফলে এর ক্রিয়া-বিশেষ্য হয়েছে إِيْتَاء ।
- শেষের ক্রিয়া أَرَى এর প্রথমে আছে হামজা এবং শেষে আছে ي ।

চলুন আমরা সুরা বাকারার একটি আয়াতের অংশ নেই। ইহার মধ্যে أَقَامَ এবং آتَى ক্রিয়া দুইটি আছে। তাদের অর্থ মনে রাখার জন্য এটি মুখস্ত করবেন।

الزَّكٰوةَ	وَاٰتُوا	الصَّلٰوةَ	وَاَقِيْمُوا
যাকাৎ	এবং প্রদান করুন	সালাত	এবং কায়িম/ প্রতিষ্ঠা করুন
অনুবাদ : এবং সালাত কায়িম করুন এবং যাকাৎ প্রদান করুন।			

(প্যাটার্ন: أَسْلَمَ)　　সে ইচ্ছা করেছিল　　أَرَادَ　ر و د　　**139**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَرَادَ، يُرِيْدُ، أَرِدْ ، إِرَادَة		فعل مضارع		فعل ماضي	
		সে ইচ্ছা করে	يُرِيْدُ	সে ইচ্ছা করেছিল	أَرَادَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা ইচ্ছা করে	يُرِيْدُوْنَ	তারা ইচ্ছা করেছিল	أَرَادُوْا
তুমি ইচ্ছা করবে না لَا تُرِدْ	(তুমি) ইচ্ছা করো أَرِدْ	তুমি ইচ্ছা করো	تُرِيْدُ	তুমি ইচ্ছা করেছিলে	أَرَدْتَّ
তোমরা ইচ্ছা করবে না لَا تُرِيْدُوا	(তোমরা) ইচ্ছা করো أَرِيْدُوا	তোমরা ইচ্ছা করো	تُرِيْدُوْنَ	তোমরা ইচ্ছা করেছিলে	أَرَدْتُّمْ
যে চায়/ ইচ্ছা করে : مُرِيْد		আমি ইচ্ছা করি	أُرِيْدُ	আমি ইচ্ছা করেছিলাম	أَرَدْتُّ
যা কিছু চাওয়া/ ইচ্ছা করা হয়: مُرَاد		আমরা ইচ্ছা করি	نُرِيْدُ	আমরা ইচ্ছা করেছিলাম	أَرَدْنَا
ইচ্ছা/ প্রয়োজন: إِرَادَة		সে (স্ত্রী) ইচ্ছা	تُرِيْدُ	সে (স্ত্রী) ইচ্ছা	أَرَادَتْ

	করে	করেছিল

67	أَقَـامَ	ق و م	সে প্রতিষ্ঠা করেছিল			(প্যাটার্ন: أَسْلَمَ)
فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَقَـامَ ، يُـقِـيْمُ ، أَقِـمْ ، إِقَـامَـة		
أَقَـامَ	সে প্রতিষ্ঠা করেছিল	يُـقِـيْمُ	সে প্রতিষ্ঠা করে	فعل أمر		فعل نهى
أَقَـامُـوْا	তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল	يُـقِـيْمُـوْنَ	তারা প্রতিষ্ঠা করে			
أَقَـمْـتَ	তুমি প্রতিষ্ঠা করেছিলে	تُـقِـيْمُ	তুমি প্রতিষ্ঠা করো	أَقِـمْ	(তুমি) প্রতিষ্ঠা করো	لَا تُـقِـمْ — তুমি প্রতিষ্ঠা করবে না
أَقَـمْـتُـمْ	তোমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলে	تُـقِـيْمُـوْنَ	তোমরা প্রতিষ্ঠা করো	أَقِـيْمُـوْا	(তোমরা) প্রতিষ্ঠা করো	لَا تُـقِـيْمُـوْا — তোমরা প্রতিষ্ঠা করবে না
أَقَـمْـتُ	আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম	أُقِـيْمُ	আমি প্রতিষ্ঠা করি	مُـقِـيْم : যে প্রতিষ্ঠা করে		
أَقَـمْـنَـا	আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম	نُـقِـيْمُ	আমরা প্রতিষ্ঠা করি	مُـقَـام : যা প্রতিষ্ঠা করা হয়		
أَقَـامَـتْ	সে (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠা করেছিল	تُـقِـيْمُ	সে (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠা করে	إِقَـامَـة : প্রতিষ্ঠা করণ		

খেয়াল করুন : أَقَـامَ ، يُـقِـيْمُ ، إِقَـامَـة قَـامَ ، يَـقُـوْمُ ، قِـيَـام (উঠে দাঁড়ানো) (প্রতিষ্ঠা করা)

812	اٰمَـنَ	أ م ن	সে বিশ্বাস করেছিল			(প্যাটার্ন: أَسْلَمَ)
فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اٰمَـنَ ، يُـؤْمِـنُ ، اٰمِـنْ ، إِيْـمَـان		
اٰمَـنَ	সে বিশ্বাস করেছিল	يُـؤْمِـنُ	সে বিশ্বাস করে	فعل أمر		فعل نهى
اٰمَـنُـوْا	তারা বিশ্বাস করেছিল	يُـؤْمِـنُـوْنَ	তারা বিশ্বাস করে			
اٰمَـنْـتَ	তুমি বিশ্বাস করেছিলে	تُـؤْمِـنُ	তুমি বিশ্বাস করো	اٰمِـنْ	(তুমি) বিশ্বাস করো	لَا تُـؤْمِـنْ — তুমি বিশ্বাস করবে না
اٰمَـنْـتُـمْ	তোমরা বিশ্বাস করেছিলে	تُـؤْمِـنُـوْنَ	তোমরা বিশ্বাস করো	اٰمِـنُـوْا	(তোমরা) বিশ্বাস	لَا تُـؤْمِـنُـوْا — তোমরা বিশ্বাস

করবে না		করো				
যিনি বিশ্বাস করেন : مُـؤْمِـن			আমি বিশ্বাস করি	أُوْمِـنُ	আমি বিশ্বাস করেছিলাম	اٰمَـنْـتُ
যাকে বিশ্বাস করা হয় : مُـؤْمَـن			আমরা বিশ্বাস করি	نُـؤْمِـنُ	আমরা বিশ্বাস করেছিলাম	اٰمَـنَّـا
বিশ্বাস/ ঈমান : إِيْـمَـا ن			সে (স্ত্রী বিশ্বাস করে	تُـؤْمِـنُ	সে (স্ত্রী বিশ্বাস করেছিল	اٰمَـنَـتْ

খেয়াল করুন : اٰمَـنَ ، يُـؤْمِـنُ ، إِيْـمَـا ن (বিশ্বাস করা/ নিরাপত্তা দেওয়া) أَمِـن ، يَـا مَـنُ ، أَمْـن (নিরপদ হওয়া)

274	أَتَـى	أ ت ي	সে প্রদান করেছিল	(প্যাটার্ন أَسْلَمَ)

فـعـل مـا ضـي		فـعـل مـضـا رع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَتَـى، يُـؤْتِـيْ، اٰتِ ، إِيْـتَـا ء	
أَتَـى	সে প্রদান করেছিল	يُـؤْتِـيْ	সে প্রদান করে		
أَتَـوْا	তারা প্রদান করেছিল	يُـؤْتُـوْنَ	তারা প্রদান করে	فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى
أَتَـيْتَ	তুমি প্রদান করেছিলে	تُـؤْتِـيْ	তুমি প্রদান করো	اٰتِ (তুমি) প্রদান করো	لَا تُـؤْتِ তুমি প্রদান করবে না
أَتَـيْتُمْ	তোমরা প্রদান করেছিলে	تُـؤْتُـوْنَ	তোমরা প্রদান করো	اٰتُـوْا (তোমরা) প্রদান করো	لَا تُـؤْتُـوْا তোমরা প্রদান করবে না
أَتَـيْتُ	আমি প্রদান করেছিলাম	أُوْتِـيْ	আমি প্রদান করি	যে প্রদান করে : مُـؤْتِـى	
أَتَـيْنَا	আমরা প্রদান করেছিলাম	نُـؤْتِـيْ	আমরা প্রদান করি	যাকে প্রদান করা হয় : مُـؤْتًـى	
أَتَـتْ	সে (স্ত্রী) প্রদান করেছিল	تُـؤْتِـيْ	সে (স্ত্রী) প্রদান করে	প্রদান করণ : إِيْـتَـا ء	

খেয়াল করুন : أَتَـى، يَـأْتِـيْ، إِتْـيَـا ن (আগমন করা) اٰتَـى، يُـؤْتِـيْ، إِيْـتـا ء (প্রদান করা)

44	أَرٰى	ر أ ى	সে দেখিয়েছিল	(প্যাটার্ন أَسْلَمَ)

فـعـل مـا ضـي		فـعـل مـضـا رع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَرٰى ، يُـرِيْ ، أَرِ ، اِرَا ءَة			
أَرٰى	সে দেখিয়েছিল	يُـرِيْ	সে দেখায়				
أَرَوْ	তারা দেখিয়েছিল	يُـرُوْنَ	তারা দেখায়	فـعـل أمـر		فـعـل نـهـى	
أَرَيْـتَ	তুমি দেখিয়েছিলে	تُـرِيْ	তুমি দেখাও	أَرِ	(তুমি) দেখাও	لَا تُـرِ	তুমি দেখিও না
أَرَيْـتُمْ	তোমরা দেখিয়েছিলে	تُـرُوْنَ	তোমরা দেখাও	أَرُوْا	(তোমরা) দেখাও	لَا تُـرُوْا	তোমরা দেখাবে নাা
أَرَيْـتُ	আমি দেখিয়েছিলাম	أُرِيْ	আমি দেখাই	যে দেখায় : مُـرٍ			
أَرَيْـنَا	আমরা দেখিয়েছিলাম	نُـرِيْ	আমরা দেখাই	যা দেখানো হয় : مُـرً			

দেখানো اِ رَ ا ءَ ة	সে (স্ত্রী)দেখায়	تُــرِيْ	সে (স্ত্রী)দেখিয়েছিল	أَ رَتْ

খেয়াল করুন : **رَأَى، يَـرٰى، رَ أْيٌ** (দেখা)   أَرٰى ،يُــرِيْ، اِ رَ ا ء ة (দেখানো)

পাঠ-২৮ : সচরাচর আয়াত সমুহ-আল-হাশর(৫৯ : ২২-২৪)

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ / بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ /

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ%ج

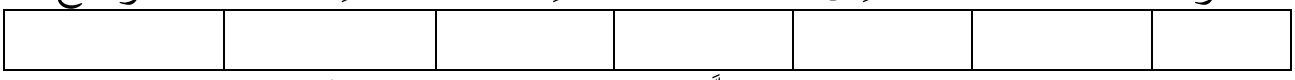

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ%ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢)

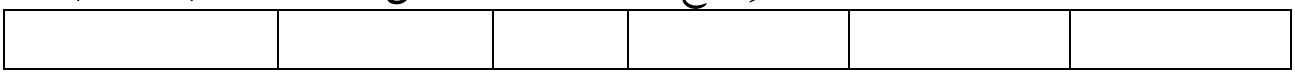

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ%ج

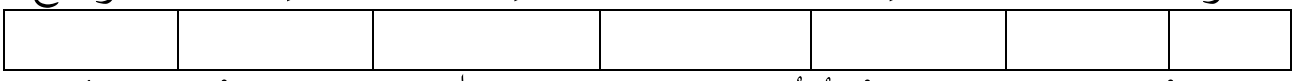

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ

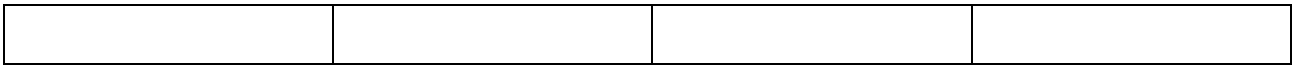

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ%ط

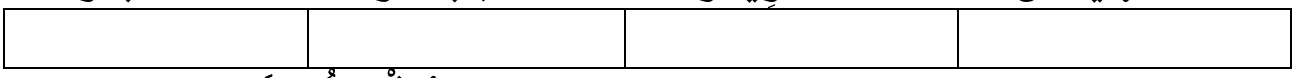

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣)

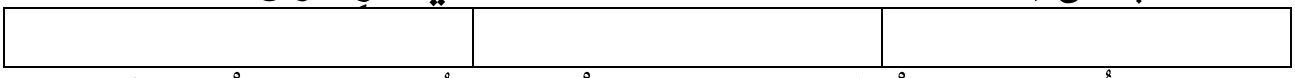

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

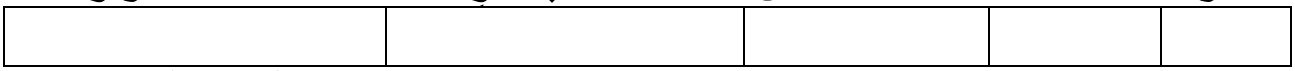

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

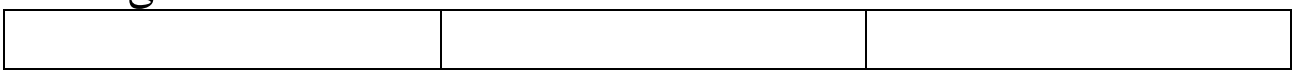

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

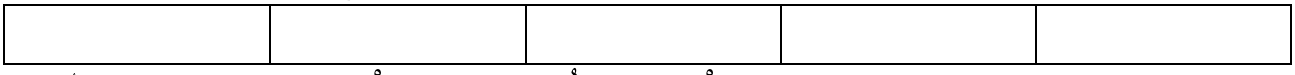

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٤)

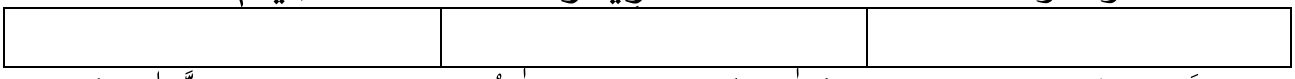

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

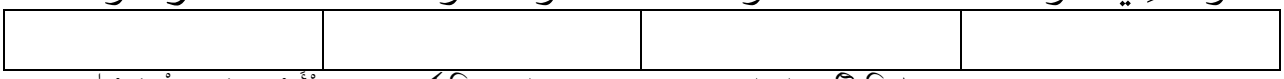

2a. الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى এর অর্থ কি ? তাদের মধ্য হতে যে কোনো ১০টি লিখুন।

2b. কি কারণে هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُو পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে ?

2c. জ্ঞানের কোন শাখা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ?

2d. আল্লাহর নাম সমুহ মুখস্ত রাখার উপকারিতা কি ?

3. ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য আরবিতে ছকটি পুরণ করুন :

139 أَرَادَ ر و د _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَرَادَ، يُرِيْدُ، أَرِدْ ، إِرَادَة	
		فعل أمر	فعل نهى

67 أَقَامَ ق و م _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَقَامَ، يُقِيْمُ ، أَقِمْ ، إِقَامَة	
		فعل أمر	فعل نهى

812 اٰمَنَ أ م ن _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اٰمَنَ ، يُؤْمِنُ ، اٰمِنْ ، إِيْمَان	
		فِعْلِ أمْر	فعل نهى

274 اٰتٰى أ ت ي _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اٰتٰى، يُؤْتِيْ، اٰتِ ، إِيْتَاء	
		فعل أمر	فعل نهى

প্যাটার্ন _____ _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَرٰى ، يُرِيْ ، أَرِ ، اِرَاءَة	
		فعل أمر	فعل نهى

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন :		**5.** নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন	
4a.	এইভাবে আমরা ইচ্ছা করেছিলাম	5a. فَأَقَامَهُ	
4b	সালাত প্রতিষ্ঠ করুন এবং যাকাৎ দিন	5b. لِيُقِيْمُوْا	
4c.	অতএব তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস কর	5c. أَتُرِيْدُونَ	
4d	আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি	5d. وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ	
4e.	আমি রাসুলকে বিশ্বাস করি	5e. أَفَتُؤْمِنُونَ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ১৯৯টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৯,৩২৫ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-২৯: সচরাচর পঠিত আয়াত সমুহ- শুক্রবার খুৎবা

- নবী (□) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতেন, সাধারণত নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলি পাঠ করতেন। এই সমস্ত আয়াতগুলির প্রতিটি আয়াতই মুসলিমদেরকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের আহ্বান করে। তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি একটি প্রভাব যার উৎপত্তি হয় আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হতে। এটা কেবলমাত্র 'তাকওয়া'ই, যা আমাদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করে এবং তাঁকে মেনে চলার ব্যাপারে আমাদের শক্তি জোগায়।
- তাই চলুন আমরা নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি যে আমাদের 'তাকওয়া' বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে।

সুরা আল-ই-ইমরান আয়াত: ১০২

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللهَ
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে
অনুবাদ : ওহে, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর				

- কুরআনের মধ্যে, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا প্রায় ৯০ বার পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। আল্লাহ স্নেহমাখা কথা দিয়ে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন এবং ঈমানের সূত্র ধরে, যা আমাদের নিকট খুবই প্রিয়। তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছ (বহুবচনে) এবং একবচনে নহে। ইহার অর্থ এই যে আল্লাহ চান আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হই এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং সংঘ্যবদ্ধভাবে তাঁর জন্য কাজ করি।
- আল্লাহ এইভাবে আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন যেন আমরা প্রশিক্ষিত হই আমাদের নিজেরই মঙ্গলের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। অতএব, যেখানেই يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا পাওয়া যাবে, তখন সেই মোতাবেক কাজ করার মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের এটি শ্রবন করা উচিৎ। এটি এরকম হওয়া উচিৎ নয় যে, ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করছেন, এবং আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোনো রকম প্রভাব ছাড়ায়, এমন কি, আল্লাহ কি বলছেন সে ব্যাপারে আমরা কোনো ভ্রুক্ষেপই করছি না।

حَقَّ تُقٰتِهٖ	وَلَا تَمُوْتُنَّ	اِلَّا	وَاَنْتُمْ	مُّسْلِمُوْنَ (102)
তাঁর সত্যিকারের ভয়	এবং তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না	ব্যতীত	এবং তোমরা	মুসলিম
অনুবাদ : যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা উচিৎ এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না ।				

- আল্লাহকে যেভাবে ভয় প্রয়োজন সেভাবে ভয় করতে হবে। এটি অন্য আয়াতেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন: 'তোমাদের সাধ্যমত তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে' (৬৪ : ১৬), অর্থাৎ তোমাদের সাধ্যমত যত বেশী তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে পারো।
- আমরা আমাদের মৃত্যুর সময় জানি না; এটি যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। অতএব, আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্য থেকে অতিবাহিত করা উচিত, এবং আমাদের অন্তর, মন এবং দেহকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে স্বরণ করতে হবে। যখনই কোনো খারাপ চিন্তা মনে আসে বা কোনো খারাপ পরিবেশের সম্মুখীন হই, আমাদের চিন্তা করা উচিৎ এই পাপপূর্ণ অবস্থায় মারা গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে।
- হে আল্লাহ! তোমার সকল আদেশ-নিশেধ মেনে চলার মনোবৃত্তি আমাদেরকে দান কর, আমাদেরকে সামর্থ্য দান কর খারাপ হতে বেঁচে থাকার, এবং আমরা যেন আমাদের ধীশক্তি/ মেধাকে সঠিক পথে ব্যবহার করতে পারি।
- আপনি যে ধরণের পরিস্থিতি/ পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করবেন, সেই ধরণের পরিস্থিতিতেই আপনার মৃত্যু হবে। নবী (□) বলেছেন, 'প্রত্যেককেই একই অবস্থায় পুনরিত্থিত করা হবে যে পরিস্থিতিতে তার মৃত্যু হয়েছে'(মুসলিম)।

- হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাকওয়া নিয়ে জীবন যাপন করতে সাহায্য করুন যাতে করে আমরা একজন সত্যিকার মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করতে পারি।

সুরা আন-নিসা আয়াত ১

- এটি হচেছ সুরা আন-নিসা এর প্রথম আয়াত। এই সুরায় ইসলামিক পারিবারিক নিয়ম-কানুনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত নিয়ম-কানুন আইন এবং ক্ষমতাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করতে পারে, কিন্তু এইগুলি বাস্তবায়ন করতে তাকওয়া একান্ত প্রয়োজন, এমন কি যেখানে আল্লাহ ছাড়া কেউ লক্ষ্য করছে না ।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ	خَلَقَكُمْ	الَّذِيْ	رَبَّكُمُ	اتَّقُوْا	النَّاسُ	يَاَيُّهَا
একই মানুষ/ আত্মা হতে	তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন	যিনি	তোমাদের রবকে	তোমরা ভয় কর	মানুষ	ওহে
অনুবাদ : হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃ ষ্টি করেছেন একই মানুষ/ আত্মা হতে।						

- 'তাকওয়া' অর্থ: আল্লাহর অসন্ত ষ্টি হতে মানুষের ভয় করা উচিৎ। এখানে ইত্তাকুল্লাহ এর পরিবর্তে ইত্তাকু-রব্বাকুম বলা হয়েছে; তার অর্থ হচেছ আমাদের ভয় করা উচিৎ আল্লাহকে যিনি দেখাশুনা করেন আমাদের লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষা, আমাদের যত্ন নেন এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার সবকিছুই দিতেছেন।
- يَاَيُّهَا النَّاسُ শব্দ ব্যবহার করায়, এই আয়াতে সকল মানব জাতিকে আহ্বান করা হয়েছে এবং শুধু মুসলিমদেকে নয়, প্রকৃত পক্ষে, সবাইকে।
- মানুষ বানরের অধস্তন পুরুষ নহে। আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম আঃকে বিশেষ যত্নের সহিত সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত মানবকূল তাঁর সন্তান।

57 وَّنِسَآءً ج	57 كَثِيْرًا	رِجَالًا	مِنْهُمَا	وَبَثَّ	76 زَوْجَهَا	مِنْهَا	وَّخَلَقَ
এবং স্ত্রীলোক	অনেক	মানুষ সমুহ	তাঁদের দুজন হতে	এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন	তাঁর সঙ্গীকে	তাঁর হতে	এবং সৃষ্টি করেছেন
অনুবাদ : এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তা হতে তাঁর সঙ্গীকে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের দুজন হতে অনেক মানুষ ও স্ত্রীলোক ।							

- মানুষের বংশধারা রক্ষার্থে, এবং আদম ﷺ এর সঙ্গী হিসাবে, আল্লাহ অলৌকিকভাবে আদম ﷺ হতে হাওয়া ﷺ কে সৃষ্টি করেছেন।
- একই পিতামাতার (আদম ﷺ এবং হাওয়া ﷺ) বংশধর হিসাবে, সকল মানুষ, ভাই এবং বোন, তারা কালো বা সাদা হউক, ধনী বা দরিদ্র, লম্বা বা বেঁটে, আরব বা অনারব। তারা যে ভাষাতেই কথা বলুক বা যেখানেই বাস করুক, তারা সবাই সমান। এখানে মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা আছে।

وَالْاَرْحَامَ ط	تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ	الَّذِيْ	وَاتَّقُوا اللهَ
এবং গর্ভ	তাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা কর	যিনি	এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর
(বহু) رَحِمٌ ، اَرْحَامٌ	تَتَسَاءَلُونَ: এখানে একটি ت উঠে গেছে		وَ + اتَّقُوا

رَقِيْبًا (1)	عَلَيْكُمْ	كَانَ	اللهَ	اِنَّ
একজন পর্যবেক্ষক	তোমাদের উপর	আছেন/ ছিলেন	আল্লাহ	নিশ্চয়
অনুবাদ : এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃ ষ্টি রাখেন।				

- ➢ তাকওয়া বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে, আল্লাহ এটির পুনরাবৃত্তি করেছেন।
- ➢ আমরা কাউকে যখন সাহায্য করি, তখন আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ, এই কারণে যে আল্লাহ আমাদেরকে কৃপণতা হতে রক্ষা করেছেন। অভাবী কাউকে যখন সাহায্য করা হচ্ছ শুধুমাত্র পরোপকার, কিন্তু একজন আত্মীয়কে সাহায্য করা হলে দুইটি পুরস্কার অর্থাৎ পরোপকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা।
- ➢ আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন: আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন ‘যে ব্যাক্তি প্রচুর সংস্থান ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে, তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিৎ (বুখারী এবং মুসলিম)।
- ➢ কঠিন ধরনের কোনো লেন-দেন করার সময়, আমরা পরস্পরে কোনো জিনিস চেয়ে থাকি আল্লাহর নামে। উদাহরণ স্বরূপ, কারো সঙ্গে কোনো কারবার করা কালে কেউ কারো শুনতে না চাইলে এবং তাকে নরম করা জন্য, আমরা বলি: আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এটা করুন; আল্লাহ যেন আপনাকে ভালো প্রতিদান দেন; অনুগ্রহ আমার সমাস্যাটা সমাধান করুন।
- ➢ যখন আমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার করি কোনো করিয়ে নেওয়ার জন্য, তখনও আমাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। তাঁর আনুগত্যের স্বার্থে, আমাদের অন্যদের যত্ন নেওয়া উচিৎ, বিশেষ করে আত্মীয়দের। আমরা যদি আমাদের আত্মীয়দের সাহায্য করতে সামর্থ্য হই, আমাদের অনুভব করা উচিৎ যে আমরা বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত, এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ যে আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে এই ভালো কাজ করিয়ে নিয়েছেন। অপর পক্ষে, আল্লাহ কোটি কোটি মানুষের যত্ন নিচেছন এবং এই কাজে আমাদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন নাই।
- ➢ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামর্থ্য দান কর যেন আমরা অন্যদের চাহিদার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি, বিশেষ করে আত্মীয়দের জন্য এবং যেন তাদের প্রতি সহানুভূশীল হই।
- ➢ শেষের বাক্যে এটি স্মরণ করনো হয়েছে যে, আল্লাহ শুধু যে আমাদের প্রভু তা নয়, তিনি আমাদের সকল সঙ্কল্প এবং কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন। সালাত এবং সওম এর সময় আল্লাহকে স্বরণ করা সহজ; কিন্তু অন্য মানুষ এবং আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন লেন-দেন এর সময় এই স্বরণ বড়ই কঠিন বিশেষ যখন ভুল বুঝাবুঝি থাকে।

<u>সুরা আল-আহযাব আয়াত ৭০-৭১</u>

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَدِيْدًا (70)	قَوْلًا	وَقُوْلُوْا	اتَّقُوا اللّٰهَ	يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
সোজাসুজি	কথা	এবং বলো	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর	হে ঐসকল মানুষ যারা ঈমান এনেছ
অনুবাদ : হে ঐসকল মানুষ যারা ঈমান এনেছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কথা বলো সোজাসুজি।				

- ➢ ‘সাদিদ’ সত্য এবং সোজাসুজি। যখন কথা বলবেন, তখন সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলবেন এবং সরল ও সোজাসুজি। নবী (□) তাঁর জিহ্বা ধরেন এবং বলেন: তাদের মুখের ভরে মানুষকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে কারণ তারে জিহ্বার খারাবির জন্য (তিরমিযি)।
- ➢ আমরা সবাই শুধু ঐ সমস্ত লোককে পছন্দ করি যারা সত্যনিষ্ঠভাবে এবং সঠিকভাবে কথা বলে। তবে যদি আপনি সত্য কথা অমার্জিতভাবে বলেন, তাহলে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। অতএব চিন্তা করুন কি বলতে হবে, কখন বলতে হবে এবং কাহাকে বলতে হবে।

ذُنُوْبَكُمْ ط	لَكُمْ	وَيَغْفِرْ	اَعْمَالَكُمْ	لَكُمْ	يُّصْلِحْ 40
তোমাদের পাপ সমুহ	তোমাদের জন্য	এবং ক্ষমা করবেন	তোমাদের কাজ-কর্ম	তোমাদের জন্য	তিনি সংশোধন করে দিবেন
অনুবাদ : তিনি সংশোধন করে দিবেন তোমাদের কাজ-কর্ম এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ সমুহ|					

أَصْلَحَ، أَصْلَحُوْا ، أَصْلَحْتَ، أَصْلَحْتُمْ ، أَصْلَحْتُ، أَصْلَحْنَا ، يُصْلِحُ، يُصْلِحُوْنَ، تُصْلِحُ، تُصْلِحُوْنَ ، أُصْلِحُ، نُصْلِحُ
أَصْلِحْ، أَصْلِحُوْا ، لَا تُصْلِحْ، لَا تُصْلِحُوْا ، صَالِح، مُصْلِح، مُصْلَح ، إِصْلَاح (اَصَلَحَتْ، تُصْلِحُ)

- শয়তান উস্ক ানি দেয় যে আমরা যদি ন্যায়ভাবে সত্যনিষ্ঠ কথা বলি তাহলে আমাদের কাজ-কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ বলেন তোমরা যদি এরূ প কর তাহলে সব কাজ-কর্ম সঠিক হবে।
- আল্লাহ তাদেরকে আরো একটি বেশী পুরস্ক ার দিবেন যারা ন্যায়ভাবে সত্যনিষ্ঠ কথা বলে, অর্থাৎ তিনি তাদের পাপ সমুহ ক্ষমা করে দিবেন।
- কোনো কোনো সময় আমরা এই নির্দেশ ভুলে যায় এবং কথা বলার সময় অন্যদেরকে বিদ্রূ প করি। শয়তানের এই ধরনের প্রলোভনের সময়, আমাদের পাপের কথা মনে করা উচিৎ এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর ক্ষমা ঘোষণার অঙ্গিকার এবং ন্যায়ভাবে সত্যনিষ্ঠ কথা বলি।

22

فَوْزًا عَظِيْمًا (72)	فَازَ	فَقَدْ	وَرَسُوْلَهُ	اللهَ	يُّطِعِ	وَمَنْ
একটি বড়ো সফলতা	সে সফল হবে	তাহলে অবশ্যই	এবং তাঁর রাসুলকে	আল্লাহকে মেনে চলবে		এবং যে কেউ
অনুবাদ : এবং যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে মেনে চলবে সে বড়ো রকমের সফলতা অর্জন করবে।						

- যে কেউ যদি আল্লাহকে মেনে চলে, তাহলে সে এই দুনিয়ায় তৃপ্তি ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে এবং সে জান্নাতে উপনীত হবে এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। এটি একটি মহা অর্জন।

ব্যাকরণ : পূর্ববর্তী পাঠে, উদ্ভাবিত ফরমের أَسْلَمَ ، جَاهَدَ ، سَبَّحَ তিনটি প্যাটার্ন শিখেছি । এই পাঠে আমরা শিখব ৫নং ফরম تَدَبَّرَ, এর মধ্যে ت এবং তাশদীদ অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত ت এবং তাশদীদ ক্রিয়ার সকল রূপেই অব্যাহত থাকবে ।

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট : تَدَبَّرَ ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য হচ্ছে تَدَبُّر । একইভাবে অনুজ্ঞাভাব এবং নিশেধাজ্ঞা রূপ হচ্ছে। تَدَبَّرْ ، تَدَبَّرُوا ، لَا تَتَدَبَّرْ ، لَا تَتَدَبَّرُوا। এই রূপ গুলিতে কোনো যের নাই। এই বিষয়টি মনে রাখার জন্য, কুরআনের ঐ বিষয়ের উপর সম্পৃক্ত করুন, ভেবে দেখা (تَدَبُّر) কখনো ক্ষান্ত হবে না বা নীচে যাবে না (তাই কোনো যের নাই)।
আমরা তিনটি ক্রিয়া শিখব تَدَبَّرَ , تَذَكَّرَ এবং تَوَلَّى যা কুরআনে প্রায় ১৫০ বার এসেছে।

4 تَدَبَّرَ د ب ر সে ভেবে দেখেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি :		فعل مضارع		فعل ماضي	
تَدَبَّرَ، يَتَدَبَّرُ، **تَدَبَّرْ** ، تَدَبُّر		সে ভেবে দেখে	يَتَدَبَّرُ	সে ভেবে দেখেছিল	تَدَبَّرَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা ভেবে দেখে	يَتَدَبَّرُوْنَ	তারা ভেবে দেখেছিল	تَدَبَّرُوْا
তুমি ভেবে দেখবে না لَا تَتَدَبَّرْ	(তুমি) ভেবে দেখো تَدَبَّرْ	তুমি ভেবে দেখো	تَتَدَبَّرُ	তুমি ভেবে দেখেছিলে	تَدَبَّرْتَ
তোমরা ভেবে لَا تَتَدَبَّرُوْا	(তোমরা) ভেবে تَدَبَّرُوْا	তোমরা ভেবে দেখো	تَتَدَبَّرُوْنَ	তোমরা ভেবে দেখেছিলে	تَدَبَّرْتُمْ

দেখবে না	দেখো		
যে ভেবে দেখে : مُتَدَبِّر		আমি ভেবে দেখি أَتَدَبَّرُ	আমি ভেবে দেখেছিলাম تَدَبَّرْتُ
যা ভেবে দেখা হয় : مُتَدَبَّر		আমরা ভেবে দেখি نَتَدَبَّرُ	আমরা ভেবে দেখেছিলাম تَدَبَّرْنَا
ভেবে দেখার কাজ : تَدَبُّر		সে (স্ত্রী) ভেবে দেখে تَتَدَبَّرُ	সে (স্ত্রী) ভেবে দেখেছিল تَدَبَّرَتْ

51 تَذَكَّرَ ذ ك ر সে উপদেশ গ্রহণ করেছিল (প্যাটার্ন تَدَبَّرَ)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : تَذَكَّرَ، يَتَذَكَّرُ، تَذَكَّرْ، تَذَكُّرْ		فعل مضارع	فعل ماضي
		সে উপদেশ গ্রহণ করে يَتَذَكَّرُ	সে উপদেশ গ্রহণ করেছিল تَذَكَّرَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা উপদেশ গ্রহণ করে يَتَذَكَّرُوْنَ	তারা উপদেশ গ্রহণ করেছিল تَذَكَّرُوْا
তুমি উপদেশ গ্রহণ করবে না لَا تَتَذَكَّرْ	(তুমি) উপদেশ গ্রহণ করো تَذَكَّرْ	তুমি উপদেশ গ্রহণ করো تَتَذَكَّرُ	তুমি উপদেশ গ্রহণ করেছিলে تَذَكَّرْتَ
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না لَا تَتَذَكَّرُوْا	(তোমরা) উপদেশ গ্রহণ করো تَذَكَّرُوْا	তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো تَتَذَكَّرُوْنَ	তোমরা উপদেশ গ্রহণ করেছিলে تَذَكَّرْتُمْ
যে উপদেশ গ্রহণ করে : مُتَذَكِّر		আমি উপদেশ গ্রহণ করি أَتَذَكَّرُ	আমি উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম تَذَكَّرْتُ
যার মাধ্যমে কেহ উপদেশ গ্রহণ করে : مُتَذَكَّر		আমরা উপদেশ গ্রহণ করি نَتَذَكَّرُ	আমরা উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম تَذَكَّرْنَا
উপদেশ গ্রহণ করার কাজ : تَذَكُّر		সে (স্ত্রী) উপদেশ গ্রহণ করে تَتَذَكَّرُ	সে (স্ত্রী) উপদেশ গ্রহণ করেছিল تَذَكَّرَتْ

79 تَوَلّٰى و ل ي সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল (প্যাটার্ন of تَدَبَّرَ)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : تَوَلّٰى ، يَتَوَلّٰى ، تَوَلَّ ، تَوَلِّي		فعل مضارع	فعل ماضي
		সে অন্যদিকে মুখ ফিরায় يَتَوَلّٰى	সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল تَوَلّٰى
فعل نهى	فعل أمر	তারা অন্যদিকে মুখ ফিরায় يَتَوَلَّوْنَ	তারা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল تَوَلَّوْا
তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরাবে না لَا تَتَوَلَّ	(তুমি) অন্যদিকে মুখ ফিরাও تَوَلَّ	তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরাও تَتَوَلّٰى	তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলে تَوَلَّيْتَ

তোমরা অন্যদিকে মুখ ফিরাবে না لَا تَتَوَلُّوْا	(তোমরা) অন্যদিকে মুখ ফিরাও تَوَلُّوْا	তোমরা অন্যদিকে মুখ ফিরাও تَتَوَلَّوْنَ	তোমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলে تَوَلَّيْتُمْ
যে অন্যদিকে মুখ ফিরায় : مُتَوَلٍّ		আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাই أَتَوَلّٰى	আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলাম تَوَلَّيْتُ
:-		আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরাই نَتَوَلّٰى	আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলাম تَوَلَّيْنَا
অন্যদিকে মুখ ফিরানোর কাজ : تَوَلٍّ		সে (স্ত্রী) অন্যদিকে মুখ ফিরায় تَتَوَلّٰى	সে (স্ত্রী) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল تَوَلَّتْ

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ / بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ /

اللّٰهَ	اتَّقُوا	اٰمَنُوا	الَّذِيْنَ	يَآاَيُّهَا

مُّسْلِمُوْنَ (١٠٢) (اٰلِ عِمْرَان)	وَاَنْتُمْ	اِلَّا	وَلَا تَمُوْتُنَّ	حَقَّ تُقٰتِهٖ

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ	خَلَقَكُمْ	الَّذِيْ	رَبَّكُمُ	اتَّقُوْا	النَّاسُ	يَآاَيُّهَا

وَّنِسَآءً ج	كَثِيْرًا	رِجَالًا	مِنْهُمَا	وَبَثَّ	زَوْجَهَا	مِنْهَا	وَّخَلَقَ

وَالْاَرْحَامَ ط	تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ	الَّذِيْ	وَاتَّقُوا اللّٰهَ

رَقِيْبًا (١) (النِّسَآء)	عَلَيْكُمْ	كَانَ	اللّٰهَ	اِنَّ

سَدِيْدًا (70)	قَوْلًا	وَقُوْلُوْا	اتَّقُوا اللّٰهَ	يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ذُنُوْبَكُمْ	لَكُمْ	وَيَغْفِرْ	اَعْمَالَكُمْ	لَكُمْ	يُّصْلِحْ

فَوْزًا

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾

(الْاحْزَابِ)

2a. ‘তাকওয়া’ এর অর্থ কি ?

2b. রিযিক ও বয়স এর মধ্যে কল্যাণ পাওয়ার জন্য আমাদের কি করা উচিৎ ?

2c. জিহ্বা সম্বন্ধে নবী (সঃ) এর একটি বক্তব্য (হাদিস) লিখুন।

2d. কোনো সত্য কথা সোজাসুজি এবং সঠিকভাবে বলার কি কি পুরস্কার ?

3. ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার দিয়ে ছকটি আরবিতে পুরণ করুন:

4 تَـدَبَّـرَ د ب ر _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপ গুলি: تَـدَبَّـرَ، يَـتَـدَبَّـرُ، **تَـدَبَّـرْ** ، تَـدَبُّـرْ	
		فعل أمر	فعل نهى

51 تَـذَكَّـرَ ذ ك ر _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপ গুলি: تَـذَكَّـرَ، يَـتَـذَكَّـرُ، تَـذَكَّـرْ، تَـذَكُّـرْ	
		فعل أمر	فعل نهى

প্যাটার্ন - ____________   ____________ تَـوَلّـى و ل ي **79**

এই ক্রিয়ার গুরত্বপূর্ণ রূপ গুলি: تَـوَلّـى ، يَـتَـوَلّـى ، تَـوَلَّ ، **تَـوَلّـي**		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نـهى	فعل أمـر		

4. নীচের অংশটুকু আরবিতে অনুবাদ করুন	
4a. মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে	
4b. কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণ করো	
4c. যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও	
4d. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়	
4e. এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়	

5. নীচের অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করুন	
5a. اَفَـلَا يَـتَـدَبَّـرُوْنَ الْـقُـرْاٰنَ	
5b. لِـيَـدَّبَّـرُوْٓا اٰيٰـتِـهٖ	
5c. لِـيَـتَـذَكَّـرَ اُولُـوا الْاَلْـبَـابِ	
5d. يَـوْمَ يَـتَـذَكَّـرُ الْاِنْـسَانُ	
5e. سَيَـذَّكَّـرُ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২০৪টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৯,৪৬৮ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-৩০ : বিতর দোয়া কুনুত ১

ভূমিকা :

- বিতর সালাতে কুনুত দোয়াটি পাঠ করা হয়। কুনুত অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা । এটি আল্লাহর নিকট দেখানো, পুনঃ-অঙ্গীকার, এবং পুনরাবৃ ত্ত করা একটি সানুনয় প্রার্থনা । এই সানুনয় প্রার্থনার প্রতিটি বাক্য সম্বন্ধে চিন্তা করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন পরের দিন হতে বাস্তবায়িত করার।
- আল্লাহর রাসুল সঃ হতে আমাদেও নিকট একাদিক এই ধরণের সানুনয় প্রার্থনা আছে।
- এই সানুনয় প্রার্থনায়, ক্রিয়াগুলি বর্তমানকাল রূপে আছে। উদাহরণ স্বরূপ نَسْتَعِيْنُ، نَسْتَغْفِر، نُؤمِن, যা অনুবাদ করা হয়েছে 'আমরা করি, আমরা করব'। শয়তান এই সানুনয় প্রার্থনা হতে আপনার মনোযোগ ভিন্নমুখী করতে চেষ্টা করে ফিস ফিস করে বলে, তুমি যেটা বলছো এটা করো না, তারপর মনোস্থির করেন এবং বলেন, আমি অবশ্যই করব, উদাহরণ স্বরূপ إِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِد অর্থাৎ (আজ হতে) আমরা তোমার নিকট তাড়াতাড়ি যাব (হে আল্লাহ) এবং তোমার ইবাদতের জন্য আমরা হাজির থাকব।

اَللّٰهُمَّ	إِنَّا	نَسْتَعِيْنُكَ	وَ	نَسْتَغْفِرُكَ
হে আল্লাহ	নিশ্চয় আমরা	আমরা তোমার সাহায্য চাচ্ছি	এবং	আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি

অনুবাদ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য চাচিছ এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

- সাহায্য প্রার্থনাটি শুরু হয়েছে: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য চাচিছ; অর্থাৎ এমন কি সাহায্য প্রার্থনার জন্য, আমাদের দরকার তোমার সাহায্য। ইহা ছাড়াও, সালাতে এবং জীবনের সকল বিষয়ে আমাদের দরকার তোমার সাহায্য।
- সামনে আগানোর পূর্বেই, আমাদের পাপ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, আমরা তার জন্য লজ্জিত, অতএব হে আল্লাহ! আমাদের পাপ সমুহ ক্ষমা করুন। আমাদের কাজে-কর্মে ক্ষতচিহ্ন আছে। হে আল্লাহ! এগুলি পরিস্কার করে দিন যাতে আমরা আরো কিছুর জন্য তোমাকে অনুরোধ করতে পারি।

44

وَنُؤْمِنُ	بِكَ	وَنَتَوَكَّلُ	عَلَيْكَ	وَنُثْنِيْ	عَلَيْكَ الْخَيْرَ
এবং আমরা বিশ্বাস করি	তোমার প্রতি	এবং আমরা নির্ভর করি তোমার উপর		এবং আমরা তোমার প্রশংসা করি	উত্তমভাবে

অনুবাদ : এবং আমরা বিশ্বাস করি তোমার প্রতি এবং আমরা নির্ভর করি তোমার উপর এবং উত্তমভাবে তোমার প্রশংসা করি।

تَوَكَّلَ، تَوَكَّلُوْا تَوَكَّلْتَ، تَوَكَّلْتُمْ، تَوَكَّلْتُ، تَوَكَّلْنَا، يَتَوَكَّلُ، يَتَوَكَّلُوْنَ، تَتَوَكَّلُ، تَتَوَكَّلُوْنَ، أَتَوَكَّلُ، نَتَوَكَّلُ
تَوَكَّلْ، تَوَكَّلُوْا، لَا تَتَوَكَّلْ، لَا تَتَوَكَّلُوْا، مُتَوَكِّل، مُتَوَكَّل، تَوَكُّل، (تَوَكَّلْتَ، تَتَوَكَّلُ)

- আমরা বিশ্বাস করি তোমার প্রতি: এই কারণে যে কেবলমাত্র আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং ইলাহ। হে আল্লাহ! আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন, যাতে আমরা সত্যিকার মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপন করি, এবং মৃত্যুর সময় আমরা বলি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ।
- আমরা শক্ত কাজে হাত দিই এবং প্রচেষ্টা চালায় এবং ফলাফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করি। আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো কাজই সমাপ্ত হবে না আপনার সাহায্য ছাড়া।
- আমরা আপনার প্রশংসা করি। আমাদের কোনো অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে যদি কেহ আমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ এবং সাহায্য করে তখন আমরা তার প্রশংসা করতে ক্লান্ত হই না। অতএব, হে আল্লাহ আপনার অগণিত অনুগ্রহের জন্য আপনাকে স্মরণ করার ব্যাপারে আমাদের কে সামর্থ্য দান করো এবং আপনার প্রশংসা করতে।

وَنَشْكُرُكَ	وَلَا نَكْفُرُكَ

এবং আমরা আপনার প্রতি অকৃ তজ্ঞ হই না	এবং আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করি
অনুবাদ : এবং আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করি এবং আপনার প্রতি অকৃ তজ্ঞ হই না।	

- হে আল্লাহ! আমরা আন্তরিকভাবে আপনার প্রতি কৃ তজ্ঞ, কথা এবং কাজের মাধ্যমে। আমাদের প্রতি আপনি যা কিছু অনুগ্রহ করেছেন আমরা তা খরচ করব (যেমন সময়, শক্তি, সামর্থ্য, টাকা-পয়সা) কাজে-কর্মে যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।
- আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব যেন আমরা আপনার প্রতি অকৃ তজ্ঞ না হই। আমাদের মনে যেন খারাপ চিন্তা না আসে; আমাদের ঠোঁট যেন খারাপ কিছু উচ্চারণ না করে; আমাদের কাজ-কর্ম, আমাদের ক্ষমতা, আমাদের সামর্থ্য, আমাদের সময়, আমাদের টাকা-পয়সা ঐসব ব্যাপারে যেন খরচ না করি যা আপনাকে অসন্তোষ্ট করে।

وَنَخْلَعُ	وَنَتْرُكُ	مَنْ	يَّفْجُرُكَ
এবং আমরা পরিত্যাগ করি	এবং আমরা ছেড়ে দেই	যে	সে আপনাকে অমান্য করে
অনুবাদ : এবং আমরা তাকে পরিত্যাগ করি এবং ছেড়ে দেই যে আপনাকে অমান্য করে।			

تَرَكَ، تَرَكُوْا، تَرَكْتَ، تَرَكْتُمْ، تَرَكْتُ، تَرَكْنَا، يَتْرُكُ،
يَتْرُكُوْنَ، تَتْرُكُ، تَتْرُكُوْنَ، أَتْرُكُ، نَتْرُكُ
أُتْرُكْ، أُتْرُكُوْا، لَا تَتْرُكْ، لَا تَتْرُكُوْا، تَارِك، مُتْرُوْك،
تَرْك، (تَرَكَتْ، تَتْرُكُ)

- আমাদের বন্ধুদের মধ্য হতে কেউ যদি আপনাকে অমান্য করে, আমরা তাদের হতে আলাদা হয়ে যাই। আমরা তাকে সতর্ক করে দেই তার চলার পথ সঠিক করার জন্য।
- যদি সে নিজেকে সংশোধন না করে এবং আপনাকে অমান্য করা অব্যাহত রাখে, তখন আমরা তাকে পরিত্যাগ করি।
- হে আল্লাহ! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি ঐধরণের পরিকল্পনা হতে দুরে থাকতে যাতে আপনার অসন্তুষ্টি আছে।

اَللّٰهُمَّ	إِيَّاكَ	نَعْبُدُ	وَلَكَ	نُصَلِّيْ	وَنَسْجُدُ
হে আল্লাহ!	কেবল আপনারই	আমরা ইবাদত করি	এবং তোমার নিকটেই	আমরা প্রার্থনা করি	এবং আমরা সিজদা করি
অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আমরা প্রার্থনা করি ও সিজদা করি তোমার নিকটেই।					

- আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, অর্থাৎ আমাদের সালাত, সওম, দান, স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, বিধিসঙ্গত উপার্জন, দাওয়াতের কাজ- সবকিছুই আপনার নিমিত্তে। প্রকৃ ত পক্ষে, আমাদের জীবনের সবকিছুই আপনার ইবাদতের জন্য।
- আমরা বিশেষ ধরণের ইবাদত করি, অর্থাৎ, সালাত শুধুমাত্র তোমার জন্য।
- সালাতে আমাদের অবস্থ ান যা আমাদেরকে আপনার অধিক নিকটে নিয়ে যায়, অর্থাৎ সিজদাও শুধুমাত্র তোমার জন্য।
- সিজদায়, একজন মানুষের বিনয় ও পরিমিতিবোধ সহজবোধ্য হয়ে যায়। অতএব, হে আল্লাহ, সালাত এবং সালাতের সিজদাকে ভালোবাসতে আমাদেরকে সাহায্য করুন।
- কিছু লোক সালাত আদায় করে, সওম পালন করে, ইত্যাদি শুধুমাত্র এই দুনিয়ার কিছু অর্জনের জন্য। হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার ইবাদত করতে আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে এই দুনিয়া ও পরকাল উভয়েরই মঙ্গল দান করুন।

وَإِلَيْكَ	نَسْعٰى	وَنَحْفِدُ

এবং আমরা দ্রুত সম্পন্ন করি	আমরা ছুটে যায়	এবং তোমার প্রতিই
অনুবাদ : এবং তোমার প্রতিই আমরা ছুটে যায় এবং দ্রুত সম্পন্ন করি।		

سَعٰى ، سَعَوْا ، سَعَيْتَ ، سَعَيْتُمْ ، سَعَيْتُ ، سَعَيْنَا ، يَسْعٰى ،
يَسْعَوْنَ ، تَسْعٰى ، تَسْعَوْنَ ، اَسْعٰى ، نَسْعٰى ،
اِسْعَ ، اِسْعَوْا ، لَا تَسْعَ ، لَا تَسْعَوْا ، سَاعٍ ، مَسْعِيٌّ ،
سَعْيٌ ، (سَعَتْ ، تَسْعٰى)

- আমরা ছুটে যায় তোমার প্রতি, অর্থাৎ আপনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করতে আমরা সংগ্রাম করি, এবং যে কাজ আপনাকে সন্তোষ্ট করে, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের একান্ত ইচছা।
- আপনার খেদমতের জন্যই আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করি, অর্থাৎ, আমরা ইসলাম ও মানুষের খেদমত করব। ইসলামের খেদমতের মধ্যে রয়েছে কুরআন ও হাদিস শিক্ষা দেওয়া; সালাত, সওম, ভালো ব্যবহার সম্বন্ধে তাদেরকে বলা; পাপকাজ বর্জন করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, ইত্যাদি। ইসলামের জন্য খেদমত হলো অমুসলিমদিগকে ইসলামের দিকে উত্তম পন্থায় ডাকা, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া, ইসলামের উপর তাদেরকে বই-পুস্তক দেওয়া, অন লাইনে আর্টিকেল লেখা, বা সংবাদপত্রে এবং ম্যাগাজিনে, তাদের আপত্তি/ প্রশ্ন র উত্তর দেওয়া, ইত্যাদি।
- মানুষের খেদমত করার ব্যাপারে, এই হাদিস খুবই পরিস্কার। রাসুল (□) বলেছেন: 'কিয়ামতের দিন অতি মর্যাদাবান মহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন 'হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম তোমরা আমাকে দেখতে যাও নাই', সে বলবে: হে আমার রব, আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যাব এবং আপনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের প্রতিপালক?' তখন তিনি বলবেন: 'তুমি কি জানতে না আমার ওমুক ওমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তোমরা তাকে দেখতে যাও নাই, তোমরা কি উপলব্ধি কর নাই যদি তোমরা তাকে দেখতে যেতে (তোমরা জানতে পারতে যে আমি তোমাদের পরিদর্শন সম্বন্ধে ওয়াকিহাল, যার জন্য আমি তোমাদেরকে প্রতিদান দিব) তোমরা তার সঙ্গে আমাকে পেতে? 'হে আদম সন্তান, 'আমি তোমাদের কাছে খাওয়া চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে খেতে দাও নাই'। সে সমর্পণ করে বলবে: 'হে আমার রব, আমি কিভাবে তোমাকে খাওয়াব এবং আপনি হচেছন সমস্ত জগতের প্রতিপালক?' তখন তিনি বলবেন: 'তুমি কি জানতে না আমার ওমুক ওমুক বান্দা তোমার নিকট খাওয়া চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাও নাই? তোমরা কি উপলব্ধি কর নাই যদি তোমরা তাকে খাওয়াতে, তোমরা তার সঙ্গে আমাকে পেতে ? 'হে আদম সন্তান, 'আমি তোমাদের কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে পানি দাও নাই'। সে বলবে: 'হে আমার রব, আমি কিভাবে তোমাকে পানি দিব এবং আপনি হচেছন সমস্ত জগতের প্রতিপালক?' তারপর তিনি বলবেন: আমার ওমুক ওমুক বান্দা তোমার পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি দাও নাই? তোমরা কি উপলব্ধি কর নাই যদি তোমরা তাকে পানি দিতে, তাহলে তোমরা তার সঙ্গে (আমার কাছে এর পুরস্কার) আমাকে পেতে ? (মুসলিম)।

وَنَرْجُوْ	رَحْمَتَكَ	وَنَخْشٰى	عَذَابَكَ
এবং আমরা আশা করি	তোমার রহমত	এবং আমরা ভয় করি	তোমার শাস্তিকে
অনুবাদ : এবং আমরা আশা করি তোমার রহমত পেতে এবং ভয় করিতোমার শাস্তিকে।			

- একজন বিশ্বাসীর উচিৎ সব সময় আল্লাহর রহমত আশা করা, কারণ সে ধরণের ভালো কাজই করুক না কেন, এটা নির্ভুল নাও হতে পারে, বা সে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতিদানও দিতে পারবে না। একইভাবে যে কোনোজনেরই ভয় করা উচিৎ তার পাপের জন্য।
- আল্লাহর অতিরিক্ত ক্ষমা স্মরণ করিয়ে দিয়েও শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ, কিছু অজ্ঞ লোক সালাত আদায় করে না, পাপ কর্ম করে, তারপর সে বলে আল্লাহ তাঁর দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দিবেন।
- আমাদের সকলেরই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা উচিৎ। কুরআন এবং হাদিসে বিভিন্ন রকমের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া আছে।

- হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার ক্ষমার ব্যাপারে আশান্বিত করুন এবং তোমার শাস্তির ব্যাপারে আমাদেরকে শঙ্কিত করুন, যাতে আমরা মধ্যম পথে থাকতে পারি এবং তোমার পথ অনুসরণ করতে পারি।

إِنَّ	عَذَابَكَ	بِالْكُفَّارِ	مُلْحِق
নিশ্চয়	আপনার শাস্তি	অবিশ্বাসীদেরকে	আঘাত করবে

অনুবাদ : নিশ্চয় আপনার শাস্তি অবিশ্বাসীদেরকে আঘাত করবে|

- প্রকৃত পক্ষে, শাস্তি কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য। কিন্তু আমরা যদি ঠিকমত মেনে না চলি, তাহলে আমাদেরকেও এর সম্মুখীন হতে হবে। তারাই অবিশ্বাসী যারা ইসলামের বার্তা পেয়েছে, ইহা বুঝেছে, তারপর এটাকে প্রত্যাখান করেছে।
- হে আল্লাহ! সকল ধরণের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। যে সকল গুণাগুণ ও অভ্যাস শাস্তির কারণ হতে পারে তা আমাদের হতে দুরীভূত কর । হে আল্লাহ! আমরা যেন আমাদের জেদ ও কামনা-বাসনার কারণে আপনার নির্দেশাদি পালনে শৈথিল্য না করি যা অবিশ্বাসীরা করে।

ব্যাকরণ : এই পাঠে, আমরা শিখব ক্রিয়ার ৬নং এবং ৭নং উদ্ভাবিত ফরম: تَدَارَسَ এবং اِنْقَلَبَ । শব্দটি কুরআনে নাই কিন্তু এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে এসেছে যেখানে সংঘবদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। রাসুল (□) বলেছেন: 'যারা জ্ঞান আহরণের পথে বিচরণ করবে, আল্লাহ ঐ পথটি সহজ করে দেন, জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত। যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর যে কোনো ঘরে একত্রিত হয়, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, ইহা শিখতে থাকে এবং শিক্ষা দিতে (يَتَدَارَسُوْنَهُ) থাকে, সেখানে শান্তি বর্ষিত হয়, ক্ষমা তাদের উপর ছেয়ে যায়, তাদের চতুরদিকে ফিরিশতাগণ পাখা নাড়াতে থাকে এবং আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নিকটবর্তীদের নিকট স্মরণ করেন, ভালোকাজ করা হতে যে পিছনে পড়ে থাকবে, তার বংশ মর্যাদা তাকে সামনে এগিয়ে নিবে না' (মুসলিম)।
يَتَدَارَسُونَ, অর্থাৎ, তারা পরস্পর পরস্পরকে কুরআন শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে, আমাদের সাধ্য মোতাবেক এই হাদিসের উপর আমল করতে হবে যাতে আমরা বর্ণিত পরিমান আশীর্বাদ পেতে পারি। মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে একা একা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত ও শিক্ষা গ্রহণ করাও পুরস্কারযোগ্য কিন্তু হাদিসে উল্লেখিত ৪টি অতিরিক্ত পুরস্কার অন্তর্ভূক্ত নহে।

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট : تَدَارَسَ এর ক্রিয়া-বিশেষ্য হচ্ছে تَدَارُس (ঠিক যেমন تَدَبَّرَ এর ক্রিয়া-বিশেষ্য تَدَبُّر)। একই ভাবে অনুজ্ঞভাব تَدَارَسْ، নিশেধাজ্ঞা রূপ لاَ تَتَدَارَسْ، لاَ تَتَدَارَسُوا । এই রূপগুলিতে কোনো যের নাই। এই বিষয়টি মনে রাখবেন, কুরআনের সঙ্গে এটির যোগসুত্র স্থাপন করুন, ধ্যান/ চিন্তা-ভাবনা (تَدَبُّر) এর সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করা (تَدَارُس) কখনো বন্ধ হওয়া উচিৎ নয় বা নীচের দিকে যাবে না। (তাই অনুজ্ঞভাব এবং নিশেধাজ্ঞায় যের নাই)! دَ رَسَ এর সঙ্গে অতিরিক্ত ت এবং ا যুক্ত হয়ে تَدَارَسَ হয়েছে। নীচে প্রদর্শিত প্রতিটি রূপে এই ت এবং ا একইভাবে যুক্ত থাকবে। দয়

تَدَارَسَ د ر س সে যৌথভাবে পাঠ করেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: تَدَارَسَ، يَتَدَارَسُ، تَدَارَسْ، تَدَارُس ،		فعل مضارع	فعل ماضي
		সে যৌথভাবে পাঠ করে يَتَدَارَسُ	সে যৌথভাবে পাঠ করেছিল تَدَارَسَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা যৌথভাবে পাঠ করে يَتَدَارَسُوْنَ	তারা যৌথভাবে পাঠ করেছিল تَدَارَسُوْا
তুমি যৌথভাবে পাঠ করবে না لَا تَتَدَارَسْ	(তুমি) যৌথভাবে পাঠ করো تَدَارَسْ	তুমি যৌথভাবে পাঠ করো تَتَدَارَسُ	তুমি যৌথভাবে পাঠ করেছিলে تَدَارَسْتَ

তোমরা যৌথভাবে পাঠ করবে না لَا تَـتَـدَ ا رَسُوْ ا	(তোমরা) যৌথভাবে পাঠ করো تَـدَ ا رَسُوْ ا	তোমরা যৌথভাবে পাঠ করো تَـتَـدَ ا رَسُوْنَ	তোমরা যৌথভাবে পাঠ করেছিলে تَـدَ ا رَسْتُمْ
যে যৌথভাবে পাঠ করে : **مُـتَـدَ ا رِس**		আমি যৌথভাবে পাঠ করি أَتَـدَ ا رَسُ	আমি যৌথভাবে পাঠ করেছিলাম تَـدَ ا رَسْتُ
যা যৌথভাবে পাঠ করা হয় : **مُـتَـدَ ا رَس**		আমরা যৌথভাবে পাঠ করি نَـتَـدَ ا رَسُ	আমরা যৌথভাবে পাঠ করেছিলাম تَـدَ ا رَسْنَـا
যৌথভাবে পাঠ করার কাজ : **تَـدَ ا رُس**		সে (স্ত্রী) যৌথভাবে পাঠ করে تَـتَـدَ ا رَسُ	সে (স্ত্রী) যৌথভাবে পাঠ করেছিল تَـدَ ا رَسَتْ

9 تَسَاءَلَ س ء ل — সে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিল

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: تَسَاءَلَ، يَتَسَاءَلُ، تَسَاءَلْ، **تَسَاءُل**
تَسَاءَلَ — সে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিল	يَتَسَاءَلُ — সে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে	
تَسَاءَلُوْا — তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিল	يَتَسَاءَلُوْنَ — তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে	فعل أمر / فعل نهى
تَسَاءَلْتَ — তুমি পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিলে	تَتَسَاءَلُ — তুমি পরস্পরকে জিজ্ঞেস করো	تَسَاءَلْ — (তুমি) পরস্পরকে জিজ্ঞেস করো / لَا تَتَسَاءَلْ — তুমি পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে না
تَسَاءَلْتُمْ — তোমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিলে	تَتَسَاءَلُوْنَ — তোমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করো	تَسَاءَلُوْا — (তোমরা) পরস্পরকে জিজ্ঞেস করো / لَا تَتَسَاءَلُوْا — তোমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে না
تَسَاءَلْتُ — আমি পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম	أَتَسَاءَلُ — আমি পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি	যে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে: **مُتَسَاءِل**
تَسَاءَلْنَا — আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম	نَتَسَاءَلُ — আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি	যাকে জিজ্ঞেস করা হয় : **مُتَسَاءَل**
تَسَاءَلَتْ — সে (স্ত্রী) পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিল	تَتَسَاءَلُ — সে (স্ত্রী) পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে	পরস্পরকে জিজ্ঞেস করার কাজ: **تَسَاءُل**

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৭ম ফরম হচ্ছে اِنْقَلَبَ প্যাটার্নের, এই ফরমে প্রথমেই اِنْ যুক্ত হয়েছে, যা সকল রূপেই বর্তমান থাকবে (আলিফ مضارع , نهي , فاعل اسم এবং مفعول اسم এ উঠে যাবে)। এই ফরমের অল্প সংখ্যক কুরআনে পাওয়া যায়।

20 اِنْقَلَبَ ق ل ب — সে উল্টে গিয়েছিল

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলি: اِنْقَلَبَ، يَنْقَلِبُ، اِنْقَلِبْ، **اِنْقِلَاب**
اِنْقَلَبَ — সে উল্টে গিয়েছিল	يَنْقَلِبُ — সে উল্টে যায়	
اِنْقَلَبُوْا — তারা উল্টে গিয়েছিল	يَنْقَلِبُوْنَ — তারা উল্টে যায়	فعل أمر / فعل نهى
اِنْقَلَبْتَ — তুমি উল্টে গিয়েছিলে	تَنْقَلِبُ — তুমি উল্টে যাও	اِنْقَلِبْ — (তুমি) উল্টে যাও / لَا تَنْقَلِبْ — তুমি উল্টাবে না
اِنْقَلَبْتُمْ — তোমরা উল্টে গিয়েছিলে	تَنْقَلِبُوْنَ — তোমরা উল্টে যাও	اِنْقَلِبُوْا — (তোমরা) উল্টে যাও / لَا تَنْقَلِبُوْا — তোমরা উল্টাবে না
اِنْقَلَبْتُ — আমি উল্টে গিয়েছিলাম	أَنْقَلِبُ — আমি উল্টে যাই	যে উল্টে যায় : **مُنْقَلِب**

------	আমরা উল্টে যাই	نَـنْقَـلِبُ	আমরা উল্টে গিয়েছিলাম	اِنْـقَـلَـبْـنَـا
উল্টে যাওয়ার কাজ : **اِنْـقِـلَاب**	সে (স্ত্রী) উল্টে যায়	تَـنْقَـلِبُ	সে (স্ত্রী) উল্টে গিয়েছিল	اِنْـقَـلَـبَـتْ

পাঠ-৩০ : বিতর সানুনয় প্রাথনা-১

1. নীচের অংশটুকু অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ

وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ **نُصَلِّيْ** وَنَسْجُدُ

وَ إِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق

2a. কুনুত এর অর্থ কি? এই প্রার্থনা হতে আমরা কি শিক্ষা পাই।

2a. এই প্রার্থনা সাহায্য চাওয়া ও ক্ষমা দিয়ে আরাম্ভ করা হয়। সাম্ভাব্য কারণ দিন।

2b. কি কারণেই আল্লাহ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে, রোজা রাখতে ও যাকাত দিতে বলেছেন ?

2c. " وَ إِلَـيْكَ نَـسْعٰى "এর শিক্ষা কি ?

3. ক্রিয়া গুলির বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি আরবিতে পুরণ করুন:

প্যাটার্ন ______________ ________________ تَدَارَسَ د ر س

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: تَدَارَسَ، يَتَدَارَسُ، تَدَارَسْ ، تَدَارُس		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

প্যাটার্ন ______________ ________________ تَسَاءَلَ س ء ل 9

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: تَسَاءَلَ، يَتَسَاءَلُ، تَسَاءَلْ ، **تَسَاءُل**		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

20 اِنْـقَـلَـبَ ق ل ب _____ প্যাটার্ন _____

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِنْـقَـلَـبَ، يَـنْـقَـلِـبُ، اِنْـقَـلِـبْ ، **اِنْـقِـلَاب**	
		فـعـل أمـر	فـعـل نـهـى

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন	
4a. তারা সবাই ফিরে আসবে	
4b. কে ফিরে আসবে	
4c. আমাকে জিজ্ঞেস করো না	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন	
5a. فَـانْـقَـلَـبُـوا بِـنِـعْـمَـةٍ مِّـنَ اللّٰه وفَـضْل	
5b. يَـتَـسَـاءَلُـوْنَ عَنِ الْـقُـرآن	
5c. تَـدَارَسُوا الـقُـرآن	

পাঠ-৩১: বিতর সানুনয় প্রার্থনা-২

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২০৮টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৪৯,৯৩৭ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

অবতরণিকা:

- বিতর সালাতের এটি অপর একটি ঐকান্তিক প্রার্থনা। এই দোয়ায়, আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি ৫টি জিনিসের জন্য: পথনির্দেশনা, নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব, আশীর্বাদ এবং পাপ-কর্ম হতে সংরক্ষণ। সবশেষ ছোট ছোট বাক্যে আল্লাহর স্বাভাবিক গুণগুলি উল্লেখ করা হয়: আপনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যাকে তুমি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ সে অপদস্ত হবে না, যার প্রতি আপনার শত্রুতা আছে সে সম্মানিত হবে না, তুমিই সৌ ভাগ্য দান কর, এবং তুমিই উচ্চপ্রশংসিত।
- এটি একটি সমন্বিত সানুনয় প্রার্থনা, অর্থাৎ, অল্প কথায় আমরা অনেক জিনিস চাই।

اَللّٰهُمَّ	اهْدِنِيْ	فِيْمَنْ	هَدَيْتَ
হে আল্লাহ !	আমাকে পথনির্দেশনা দাও	তার মধ্যে/ মত	যাকে তুমি পথনির্দেশনা দিয়েছ
অনুবাদ : হে আল্লাহ ! আমাকে পথনির্দেশনা দাও তাদের সাথে যাকে তুমি পথনির্দেশনা দিয়েছ,			

- হে আল্লাহ ! আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি অনেক মানুষকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও যারা পথনির্দেশনা পেয়েছে, যেমন নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ, ন্যায়নিষ্ঠগণ। আমাকে সাহায্য করুন যাতে তাদের অনুসরণ করতে পারি।
- এটির দুইটি অর্থ আছে (১) আমাকে নির্দেশনা দাও ঐ জ্ঞানের দিকে যাতে আমি জানতে পারি আমল করার পন্থা যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে; (২) আমাকে সেই মনেবৃত্তি দান কর যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করি; শুধুমাত্র সাধারণভাবে জানা যথেষ্ট নয়।

  উদাহরণ স্বরূপ, ফযর সালাতের গুরুত্বের কথা জানিয়ে দেওয়ার পর, আমাকে জাগ্রত হওয়ার মনোবৃত্তি দান এবং সালাতে যাওয়ার মনোবৃত্তি দান কর। আমি যা জানি তা যদি অনুশীলন না করি, তাহলে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

وَعَافِنِيْ	فِيْمَنْ	عَافَيْتَ
এবং আমাকে নিরাপত্তা দান কর	তার মধ্যে/ মত	যাকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছ
অনুবাদ : এবং আমাকে নিরাপত্তা দান কর তাদের মত যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছ,		

- হে আল্লাহ ! আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি অনেক মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতএব, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও যারা পথনির্দেশনা পেয়েছে, যেমন নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ, ন্যায়নিষ্ঠগণ। আমাকেও নিরাপত্তা দিন ।
- নিরাপত্তা দুই ধরণের: (১) আমাকে রক্ষা করুন অন্তরের ব্যাধি হতে, যেমন সন্দেহ এবং মন্দ কামনা-বাসনা। ঈমান এবং আনুগত্যের ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। আমাকে কুরআন ও হাদিস বুঝতে পারার সামার্থ দান কর যাতে আমি আমার সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। আমার ঈমান/ বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দাও। আমার মনকে অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা এবং লোক-দেখানো আমল হতে রক্ষা কর।

  (ii) আমাকে রক্ষা করুন শারীরিক ব্যাধি হতে, যেন আমাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়; যাতে আপনার ইবাদত করতে এবং দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করতে আমার অসুবিধা না হয়।

وَتَوَلَّنِيْ	فِيْمَنْ	تَوَلَّيْتَ
এবং আমার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিন	তাদের সঙ্গে	যাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন
অনুবাদ : এবং আমার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিন তাদের সঙ্গে যাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন ,		

- হে আল্লাহ ! আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে, আমার পূর্বে আপনি অনেক মানুষের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাদেরকে সুনিরাপত্তার মধ্যে রেখেছিলেন। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আমারও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান।

➢ কে বেশী ভাগ্যবান হতে পারে তার চেয়ে যার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ নিজেই– সকল রাজার রাজা ?

وَبَارِكْ لِيْ	فِيْمَا	أَعْطَيْتَ
এবং আমাকে আশীর্বাদ কর	যা কিছু মধ্যে	আপনি দিয়েছেন
অনুবাদ : এবং আমাকে আশীর্বাদ করুন আপনি যা দিয়েছেন তার মধ্যে,		

➢ আমাকে আশীর্বাদ করুন আপনি যা দিয়েছেন তার মধ্যে, যেমন (১) জ্ঞান, (২) সক্ষমতা, (৩) ধন-সম্পদ, (৪) ছেলে-মেয়ে, (৫) সময়, (৬) স্বাস্থ্য, এবং (৭) সামর্থ্য। এগুলির একটি বর্ণনা নিম্নরূপ:

i. জ্ঞানের মধ্যে আশীর্বাদ: আমাকে জ্ঞানের ব্যবহার করতে দিন সালাতে, আন্তকিতায়, নৈতিকতায়, এবং আচার-আচরণে। আমি যেন কাউকে অবজ্ঞা না করি। আমার জ্ঞান দিয়ে আমি যেন অন্যের উপকার করতে পারি। আমার জ্ঞান দিয়ে আমি যেন অন্যেকে ইসলামের আহ্বান করি ।

ii. ধন-সম্পদের মধ্যে আশীর্বাদ: আপনি আমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা হতে উপকার দান করুন। আমাকে তাদের মত করবেন না যাদের ধন-সম্পদ আছে কিন্তু শান্তি নাই। আমাকে তোমার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে দিন যা পরকালে আমার উপকারে আসতে পারে।

iii. সন্তানদের মধ্যে আশীর্বাদ: আমার সন্তানাদি যেন আপনার আজ্ঞানুবর্তী হয়, তারা তারে সঠিক পথে ব্যবহার করবে, আমার জন্য দোয়া করবে এবং প্রয়োজনে আমার সেবা-শুশ্রসা করবে।

iv. সময়ের মধ্যে আশীর্বাদ: আপনি আমাকে যে সময় দিয়েছেন তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে- প্রাথনায়/ ইবাদতে, অপরের উপকারে, দাওয়ার বিস্তারে, হালাল উপার্জনে, এবং দীনের খেদমতে।

v. সুস্বাস্থ্য দিয়ে আশীর্বাদ করুন যাতে ইবাদতে যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করতে পারি। কেউ যদি তার শক্তি-সামর্থ্য খারাপ কাজে ব্যবহার কওে তাহলে তার সুস্বাস্থ্য আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ, যদি না আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়।

vi. শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে আশীর্বাদ (ভালো অনুশীলন করার সৌভাগ্য): যদি আমাকে ইবাদত করার শক্তি-সামর্থ্য দেওয়া হয় তাহলে এটি সম্পাদন করব বিনম্রতা ও ভয়ের সহিত; যদি আমি কুরআন তিলওয়াত করি তাহলে তাহতে যেন আমি পথনির্দেশনা পাই, ইত্যাদি।

62

وَقِنِيْ	شَرَّ	مَا قَضَيْتَ
এবং আমাকে রক্ষা করুন	খারাপ	যা আপনি নির্দ্ধারণ করেছেন
অনুবাদ : এবং আমাকে মন্দ হতে রক্ষা করুন যা আপনি নির্দ্ধারণ করেছেন		

قَضٰى، قَضَوْا، قَضَيْتَ، قَضَيْتُمْ، قَضَيْتُ، قَضَيْنَا، يَقْضِيْ، يَقْضُوْنَ، تَقْضِيْ، تَقْضُوْنَ، أَقْضِيْ، نَقْضِيْ
قِضْ، قِضُوْا، لَاتَقْضِ، لَا تَقْضُوْا، قَاضٍ، مَقْضِيٌّ، قضيا، (قَضَتْ، تَقْضِي)

➢ আল্লাহর সিদ্ধান্ত সকল খারাবী হতে মুক্ত, তাহলে দোয়া ভালোভাবে বুঝতে হবে। আল্লাহ যখন আমাকে জ্ঞান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন, তখন আমার এটি লোক-দেখানো কাজে বা বে-আইনি উপার্জনে যেন ব্যবহার না করি। যদি আল্লাহ আমাকে পরিক্ষায় ফেলরি জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আমাকে সবর করে এটা মেনে নিতে হবে যাতে আমি পুরস্কৃত হতে পারি। আমি যেন অধৈর্য না হই; তাহলে আমার জন্য ফলাফল মন্দ হবে।

إِنَّكَ	تَقْضِيْ	وَلَا يُقْضٰى	عَلَيْكَ
নিশ্চয় আপনি	আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন	এবং কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না	আপনার উপর
অনুবাদ : নিশ্চয় আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আপনার উপর কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না,			

➢ অর্থাৎ, কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে একজনের সিদ্ধান্তের প্রভাব অন্য জনের উপর পড়ে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, পূর্ণ আল্লারই হাতে।

إِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

যাকে আপনি শত্রু বানিয়েছেন	এবং সে সম্মানিত হবে না	যাকে আপনি বন্ধু বানিয়েছেন	সে অবমানিত হবে না	নিশ্চয় তিনি
অনুবাদ : নিশ্চয় তিনি অবমানিত হবে না যাকে আপনি বন্ধু বানিয়েছেন এবং সে সম্মানিত হবে না যাকে আপনি শত্রু বানিয়েছেন				

- কাফিরগণ আল্লাহর রাসুল (□) কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর শত্রুগণ কর্তৃক তাঁকে যাদুকর, পাগল, ভবিষ্যৎ বক্তা/ গণক, ইত্যাি বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর শত্রুদিগকে আল্লাহ অবমানিত করেছেন এবং চিরকালের জন্য তাঁকে (□) সম্মানিত অবস্থানে রেখেছেন।
- ফিরআউন, নমরূদ, আবু লাহাব, আবু জেহেল এবং এই ধরণের আরো মানুষ আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, তাদের মৃত্যু ঘটেছে অবমানিত অবস্থায়। পরকালে তারা স্থায়ীভাবে অবমানিত হবে।

وَتَعَالَيْتَ	رَبَّنَا	تَبَارَكْتَ
এবং আপনি মর্যাদাসম্পন্ন-মহিমান্বিত	হে আমাদের প্রভু	আপনি কল্যাণময়
অনুবাদ : আপনি কল্যাণময় হে আমাদের প্রভু এবং আপনি মর্যাদাসম্পন্ন-মহিমান্বিত।		

- সকল কল্যাণ এবং সকল আশীর্বাদ আপনার নিকটেই; আপনি মাধুর্যময়।
- আপনি সকলের উপরেই উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন, সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে। আপনার স্বাভাবিক গুণে আপনি নিখুঁত। শ্রবণে, দৃষ্টিতে, ক্ষমায় এবং পুষ্টিসাধনে আপনি সর্বোত্তম। আপনার স্বাভাবিক গুণের কোনোটিতে কোনো ত্রুটি নাই। সকল ত্রুটির উপরে আপনি ।

ব্যাকরণ: উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৮তম ফরম হচ্ছে اِخْتَلَفَ প্যাটার্নে। এই ফরমে অতিরিক্ত ت ، ا, আছে যা প্রতিটি রূপেই একই অবস্থায় থাকবে (مضارع, نهي, فاعل اسم এবং مفعول اسم এ আলিফ উঠে যাবে) ।

নোট: একটি গুরুত্ব বিষয় হলো ক্রিয়ার উদ্ভাবিত ফরমে, কর্তা-বিশেষ্য কর্ম-বিশেষ্যে প্রথমেই একটি م থাকবে এবং দুইটির পার্থক্য হলো যের এবং যবরের, যেমন مُخْتَلِف এবং مُخْتَلَف ।

خَلَفَ এর সঙ্গে অতিরিক্ত অক্ষর । এবং ت যুক্ত হয়ে اِخْتَلَفَ গঠিত হয়েছে।

تَبِعَ এর সঙ্গে অতিরিক্ত অক্ষর । এবং ت যুক্ত হয়ে اِتَّبَعَ গঠিত হয়েছে।

وَقٰى এর সঙ্গে অতিরিক্ত অক্ষর । এবং ت যুক্ত হয়ে اِتَّقٰى গঠিত হয়েছে; উচ্চারণ সহজ করার জন্য اِوْتَقٰى এর পরিবর্তে اِتَّقٰى হয়েছে, মূল শব্দ (و ق ى), শেষের অক্ষর ى ।

52 اِخْتَلَفَ خ ل ف — সে মতোবিরোধ করেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِخْتَلَفَ، يَخْتَلِفُ، اِخْتَلِفْ ، اِخْتِلَاف		فعل مضارع	فعل ماضي
		يَخْتَلِفُ সে মতোবিরোধ করে	اِخْتَلَفَ সে মতোবিরোধ করেছিল
فعل نهى	فعل أمر	يَخْتَلِفُوْنَ তারা মতোবিরোধ করে	اِخْتَلَفُوْا / তারা মতোবিরোধ করেছিল
لَا تَخْتَلِفْ তুমি মতোবিরোধ করবে না	اِخْتَلِفْ (তুমি) মতোবিরোধ করো	تَخْتَلِفُ তুমি মতোবিরোধ করো	اِخْتَلَفْتَ তুমি মতোবিরোধ করেছিলে
لَا تَخْتَلِفُوْا তোমরা মতোবিরোধ করবে না	اِخْتَلِفُوْا (তোমরা) মতোবিরোধ করো	تَخْتَلِفُوْنَ তোমরা মতোবিরোধ করো	اِخْتَلَفْتُمْ তোমরা মতোবিরোধ করেছিলে
যে মতোবিরোধ করে : مُخْتَلِف		أَخْتَلِفُ আমি মতোবিরোধ করি	اِخْتَلَفْتُ আমি মতোবিরোধ করেছিলাম

যে বিষয়ে মতোবিরোধ করা হয়: مُخْتَلَف

মতোবিরোধ : اِخْتِلَاف

আমরা মতোবিরোধ করি	نَخْتَلِفُ	আমরা মতোবিরোধ করেছিলাম	اِخْتَلَفْنَا
সে (স্ত্রী) মতোবিরোধ করে	تَخْتَلِفُ	সে (স্ত্রী) মতোবিরোধ করেছিল	اِخْتَلَفَتْ

(প্যাটার্ন اِخْتَلَفَ) সে অনুসরণ করেছিল ت ب ع اِتَّبَعَ **140**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি:
اِتَّبَعَ ، يَتَّبِعُ ، اِتَّبِعْ ، اِتِّبَاع

فعل نهي		فعل أمر		فعل مضارع		فعل ماضي	
				সে অনুসরণ করে	يَتَّبِعُ	সে অনুসরণ করেছিল	اِتَّبَعَ
				তারা অনুসরণ করে	يَتَّبِعُوْنَ	তারা অনুসরণ করেছিল	اِتَّبَعُوْا
তুমি অনুসরণ করবে না	لَا تَتَّبِعْ	(তুমি) অনুসরণ করো	اِتَّبِعْ	তুমি অনুসরণ করো	تَتَّبِعُ	তুমি অনুসরণ করেছিলে	اِتَّبَعْتَ
তোমরা অনুসরণ করবে না	لَا تَتَّبِعُوْا	(তোমরা) অনুসরণ করো	اِتَّبِعُوْا	তোমরা অনুসরণ করো	تَتَّبِعُوْنَ	তোমরা অনুসরণ করেছিলে	اِتَّبَعْتُمْ
				আমি অনুসরণ করি	أَتَّبِعُ	আমি অনুসরণ করেছিলাম	اِتَّبَعْتُ
				আমরা অনুসরণ করি	نَتَّبِعُ	আমরা অনুসরণ করেছিলাম	اِتَّبَعْنَا
				সে (স্ত্রী) অনুসরণ করে	تَتَّبِعُ	সে (স্ত্রী) অনুসরণ করেছিল	اِتَّبَعَتْ

مُتَّبِع : যে অনুসরণ করে

مُتَّبَع : যা অনুসরণ করা হয়

اِتِّبَاع : অনুসরণ

(প্যাটার্ন اِخْتَلَفَ) তিনি রক্ষা করেছিলেন و ق ي اِتَّقٰى **215**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি:
اِتَّقٰى ، يَتَّقِيْ ، إِتَّقِ ، إِتِّقَاء

فعل نهي		فعل أمر		فعل مضارع		فعل ماضي	
				তিনি রক্ষা করেন	يَتَّقِيْ	তিনি রক্ষা করেছিলেন	اِتَّقٰى
				তারা রক্ষা করে	يَتَّقُوْنَ	তারা রক্ষা করেছিল	اِتَّقَوْا
তুমি রক্ষা করবে না	لَا تَتَّقِ	(তুমি) রক্ষা করো	اِتَّقِ	তুমি রক্ষা করো	تَتَّقِيْ	তুমি রক্ষা করেছিলে	اِتَّقَيْتَ
তোমরা রক্ষা করবে না	لَا تَتَّقُوْا	(তোমরা) রক্ষা করো	اِتَّقُوْا	তোমরা রক্ষা করো	تَتَّقُوْنَ	তোমরা রক্ষা করেছিলে	اِتَّقَيْتُمْ
				আমি রক্ষা করি	أَتَّقِيْ	আমি রক্ষা করেছিলাম	اِتَّقَيْتُ
				আমরা রক্ষা করি	نَتَّقِيْ	আমরা রক্ষা করেছিলাম	اِتَّقَيْنَا

যে ভয় / নিজেকে রক্ষা করে : مُتَّقٍ

যার ভয় করা হয় : مُتَّقٰى

ভয় / রক্ষা করণ : اِتِّقَــا ء	সে (স্ত্রী) রক্ষা করে	تَــتَّقِــيْ	সে (স্ত্রী) রক্ষা করেছিল	اِتَّقَــتْ

পাঠ-৩১ : সানুনয় প্রার্থনা-২

1. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ।.

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ

وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ

وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ

وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ

وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ

إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ

إِنَّهٗ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

2a. ৫টি জিনিসের কথা উল্লেখ করুন যা আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি।

2b. عَـافِـيَـة কত রকমের লিখুন ?

2c. সময়ের ক্ষেত্রে بَـــا رَكَـةٌ এর অর্থ কি ?

2d. ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে بَـــا رَكَـةٌ এর অর্থ কি ?

3. ক্রিয়াগুলির বাংলায় অর্থ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ছকটি আরবিতে পুরণ করুন:

প্যাটার্ন ____________ ______________ (خ ل ف) اِخْتَلَفَ **52**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِخْتَلَفَ، يَخْتَلِفُ، اِخْتَلِفْ ، اِخْتِلَاف		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

প্যাটার্ন ________ ____________ (ت ب ع) اِتَّبَعَ **140**

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِتَّبَعَ ، يَتَّبِعُ ، اِتَّبِعْ ، اِتِّبَاع		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

215 اِتَّـقٰـی (و ق ي) ____________ প্যাটার্ন ________

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِتَّـقٰـی ، يَـتَّـقِـيْ ، إِتَّـقِ ، إِتِّـقَـا ء	
		فعل أمر	فعل نـهى

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন		
4a.	রাসুল সঃ কে অনুসরণ করুন	
4b.	তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং কেবল তাঁকেই ভয় কর	
4c.	তিনি অনুসরণকারী	
4d.	শয়তানের অনুসরণ করবে না	
4e.	দীনের ব্যাপারে মতোবিরোধ করবে না	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন		
5a.	وَ الَّـذِيْـنَ اخْـتَـلَفُـوْا	
5b.	فَـأَتْـبَعَ	
5c.	فَـاتَّـبَـعُـوْهُ	
5d.	إِتَّـبَـعَكَ	
5e.	فَـاتَّـقُـوا اللّٰہَ	

33

পাঠ-৩২ : আরো আয়াত(৩৩:৩৫) سُوْرَةُ الْأَحْزَاب

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২১২টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৫০,১৫৮ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

উপস্থাপনা :

- সুরা আহ্যাবের এই আয়াতে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের ১০টি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঐ সমস্ত নর এবং নারীদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন তাঁর ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। এই ১০টি বৈশিষ্ট হচ্ছে: ইসলাম, বিশ্বাস, আনুগত্য, সত্যনিষ্ঠতা, ধৈর্য, বিনম্রতা, দান-খয়রাত, সওম, কৌমার্য/ শুদ্ধতা আল্লাহর স্বরণ।
- এ গুলির মধ্যে, কোনোটি আল্লাহর অধিকার সম্বন্ধে, কোনোটি নিজের সম্বন্ধে, এবং কোনোটি আল্লাহর বান্দা সম্বন্ধে।
- এই আয়াত হতে এটি পরিস্কার যে ইবাদতের এবং আনুগত্যের স্তর/ মর্যাদা পরকালে স্তর/ মর্যাদা পুরুষ এবং নারীদের জন্য একই। আল্লাহ তাদেরকে সমান সুযোগ দিয়েছেন সৎকর্ম করার জন্য এবং উভয়ই সমানভাবে যোগ্য এগুলির জন্য।
- হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামর্থ্য দান কর যেন আমরা এই গুণাগুণগুলি আমাদের মধ্যে অর্জন করতে পারি, যাহাতে আমাদের পাপগুলি মার্জনা করা হয় এবং আমরা পুরস্কার অর্জন করতে পারি, যেমনটি অঙ্গীকার করা হয়েছে আয়াতের শেষে।
- এই আয়াতে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের জন্যই ১০টি করে অটুট বহুবচন আছে। এই বহুবচনগুলি গঠিত হয় ون বা ين যোগ করে পুংলিঙ্গের জন্য এবং ات যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ, مُسْلِم এর বহুবচন مُسْلِمُوْن বা مُسْلِمِيْن এবং مُسْلِمَة এর বহুবচন مُسْلِمَات। যে সমস্ত বহুবচন এই পদ্ধতিতে গঠিত হয় তা সে 'বিযুক্ত বহুবচন'। ∞ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ	وَ الْمُسْلِمٰتِ	وَ الْمُؤْمِنِيْنَ	وَ الْمُؤْمِنٰتِ	
নিশ্চয়	পুরুষ মুসলিম	এবং নারী মুসলিম	এবং পুরুষ বিশ্বাসী	এবং নারী বিশ্বাসী

অনুবাদ : নিশ্চয়, মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারী ও এবং বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারী,

- مُسْلِمِيْن وَمُسْلِمٰت: যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।
- مُؤْمِنِيْنَ وَمُؤْمِنٰت: যারা আন্তরিকভাবে ইসলামে বিশ্বাস করেছে এবং ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তারা ইসলামের কোনো নির্দেশে সন্দেহও করে না বা এই মোতাবেক চলতেও দ্বিধা করে না। আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন, যে লোক গ্রহণ করেছে যে, আল্লাহ তার প্রভু, ইসলাম তার দীন এবং মুহাম্মদ (□) তার রাসুল তাহলে বিশ্বাসের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

89

وَ الْقٰنِتِيْنَ	وَ الْقٰنِتٰتِ	وَ الصّٰدِقِيْنَ	وَ الصّٰدِقٰتِ
এবং আজ্ঞানুবর্তী পুরুষগণ	এবং আজ্ঞানুবর্তী নারীগণ	এবং সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণ	এবং সত্যনিষ্ঠ নারীগণ

Translation: এবং আজ্ঞানুবর্তী পুরুষগণ এবং আজ্ঞানুবর্তী নারীগণ এবং সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণ এবং সত্যনিষ্ঠ নারীগণ,

- قٰنِتِيْنَ وَقٰنِتٰت: যারা আজ্ঞানুবতী। তারা ওরা নয়, যারা মৌখিকভাবে গ্রহণ করেছে কিন্তু এর বিপরীতে কাজ করে, অথবা খারাপ হিসাবে কিছু উচ্চারণ করে কিন্তু ইহা করতেই থাকে।
- صٰدِقِيْنَ وصٰدِقٰت: যারা তাদের কথায় এবং অঙ্গীকারে সত্যনিষ্ঠ।

- কথার সত্যনিষ্ঠতাও ইঙ্গিত করে যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসের একটি দৃঢ় ঘোষণা থাকতে হবে। কাজের সত্যনিষ্ঠতা অর্থ হলো তার কাজে কোনো কিছু লোক-দেখানো ব্যাপার থাকবে না বা লজ্জা/ ভীরুতাও না বা কোনো অলসতা না।
- আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন যে, সত্যনিষ্ঠতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় এবং ধার্মিকতা জান্নাতে নিয়ে যায় । কোনো মানুষ সত্য কথা বলায় অটল থাকলে সে আল্লাহর নিকট সত্যনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। মিথ্যাকথন পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ নিয়ে যায় দোজখে, এবং কোনো মানুষ মিথ্যা কথা বলায় অটল থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

وَ الصّٰبِرِيْنَ	وَ الصّٰبِرٰتِ	وَ الْخٰشِعِيْنَ	وَ الْخٰشِعٰتِ
এবং বিনয়ী নারীগণ	এবং বিনয়ী পুরুষগণ	এবং ধৈর্যশীল নারীগণ	এবং ধৈর্যশীল পুরুষগণ
অনুবাদঃ এবং ধৈর্যশীল পুরুষগণ এবং ধৈর্যশীল নারীগণ এবং বিনয়ী পুরুষগণ এবং বিনয়ী নারীগণ,			

- صٰبِرِيْنَ وَصٰبِرٰتِ তারাই, যারা জীবনের সকল অসুবিধাজনক অবসুধির মধ্যেও ধৈর্যশীল থাকে, সর্বক্ষণ ধর্মীয় নির্দেশাবলি মেনে চলতে সচেষ্ট থাকে এবং অন্যদেরকেও এইভাবে চলার জন্য পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে থাকে। ভয়, লোভ ও দুনিয়ার চাহিদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় অটল থাকে, এবং সত্যের প্রতি একনিষ্টভাবে লেগে থাকে।
- صَابِر কেবল সেই যে (১) কল্যাণকর কাজ করার ব্যাপারে অটল; (২) নিজেকে মন্দ হতে রক্ষা করে; (৩) অসুবিধার মধ্যে ধৈর্যধারণ করে।
- আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন যে বিশ্বাসীদের বিষয়টি কতই না আশ্চর্যজনক; সবকিছুতেই তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং কেবল এটা বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য। যদি তার উন্নতি হয়, তখন সে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তা তার জন্য কল্যাণকর; এবং যদি সে প্রতিকুল অবস্থায় পড়ে, সে ধৈর্যসহকারে তা সহ্য করে এবং তার জন্য তা অপেক্ষাকৃত ভালো (মুসলিম)।
- خٰشِعِيْنَ وَخٰشِعٰتِ তারাই, যারা বিনয়ী থাকে। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় প্রবল। তারা উদ্ধত নয়। দেহ এবং আত্মাসহ তারা আল্লাহর সম্মুখে নত হয়।

وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ	وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ	وَ الصَّآئِمِيْنَ	وَ الصّٰئِمٰتِ
এবং দানশীল পুরুষগণ	এবং দানশীল নারীগণ	এবং সওম পালনকারী পুরুষগণ	এবং সওম পালনকারী নারীগণ

وَ الْحٰفِظِيْنَ	فُرُوْجَهُمْ	وَ الْحٰفِظٰتِ
এবং সংরক্ষণকারী	তাদের যৌন অংগ	এবং সংরক্ষণকারী নারীগণ
অনুবাদঃ এবং দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল নারীগণ এবং সওম পালনকারী পুরুষগণ এবং সওম পালনকারী নারীগণ যৌন অংগ সংরক্ষণকারী পুরুষগণ এবং নারীগণ,		

- الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ : তারা শুধু ফরয যাকাত দেয় না, তারা নফল দানও দেয়। তারা ইয়াতিম, অসুস্থ্য, গরিব , দুর্বল এবং দরিদ্রদেরকে সাহায্য করে। তারা আল্লাহর পথেও খরচ করে, দীনের বিস্তার ও সহযোগীতার প্রচেষ্টাকেও উৎসাহিত করে।
- صَآئِمِيْنَ وَصٰئِمٰتِ: তারা ফরয সওম তো রাখেই, নফল সওমও রাখে।
- যিনি সওম অবস্থায় বিধিসঙ্গত আবশ্যকতা ছেড়ে দেন, তিনি খুব সহজেই তার জীবনে বিধিবহির্ভূত জিনিস বিরত থাকতে পারে। ধৈর্যের উপরই মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে, এবং ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য সওম হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা ।
- حَافِظِيْنَ وَحَافِظٰتِ: এটির দুইটি অর্থ আছে: (১) তারা ব্যভিচার হতে বিরত থাকে; (২) তারা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হতে দুরে থাকে। গোপন অংগ যাতে অনাবৃত না হয় তার জন্য তারা নিজেদেরকে আবৃত রাখে। তাদের

পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের দেহকে দৃষ্টিগোচর করে না। তারা আঁটসাঁট পোশাক পরে না যা শরীরকে দৃষ্টিগোচর করে ।

- শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্রগুলির মধ্যে অশ্লীলতা হচ্ছে একটি। এটির মাধ্যমেই সে সমাজকে কলুষিত করে।

وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰه	كَثِيْرًا	وَّ الذّٰكِرٰتِ
এবং যে সকল পুরুষ আল্লাহকে স্মরণ করে	অনেক বেশী	এবং যে সকল নারী (আল্লাহকে) স্মরণ করে
অনুবাদ : এবং যে সকল পুরুষ বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে সকল নারী (আল্লাহকে)ও স্মরণ করে,		

- 'অনেক বেশী' কথাটি উপরে বর্ণিত অন্য ৯টি বৈশিষ্টের বেলায় উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু যিকির এর বেলায় 'অনেক বেশী' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অল্প স্মরণ ভন্ডামির একটা লক্ষণ। আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন : "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ" আল্লাহর স্বরণে তোমাদের জিহ্বা যেন সব সময় ভিজা থাকে (তিরমিযি)।
- আমাদের অন্তর যখন আল্লাহর চিন্তায় ভরে থাকে, আমরা যখন তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করি, তখন আমরা যাই করি বা বলি, আমরা অবশ্যই আল্লাহর নাম স্মরণ করি। যখন আমরা খাই, পান করি, ঘুমাই, জাগ্রত হই, পড়ি, বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাই, ইত্যাদিতখন আল্লাহকে স্মরণ করি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، مَا شَاءَ اللهُ، بَارَكَ اللهُ এরকম শব্দ আমাদের ঠোঁটে থাকবে। প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং প্রতিটি অসুবিধায় তাঁর সাহায্য কামনা করব।
- আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে ইসলামিক জীবনের আত্মা। আমরা যখন আল্লাহকে স্মরণ করি তখন সালাত, সওম, দান, এবং দাওয়ার কাজ করা সবই আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।
- যেখনেই আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় সেখান হতেই শয়তান পলায়ন করে।

أَعَدَّ اللهُ	لَهُم	مَّغْفِرَةً	وَّ أَجْرًا	عَظِيْمًا (٭35) ٭
আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন	তাদের জন্য	ক্ষমা	এবং পুরস্কার	মহা
অনুবাদ : আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার।				

- مَغْفِرَة অর্থ পাপ ঢেকে দেওয়া। যদি মানুষের আমল নামায় পাপের কারো দাগ থাকে, এটা তার জন্য লজ্জার ব্যাপার। তাই, আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন এর مَغْفِرَة কথা, অর্থাৎ তার পাপগুলি ঢেকে দেওয়া হবে এবং তারপর তাকে মহা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ব্যাকরণ: উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ১০ম ফরম হচ্ছে اِسْتَغْفَرَ প্যাটার্নের। ইহার প্রথমেই আছে অতিরিক্ত অক্ষর ا س ت, যা তার সকল রূপেই একই অবস্থায় বর্তমান থাকবে (مضارع, نهي , اسم فاعل , এবং اسم مفعول এ আলিফ বিলুপ্ত হবে)। মনে রাখবেন উদ্ভাবিত ক্রিয়ার প্রতিটি ফরমের কর্তা-বিশেষ্য এবং কর্ম-বিশেষে প্রথমেই مُ যুক্ত হবে; দুইটির মধ্যে কেবল মাত্র যের এবং যবর এর তফাৎ থাকবে, যেমন مُسْتَغْفِر এবং مُسْتَغْفَر।

42 اِسْتَغْفَرَ غ ف ر সে ক্ষমা চেয়েছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : اِسْتَغْفَرَ، يَسْتَغْفِرُ، اِسْتَغْفِرْ، **اِسْتِغْفَار**		فعل مضارع	فعل ماضي
		يَسْتَغْفِرُ সে ক্ষমা চায়	اِسْتَغْفَرَ সে ক্ষমা চেয়েছিল
فعل نهى	فعل أمر	يَسْتَغْفِرُوْنَ তারা ক্ষমা চায়	اِسْتَغْفَرُوْا তারা ক্ষমা চেয়েছিল

তুমি ক্ষমা চাইবে না لَا تَسْتَغْفِرْ	(তুমি) ক্ষমা চাও اِسْتَغْفِرْ	তুমি ক্ষমা চাও تَسْتَغْفِرُ	তুমি ক্ষমা চেয়েছিলে اِسْتَغْفَرْتَ
তোমরা ক্ষমা চাইবে না لَا تَسْتَغْفِرُوْا	(তোমরা) ক্ষমা চাও اِسْتَغْفِرُوْا	তোমরা ক্ষমা চাও تَسْتَغْفِرُوْنَ	তোমরা ক্ষমা চেয়েছিলে اِسْتَغْفَرْتُمْ
যে ক্ষমা চায় : **مُسْتَغْفِر**	আমি ক্ষমা চাই أَسْتَغْفِرُ	আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম اِسْتَغْفَرْتُ	
যার নিকট ক্ষমা চাওয়া হয় : **مُسْتَغْفَر**	আমরা ক্ষমা চাই نَسْتَغْفِرُ	আমরা ক্ষমা চেয়েছিলাম اِسْتَغْفَرْنَا	
ক্ষমা চাওয়ার কাজ : **اِسْتِغْفَار**	সে (স্ত্রী) ক্ষমা চায় تَسْتَغْفِرُ	সে (স্ত্রী) ক্ষমা চেয়েছিল اِسْتَغْفَرَتْ	

48 اِسْتَكْبَرَ ك ب ر সে গর্ব করেছিল (প্যাটার্ন اِسْتَغْفَرَ)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : اِسْتَكْبَرَ ، يَسْتَكْبِرُ ، اِسْتَكْبِرْ ، اِسْتَكْبَار		فعل مضارع	فعل ماضي
		সে গর্ব করে يَسْتَكْبِرُ	সে গর্ব করেছিল اِسْتَكْبَرَ
فعل نهى	فعل أمر	তারা গর্ব করে يَسْتَكْبِرُوْنَ	তারা গর্ব করেছিল اِسْتَكْبَرُوْا
তুমি গর্ব করবে না لَا تَسْتَكْبِرْ	(তুমি) গর্ব করো اِسْتَكْبِرْ	তুমি গর্ব করো تَسْتَكْبِرُ	তুমি গর্ব করেছিলে اِسْتَكْبَرْتَ
তোমরা গর্ব করবে না لَا تَسْتَكْبِرُوْا	(তোমরা) গর্ব করো اِسْتَكْبِرُوْا	তোমরা গর্ব করো تَسْتَكْبِرُوْنَ	তোমরা গর্ব করেছিলে اِسْتَكْبَرْتُمْ
যে গর্ব করে : مُسْتَكْبِرْ		আমি গর্ব করি أَسْتَكْبِرُ	আমি গর্ব করেছিলাম اِسْتَكْبَرْتُ
---		আমরা গর্ব করি نَسْتَكْبِرُ	আমরা গর্ব করেছিলাম اِسْتَكْبَرْنَا
গর্ব / অহঙ্কার : اِسْتَكْبَارْ		সে (স্ত্রী) গর্ব করে تَسْتَكْبِرُ	সে (স্ত্রী) গর্ব করেছিল اِسْتَكْبَرَتْ

42 اِسْتَطَاعَ ط و ع সে সক্ষম হয়েছিল (প্যাটার্ন اِسْتَغْفَرَ)

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : اِسْتَطَاعَ ، يَسْتَطِيْعُ ، اِسْتَطِعْ ، اِسْتَطَاعَة	فعل مضارع	فعل ماضي
	সে সক্ষম يَسْتَطِيْعُ	সে সক্ষম হয়েছিল اِسْتَطَاعَ

		হয়	
فـعـل نَـهْـى	فِـعْـلِ أمْـر	তারা সক্ষম হয় يَـسْـتَـطِـيْـعُـوْنَ	তারা সক্ষম হয়েছিল اِسْتَطَاعُوْا
তুমি সক্ষম হবে না لَا تَـسْـتَـطِـعْ	(তুমি) সক্ষম হও اِسْـتَـطِـعْ	তুমি সক্ষম হও تَـسْـتَـطِـيْـعُ	তুমি সক্ষম হয়েছিলে اِسْتَطَعْتَ
তোমরা সক্ষম হবে না لَا تَـسْـتَـطِـيْـعُـوْا	(তোমরা) সক্ষম হও اِسْـتَـطِـيْـعُـوْا	তোমরা সক্ষম হও تَـسْـتَـطِـيْـعُـوْنَ	তোমরা সক্ষম হয়েছিলে اِسْتَطَعْتُمْ
সে সক্ষম: مُـسْـتَـطِـيْـعٌ		আমি সক্ষম হই أَسْـتَـطِـيْـعُ	আমি সক্ষম হয়েছিলাম اِسْتَطَعْتُ
---		আমরা সক্ষম হই نَـسْـتَـطِـيْـعُ	আমরা সক্ষম হয়েছিলাম اِسْتَطَعْنَا
সক্ষমতা, সামর্থ : إِسْتَطَاعَة		সে (স্ত্রী) সক্ষম হয় تَـسْـتَـطِـيْـعُ	সে (স্ত্রী) সক্ষম হয়েছিল اِسْتَطَاعَتْ

∞ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ
وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ
وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ
وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ
وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ
وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ
وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰئِمٰتِ

পাঠ-৩২ : আরো আয়াত (৩৩:৩৫) سُوْرَةُ الْأَحْزَاب

2. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

وَالْمُؤْمِنٰتِ	وَالْمُؤْمِنِيْنَ	وَالْمُسْلِمٰتِ	الْمُسْلِمِيْنَ	إِنَّ

وَالصّٰدِقٰتِ	وَالصّٰدِقِيْنَ	وَالْقٰنِتٰتِ	وَالْقٰنِتِيْنَ

وَالْخٰشِعٰتِ	وَالْخٰشِعِيْنَ	وَالصّٰبِرٰتِ	وَالصّٰبِرِيْنَ

وَالصّٰئِمٰتِ	وَالصَّآئِمِيْنَ	وَالْمُتَصَدِّقٰتِ	وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ

وَالْحٰفِظٰتِ	فُرُوْجَهُمْ	وَالْحٰفِظِيْنَ

وَّالذّٰكِرٰتِ	كَثِيْرًا	وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ

عَظِيْمًا (35)	وَّأَجْرًا	مَّغْفِرَةً	لَهُم	أَعَدَّ اللهُ

2a. বিশ্বাসীদের ১০টি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করুন যা সুরা আহযাবের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

2b. কাকে صَـابِـر বলে ডাকা যেতে পারে ?

2c. আমরা কি ভাবে خَـاشِعُـون হতে পারি ?

2d. কেন ذِكْـر এর সঙ্গে "كَـثِـيـر" উল্লেখ করা হয়েছে ?

3. ক্রিয়াগুলি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য আরবিতে ছকটি পূরণ করুন:

215 اِسْتَغْفَرَ غ ف ر _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِسْتَغْفَرَ ، يَسْتَغْفِرُ ، اِسْتَغْفِرْ ، **اِسْتِغْفَار**	
		فعل أمر	فعل نهى

48 اِسْتَكْبَرَ ك ب ر _____ প্যাটার্ন _____

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِسْتَكْبَرَ ، يَسْتَكْبِرُ ، إِسْتَكْبِرْ ، إِسْتَكْبَار	
		فعل أمر	فعل نهى

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: اِسْتَطَاعَ ، يَسْتَطِيْعُ ، اِسْتَطِعْ ، إِسْتَطَاعَة		فعل مضارع	فعل ماضي
فعل نهى	فعل أمر		

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন	
4a. তাই আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন	
4b. সে ছিল উদ্ধত এবং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত ছিল	
4c. শয়তান ছিল উদ্ধত	
4d. তোমার প্রভু কি সক্ষম ?	
4e. তা হলে তোমরা সবাই সক্ষম হবে	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন	
5a. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ	
5b. وَاسْتَغْفِرُوهُ	
5c. وَالَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي	
5d. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرضَ	
5e. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২১৪ টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৫০,২২২ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-৩৩ : ক্ষমা চাওয়ার সর্বোচ্চ দোয়া (سيد الاستغفار)

উপস্থাপনা :

শাদ্দাদ বিন আউস রাঃ বলেছেন: নবী (□) বলেন,'ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো এটি বলা اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

যে ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এইভাবে সানুনয় প্রার্থনা করবে দিনে এবং ঐ দিনই মারা যায় (বিকালের পূর্বে), সে হবে জান্নাতে বসবাসকারীদের একজন; এবং কেহ যদি ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এইভাবে সানুনয় প্রার্থনা করবে রাত্রে এবং প্রভাত হওয়ার পূর্বেই মারা যায় সে হবে জান্নাতে বসবাসকারীদের একজন'(বুখারী)।

এই পাঠের সানুনয় প্রার্থনাটিকে 'সাইয়্যেদুল ইস্‌তিগ্‌ফার', অর্থাৎ, প্রধান বা ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। এই দোয়ায় ১০টি বাক্য আছে এবং প্রতিটি বাক্য দেখাচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে আমাদের কি রকম সম্পর্ক হওয়া উচিৎ।

ইস্‌তিগ্‌ফার এর অর্থ ক্ষমা চাওয়া/ প্রার্থনা করা। আমরা যদি আন্তরিকভাবে এই দোয়টি পড়ি তাহলে আমরা অবশ্যই খারাপ কাজ বর্জন করব এবং ভালো কাজ পরিগ্রহণ করব। আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দিনে রাতে বিভিন্ন ধরণের ভুল করে থাকি। সুতরাং, বারবার ক্ষমা চাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আমাদেরকে খারাপ হতে দুরে রাখুন, এবং আমাদেরকে ভালো কাজ করার সামর্থ দিন।

নবী (□) এর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যদিও তিনি সবচেয়ে উত্তম এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের তাঁর আদর্শ মেনে চলা উচিৎ এবং পুনঃপুন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা উচিৎ।

একদিন, আমাদের মৃত্যু হবে! তাহলে কেন আমরা অভ্যাস করব না যে, প্রত্যেক দিনের প্রথমে এবং প্রতি রাতে এই দোয়াটি পাঠ করি যাতে আমরা আল্লাহর ক্ষমা পাই, হতে পারে ঐ দিনেই বা মারা যাই।।

اَللّٰهُمَّ	أَنْتَ	رَبِّي	لَا إِلٰهَ	إِلَّا أَنْتَ
হে আল্লাহ !	তুমি	আমার রব	কোনো ইলাহ নাই	তুমি ব্যতীত
অনুবাদ : হে আল্লাহ তুমি আমার রব তুমি ছাড়াকোনো ইলাহ,				

- হে আল্লাহ ! তুমিই আমার রব! ভালোবাসার সহিত কথাটি বলুন এবং তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করুন। কল্পনা করুন তিনি কিভাবে আমাদের মস্তিকের, হৃৎপিন্ডের, রক্তের, এবং আমার শরীরের হাড়ের যত্ন নেন এবং তিনি কি ভাবে বৃষ্টি এবং শস্যের বীজের ব্যবস্থা করেন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, এবং সবকিছুই আমার জন্য।
- তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই। আমি তোমারই ইবাদত করি, তোমাকেই মেনে চলি, এবং তুমিই একমাত্র দাতা বলে বিশ্বাস করি।
- এই বক্তব্যটি, 'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই' হচ্ছে সবচেয়ে শুদ্ধ/ পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। আমরা যদি বুঝে-সুঝে এটি পড়ি এবং অনুশীলন করি, তাহলে শিরক এবং অন্যান্য পাপ হতে বেঁচে থাকতে পারব।

خَلَقْتَنِي	وَأَنَا	عَبْدُكَ
তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ	এবং আমি	তোমার বান্দা
অনুবাদ : তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা,		

- তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ|. তুমি আমাকে দিয়েছ চোখ, কান, নাক, মুখ, মুখোমন্ডল, মাথা, হাত এবং পা। তুমি আমাকে দিয়েছ পিতা-মাতা। তুমি আমার শিশু অবস্থা থেকে এই বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠার ব্যবস্থা করেছ। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তা করতে বলেছেন আমরা কিভাবে সৃষ্ট হয়েছি এবং আমাদের সবকিছুর তিনি যত্ন নিয়েছেন।

➢ আমরা সবকিছু যদি এরকম রাখি, তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট বিনয়ী হবো। আমাদের অন্তর হয়ে যাবে নরম। তখন আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হতে বলব, হে আল্লাহ যখন আপনি আমার জন্য সবই করেছেন, তাহলে আমি আপনার দাস। আপনি আমার প্রভু। আমার দেহ, আমার আত্মা, এবং যা কিছু আমার আছে তা আপনারই।

➢ সত্যিকারের বান্দা সেই যে তার প্রভুকে মেনে চলে। আমরা সত্যিকারের বান্দা হতে পারব যদি স্মরণ রাখি আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহ এবং তারপর আমাদের দুর্বলতা।

➢ হে আল্লাহ ! আমাকে সাহায্য কর যেন আমি আপনার সত্যিকারের বান্দা হতে পারি।

مَـا اسْتَطَعْتُ	وَوَعْدِكَ	عَلَـى عَهْدِكَ [35]	وَ أَنَـا
আমি যা করতে সক্ষম হয়েছি	এবং তোমার অঙ্গীকারের উপর আছি	তোমার প্রতিশ্রুতির উপর আছি	এবং আমি
অনুবাদ: এবং আমি তোমার প্রতিশ্রুতির উপর আছি এবং তোমার অঙ্গীকারের উপর আছি যা করতে আমি সক্ষম হয়েছি।			

عَهِدَ عَهِدُوْا ، عَهِدْتَّ عَهِدْتُّمْ ، عَهِدْتُّ عَهِدْنَـا يَـعْهَدُ يَـعْهَدُوْنَ ، تَـعْهَدُ تَـعْهَدُوْنَ ، أَعْهَدُ نَـعْهَدُ

إِعْهَدْ إِعْهَدُوْا ، لَا تَـعْهَدْ لَاتَـعْهَدُوْا ، عَاهِدْ مَعْهُوْد ، عَهْدًا

(عَهِدْتْ تَـعْهَدُ)

➢ প্রতিদিন প্রতি সালাতে আমরা আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দেই " إِيَّـاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّـاكَ نَـسْتَعِيْنُ আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটেই সাহায্য চাই।

➢ আমি তোমার প্রতিশ্রুতি মেনে চলি, এর অর্থ হচ্ছে তোমার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং আমি কেবল তোমাকেই মেনে চলব।

➢ আমি তোমার অঙ্গীকার মেনে চলি, এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমার অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করি, যা তুমি অঙ্গীকার করেছ বিশ্বাসী ও সৎকর্মকারীদের জন্য।

➢ আমি মেনে চলি তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ আমি এগুলি ভুলব না।

➢ আমার সাধ্য মোতাবেক। তোমার দাসত্বের এবং আজ্ঞানুবর্তীতার অধিকার আমি পূর্ণ করতে পারি নাই, আমি দুর্বল, আমার ঈমান দুর্বল, আমার সালাতে, তিলওয়াতে, এবং স্মরণে ঘাটতি ও ত্রুটি রয়েছে। হে আল্লাহ আমার এই সমস্ত ঘাটতি ও ত্রুটি সত্যেও আমার আমল কবুল করুন।

➢ তাঁর কিতাবে আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন “فَـاتَّـقُـوا اللهَ مَـا اسْتَطَعْتُمْ” তোমাদের সাধ্য মোতাবেক তোমারা আল্লাহকে ভয় কর।

صَنَـعْتُ [29]	مَـا	مِـنْ شَرِّ	بِـكَ	أَعُوذُ
আমি করেছি	যা	অনিষ্ট হতে	তোমার নিকট	আমি আশ্রয় চাচ্ছি
অনুবাদ : আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে।				

صَنَعَ ،صَنَعُوا ، صَنَعْتَ،صَنَعْتُمْ ، صَنَعْتُ،صَنَعْنَـا يَـصْنَعُ ،يَـصْنَعُوْنَ ، تَـصْنَعُ ،تَـصْنَعُوْنَ ، أَصْنَعُ ،نَـصْنَعُ

إِصْنَعْ ، إِصْنَعُوا ، لَاتَـصْنَعْ ، لَاتَـصْنَعُوا ، صَانِـع ، مَـصْنُوْع ، صُنْع

(صَنَعَتْ، تَـصْنَعُ)

➢ পাপ মানুষকে আল্লাহর ক্ষমা হতে দুরে সরিয়ে দেয়। একজন মানুষ কষ্টকর পরিস্থিতি এবং আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি না আল্লাহ ক্ষমা করেন। অতএব, আমাদের যথাশিঘ্র আল্লাহর ক্ষমা ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ।

➢ হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমাকে শাস্তির সম্মুখীন হবো। আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তা ছাড়া আমার অন্য কোনো পন্থা নাই যে পাপের খারাপ পরিণতি হতে পার পেতে পারি। অতএব, আমি আপনার নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

➢ হে আল্লাহ! এটা হতে পারে যে আমার কোনো কোনো পাপের খারাপ প্রভাব এখনও ছড়াতে পারে। যদি আমি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি, হয় সে আমার প্রতি এখনো রেগে আছে; । যদি আমি কোনো অমুসলিম বা দুর্বল

মুসলিমের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি তাহলে সে ইসলাম এবং মুসলিম সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবে;। যদি আমি দেরিতে সালাত আদায় করি তাহলে কম বয়ষের লোকেরা আমার প্রতি দেখে থাকবে এবং মনে করবে যে সালাত দেরি করে আদায় করা যেতে পারে বা বাদ দেওয়াও যায়। হে আল্লাহ! এ সমস্ত খারাপ প্রভাব আমি বন্ধ করতে পারছি না। আমি আপনার নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এ সমস্ত প্রভাব ও শাস্তি হতে।

أَبُوْءُ	لَكَ	بِنِعْمَتِكَ	عَلَيَّ	وَ أَبُوْءُ	بِذَنْبِي
আমি স্বীকার করছি	তোমার নিকট	তোমার অনুগ্রহের	আমার উপর	এবং স্বীকার করছি	আমার পাপ
অনুবাদ : আমি স্বীকার করছি আমার উপর তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের কথা এবং স্বীকার করছি আমার পাপ,					

- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দিয়েছ অগণিত বদান্যতা/ দান; আমার দেহে, খাদ্যে, পিতামাতায়, আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে, বাতাস, পানি, মাটি, আসমান, বাড়িঘর, পোশাক, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন ইসলাম এবং মুহাম্মদ (□) এর উম্মৎ হওয়ার সুযোগ। এতসব বদান্যতা আমার উপর।
- যখন আমরা স্মরণ করি এই সকল বদান্যতা ও কল্যাণ, আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলব।
- কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার(৭:৬৯)।
- এতসব কল্যাণ ও বদান্যতা সত্যেও, আমি পাপ করেছি। আপনার যথাযথ শুক্‌রিয়া আদায় করি নাই। আমি সঠিকবাবে প্রার্থনা করি নাই। অন্যান্য কর্তব্য ঠিকমত পালন করি নাই। আমার জিহ্বা আমি ঠিকমত ব্যবহার করি নাই, আমার ক্ষমতা, এবং টাকা-পয়সা যা তুমি আমাকে দিয়েছ দীনের পথে আমি ঠিকমত ব্যবহার করি নাই। ভুলক্রমে আমি এগুলি ব্যবহার করেছি খারাপ কাজে।
- আমার এই ভুল এবং পাপের জন্য কেউই দায়ী নহে। আমি স্বীকার করছি যে আমি নিজেই এর জন্য দায়ী।

فَاغْفِرْ لِي	فَإِنَّه	لَا يَغْفِرُ	الذُّنُوبَ	إِلَّا أَنْتَ
অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন	কারণ নিশ্চয় আপনি	ক্ষমা করতে পারে না	পাপ সমুহ	আপনি ব্যতীত
অনুবাদ : অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন, কারণ নিশ্চয় আপনি ব্যতীত পাপ সমুহ কেউ ক্ষমা করতে পারে না;				

- ঐ সমস্ত পাপ আমি মুছে ফেলতে পারি না বা গত হওয়া দিন ফিরেয়ে আনতে পারি না এবং আমার কৃতকর্মকে বদলাতে পারি না। আমি এ জন্য দুঃখিত। আমার পাপ মুছে ফেলার জন্য এখন কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। কেবল আপনিই আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।
- আপনি ব্যতীত কেউই আমার পাপ ক্ষমা করতে পারবে না। আমার পাপ মুছে ফেলার জন্য কেউই আপনাকে চাপ দিতে পারে না এবং আপনি যদি আমার পাপ ক্ষমা করতে চান তা কেউই আপনাকে বাধা দিতে পারবে না।
- ভুলক্রমে পাপ করার পর, যদি কোনো মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, দুঃখ ও অনুতাপ করে, নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় পাপ হতে দুরে থাকার, তখন আল্লাহ এই লোককে ক্ষমা করেন।

যদি কোনো লোক ভুলক্রমে পাপ করে ফেলে এবং দুঃখ অনুভব করে এবং বিনম্র হয়, তাহলে ঐ লোক উত্তম তার থেকে, যে লোক ভালো কাজ করে কিন্তু সে ভালোকাজের বড়াই করে বা নিজেকে মহৎ লোক মনে করে বা অন্যের থেকে সে ভালো। এর অর্থ এটা নয় যে আমাদের পাপ কাজ করা উচিৎ! কখনো না। এর অর্থ এই যে আমরা যদি হটাৎ কোনো পাপ করে ফেলি, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এবং ভালো কাজ করি, তখন আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

ব্যাকরণ : এ পর্যন্ত আমরা সকল ক্রিয়া রূপের কেবল ২টি স্ত্রীলিঙ্গ রূপ জেনেছি, অর্থাৎ, فَعَلَتْ এবং تَفْعَلُ রূপের। অবশিষ্ট রূপগুলি আমরা এই পাঠে শিখব।

সে করেছিল : فَعَلَ

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: فَعَلَتْ، تَفْعَلُ، اِفْعَلِي، فِعْل	
সে (স্ত্রী) করেছিল	فَعَلَتْ	সে (স্ত্রী) করে	تَفْعَلُ		
তারা (স্ত্রী) করেছিল	فَعَلْنَ	তারা (স্ত্রী) করে	يَفْعَلْنَ	أمر	نهي
তুমি (স্ত্রী) করেছিলে	فَعَلْتِ	তুমি (স্ত্রী) করো	تَفْعَلِيْنَ	(তুমি স্ত্রী) করো اِفْعَلِيْ	لَا تَفْعَلِيْ তুমি (স্ত্রী) করবে না
তোমরা (স্ত্রী) করেছিলে	فَعَلْتُنَّ	তোমরা (স্ত্রী) করো	تَفْعَلْنَ	(তোমরা স্ত্রী) করো اِفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلْنَ তোমরা (স্ত্রী) করবে না
আমি করেছিলাম	فَعَلْتُ	আমি করি	أَفْعَلُ	فَاعِلَة : যে (স্ত্রী) করে	
আমরা করেছিলাম	فَعَلْنَا	আমরা করি	نَفْعَلُ	مَفْعُوْلَة : যার (স্ত্রী) উপর করা হয়	
সে করেছিল	فَعَلَ	সে করে	يَفْعَلُ	فِعْل : করণ,করা	

সে খুলেছিল : فَتَحَ

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: فَتَحَتْ ، تَفْتَحُ ، اِفْتَحِي ، فَتْح	
সে (স্ত্রী) খুলেছিল	فَتَحَتْ	সে (স্ত্রী) খুলে	تَفْتَحُ		
তারা (স্ত্রী) খুলেছিল	فَتَحْنَ	তারা (স্ত্রী) খুলে	يَفْتَحْنَ	أمر	نهي
তুমি (স্ত্রী) খুলেছিলে	فَتَحْتِ	তুমি (স্ত্রী) খুলো	تَفْتَحِيْنَ	(তুমি স্ত্রী) খুলো اِفْتَحِيْ	لَا تَفْتَحِيْ তুমি (স্ত্রী) খুলবে না
তোমরা (স্ত্রী) খুলেছিলে	فَتَحْتُنَّ	তোমরা (স্ত্রী) খুলো	تَفْتَحْنَ	(তোমরা স্ত্রী) খুলো اِفْتَحْنَ	لَا تَفْتَحْنَ তোমরা (স্ত্রী) খুলবে না!
আমি খুলেছিলাম	فَتَحْتُ	আমি খুলি	أَفْتَحُ	فَاتِحَة: যে (স্ত্রী) খুলে:	
আমরা খুলেছিলাম	فَتَحْنَا	আমরা খুলি	نَفْتَحُ	مَفْتُوْحَة যা (স্ত্রী) খোলা হয় :	
সে খুলেছিল	فَتَحَ	সে খুলে	يَفْتَحُ	فَتْح : খোলার কাজ/ বিজয়	

সে সাহায্য করেছিল : نَـصَرَ

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: نَـصَرَت، تَـنْصُرُ ، أُنْـصُرِيْ ، نَـصْر		فعل مضارع	فعل ماضي
		تَـنْصُرُ সে (স্ত্রী) সাহায্য করে	نَـصَرَتْ সে (স্ত্রী) সাহায্য করেছিল
نـهي	أمـر	يَـنْصُرْنَ তারা (স্ত্রী) সাহায্য করে	نَـصَرْنَ তারা (স্ত্রী) সাহায্য করেছিল
لَا تَـنْصُرِيْ তুমি (স্ত্রী) সাহায্য করবে না	أُنْـصُرِيْ (তুমি স্ত্রী) সাহায্য করো	تَـنْصُرِيْـنَ তুমি (স্ত্রী) সাহায্য করো	نَـصَرْتِ তুমি (স্ত্রী) সাহায্য করেছিলে
لَا تَـنْصُرْنَ তোমরা (স্ত্রী) সাহায্য করবে না	أُنْـصُرْنَ (তোমরা স্ত্রী) সাহায্য করো!	تَـنْصُرْنَ তোমরা (স্ত্রী) সাহায্য করো	نَـصَرْتُـنَّ তোমরা (স্ত্রী) সাহায্য করেছিলে
যে (স্ত্রী) সাহায্য করে : نَـاصِرَة		أَنْـصُرُ আমি সাহায্য করি	نَـصَرْتُ আমি সাহায্য করেছিলাম
যাকে (স্ত্রী) সাহায্য করা হয় : مَـنْصُوْرَة		نَـنْصُرُ আমরা সাহায্য করি	نَـصَرْنَـا আমরা সাহায্য করেছিলাম
সাহায্য : نَـصْر		يَـنْصُرُ সে সাহায্য করে	نَـصَرَ সে সাহায্য করেছিল

সে কথা বলেছিল : قَـالَ

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: قَـالَـتْ، تَـقُـوْلُ ، قُـوْلِـيْ ، قَـول		فعل مضارع	فعل ماضي
		تَـقُـوْلُ সে (স্ত্রী) কথা বলে	قَـالَـتْ সে (স্ত্রী) কথা বলেছিল
نـهي	أمـر	يَـقُـلْنَ তারা (স্ত্রী) কথা বলে	قُـلْنَ তারা (স্ত্রী) কথা বলেছিল
لَا تَـقُـولِـيْ তুমি (স্ত্রী) কথা বলবে না	قُـولِـيْ (তুমি স্ত্রী) কথা বলো	تَـقُـوْلِـيْنَ তুমি (স্ত্রী) কথা বলো	قُـلْتِ তুমি (স্ত্রী) কথা বলেছিলে
لَا تَـقُـلْنَ তোমরা (স্ত্রী) কথা বলবে না	قُـلْنَ (তোমরা স্ত্রী) কথা বলো	تَـقُـلْنَ তোমরা (স্ত্রী) কথা বলো	قُـلْتُـنَّ তোমরা (স্ত্রী) কথা বলেছিলে
যে (স্ত্রী) কথা বলে : قَـائِـلَـة		أَقُـوْلُ আমি কথা বলি	قُـلْتُ আমি কথা বলেছিলাম
যে (স্ত্রী) কথা বলা হয়েছে : مَـقُـوْلَـة		نَـقُـوْلُ আমরা কথা বলি	قُـلْنَـا আমরা কথা বলেছিলাম
কথা বলা : قَـول		يَـقُـوْلُ সে কথা বলে	قَـالَ সে কথা বলেছিল

সে ছিল : كَانَ

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: كَانَتْ، تَكُوْنُ، كُوْنِيْ ، كَوْن	
		أمر	نهي
كَانَتْ সে (স্ত্রী) ছিল	تَكُوْنُ সে (স্ত্রী) হয়		
كُنَّ তারা (স্ত্রী) ছিল	يَكُنَّ তারা (স্ত্রী) হয়		
كُنْتِ তুমি (স্ত্রী) ছিলে	تَكُوْنِيْنَ তুমি (স্ত্রী) হও	كُوْنِيْ (তুমি স্ত্রী) হও!	لَا تَكُوْنِيْ তুমি (স্ত্রী) হবে না
كُنْتُنَّ তোমরা (স্ত্রী) ছিলে	تَكُنَّ তোমরা (স্ত্রী) হও	كُنَّ (তোমরা স্ত্রী) হও	لَا تَكُنَّ তোমরা (স্ত্রী) হবে না
كُنْتُ আমি ছিলাম	أَكُوْنُ আমি হই	যে (স্ত্রী) হয় : كَائِنَة	
كُنَّا আমরা ছিলাম	نَكُوْنُ আমরা হই	—	
كَانَ সে ছিল	يَكُوْنُ সে হয়	হওয়া : كَوْن	

উদ্ভাবিত ক্রিয়াগুলির মধ্যেও একই ধরণের পরিবর্তন আসে। আমরা এদের মধ্যে দুইটি নেই।

সে গুণাগুণ/ পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল : سَبَّحَ

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : سَبَّحَتْ، تُسَبِّحُ، سَبِّحِي ، تَسْبِيح	
		أمر	نهي
سَبَّحَتْ সে (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল	تُسَبِّحُ সে (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করে		
سَبَّحْنَ তারা (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল	يُسَبِّحْنَ তারা (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করে		
سَبَّحْتِ তুমি (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করেছিলে	تُسَبِّحِيْنَ তুমি (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করো	سَبِّحِي (তুমি স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করো	لَا تُسَبِّحِي তুমি (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করবে না
سَبَّحْتُنَّ তোমরা (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করেছিলে	تُسَبِّحْنَ তোমরা (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করো	سَبِّحْنَ (তোমরা স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করো	لَا تُسَبِّحْنَ তোমরা (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করবে না
سَبَّحْتُ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করেছিলাম	أُسَبِّحُ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি	যে (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করে : مُسَبِّحَة	
سَبَّحْنَا আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করেছিলাম	نُسَبِّحُ আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি	যার (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় : مُسَبَّحَة	
سَبَّحَ সে পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল	يُسَبِّحُ সে পবিত্রতা বর্ণনা করে	পবিত্রতা বর্ণনা করণ : تَسْبِيْح	

أَسْلَمَ : সে সমর্পণ করেছিল

এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি : أَسْلَمَتْ، تُسْلِمُ، أَسْلِمِي، إِسْلَام		فعل مضارع	فعل ماضي
		تُسْلِمُ সে (স্ত্রী) সমর্পণ করে	أَسْلَمَتْ সে (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিল
نهي	أمر	يُسْلِمْنَ তারা (স্ত্রী) সমর্পণ করে	أَسْلَمْنَ তারা (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিল
لَا تُسْلِمِي তুমি (স্ত্রী) সমর্পণ করবে না	أَسْلِمِي (তুমি স্ত্রী) সমর্পণ করো	تُسْلِمِيْنَ তুমি (স্ত্রী) সমর্পণ করো	أَسْلَمْتِ তুমি (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিলে
لَا تُسْلِمْنَ তোমরা (স্ত্রী) সমর্পণ করবে না	أَسْلِمْنَ (তোমরা স্ত্রী) সমর্পণ করো	تُسْلِمْنَ তোমরা (স্ত্রী) সমর্পণ করো	أَسْلَمْتُنَّ তোমরা (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিলে
মُسْلِمَة : যে (স্ত্রী) সমর্পণ করে		أُسْلِمُ আমি সমর্পণ করি	أَسْلَمْتُ আমি সমর্পণ করেছিলাম
مُسْلَمَة : যার (স্ত্রী) নিকট সমর্পণ করা হয়		نُسْلِمُ আমরা সমর্পণ করি	أَسْلَمْنَا আমরা সমর্পণ করেছিল
إِسْلَام : সমর্পণ করণ		يُسْلِمُ সে সমর্পণ করে	أَسْلَمَ সে সমর্পণ করেছিল

سيد الاستغفار

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ :
« سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ :
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ،
أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وأَبُوْءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ
. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ،
فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ
أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ
مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ
أَهْلِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِي .

পাঠ-৩৩ : ক্ষমা চাওয়ার প্রধান দোয়া (سيد الاستغفار)

1. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং নিম্নের প্রশ্ন গুলির উত্তর দিন।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَ بِّي لَا إِلٰـهَ إِلّا أَنْتَ

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ

وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُو بَ إِلّا أَنْتَ

2a. সকালে এবং সন্ধায় সাইয়্যেদুল ইস্‌তিগফার পাঠ করা হলে কি পুরস্কার আছে ?

2b. এই দোয়ায় কতগুলি বক্তব্য আছে।

2c. আমরা বলি : أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . আমাদের পাপের কি কি খারাপ প্রভাব আছে?

2d. আমার পাপের জন্য অন্য কেউ কি দায়ী ? ব্যাখ্যা করুন।

3. প্রতিটি ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ দিয়ে ছকটি পূরণ করুন:

সে করেছিল : فَـعَـلَ

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: **فَـعَـلَـتْ، تَـفْـعَـلُ، اِفْـعَـلِـي، فِـعْـل**	
فَـعَـلَـتْ সে (স্ত্রী) করেছিল		أمـر	نـهـي

সে খুলছিল : **فَـتَـحَ**

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: **فَـتَـحَـتْ ، تَـفْـتَـحُ ، اِفْـتَـحْي ، فَـتْـح**	
فَـتَـحَـتْ সে (স্ত্রী) খুলছিল		أمـر	نـهـي

সে সাহায্য করেছিল : نَـصَـرَ

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: **نَـصَرَت، تَـنْـصُرُ ، أُنْـصُرِيْ ، نَـصْر**	
نَـصَرَتْ সে (স্ত্রী) সাহায্য করেছিল		أمـر	نـهـي

قَـالَ : সে বলেছিল

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: **قَـالَـتْ، تَـقُـوْلُ ، قُـوْلِـيْ ، قَـول**	
قَـالَـتْ সে (স্ত্রী) বলেছিল		أمـر	نـهـي

সে হয়েছিল : كَانَ

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: كَانَتْ، تَكُوْنُ، كُوْنِيْ، كَون	
كَانَتْ সে (স্ত্রী) হয়েছিল			
		أمر	نهي

সে পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল : سَبَّحَ

فعل ماضي	فعل مضارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: سَبَّحَتْ، تُسَبِّحُ، سَبِّحِي ، تَسْبِيح	
سَبَّحَتْ সে (স্ত্রী) পবিত্রতা বর্ণনা করেছিল			
		أمر	نهي

সে সমর্পণ করেছিল : أَسْلَمَ

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع	এই ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপ গুলি: أَسْلَمَتْ، تُسْلِمُ، أَسْلِمِي، إِسْلَام	
أَسْلَمَتْ সে (স্ত্রী) সমর্পণ করেছিল		أمـر	نـهـي

4. নীচের অংশটি আরবিতে অনুবাদ করুন	
4a. আল্লাহ তাকে (স্ত্রী) সাহায্য করেছিলেন	
4b. কে আমাকে সাহায্য করবে	
4c. তারা (স্ত্রী) বলেছিল	
4d. তাই আমরা বলেছিলাম আঘাত কর!	
4e. যদি আমরা সত্যনিষ্ঠ হতাম	

5. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন	
5a. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ	
5b. وَانْصُرْنَا	
5c. قَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ	
5d. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ آمَنَّا	
5e. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২১৬টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৫০,৩১৩ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-৩৪: অন্যান্য দোয়া বাড়ি হতে বের হওয়া এবং প্রবেশ করা:

বাড়ি হতে বের হওয়ার দোয়া (কর্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্যের ভালো উদাহরণ):

আনাস τ বর্ণনা করেন যে নবী (□) বলেছেন : (বাড়ি হতে বের হওয়ার সময়) যে বলবে : "بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ", তাকে বলা হবে: 'তুমি পথনির্দেশ প্রাপ্ত, সমর্থিত, সুরক্ষিত'। তার নিকট হতে শয়তান অনেক দুরে চলে যাবে। এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলবে: 'ঐ মানুষকে তুমি কেমন করে বিপর্যস্ত করবে যে 'পথনির্দেশ প্রাপ্ত, সমর্থিত, সুরক্ষিত'(সুনান আবু দাউদ)।

- উম্মে সালমা τ বলেন: যখনই আল্লাহর রাসুল (□) আমার বাসা হতে বের হতেন, আকাশের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

(সুনান আবু দাউদ)।

উপরের দোয়া দুইটি মনোযোগ দিয়ে দেখি:

بِسْمِ اللهِ	تَوَكَّلْتُ	عَلَى اللهِ
আল্লাহর নামে	আমি নির্ভর করছি	আল্লাহর উপর
অনুবাদ : আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি নির্ভর করছি।		

- যখনই কোনো মানুষ ধর্মীয় বা জাগতিক কোনো ব্যাপারে বাড়ি হতে যাত্রা করে, সাধারণত তার কাজটি সমাধানের ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু লোকজন, টাকা-পয়সা, পরিকল্পনা বা অন্যান্য সম্পদ দ্বারা কাজটি সমাধা করা যাবে না; তারা কেবল মাত্র উপলক্ষ। কাজটি সম্পন্ন হবে কেবল মাত্র আল্লাহর সাহায্যে। ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকার নামই 'তাওয়াক্কুল' অর্থ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা।
- কুরআনের মধ্যে, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জন্য ধৈর্য ধরতে বলেছেন এবং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে বলেছেন।
- আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা আমাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা করে। যে লোক আল্লাহর উপর নির্ভর করে সে কখনো অবৈধ অর্থ গ্রহণ করতে পারে না কারণ সে জানে যে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটানো অঙ্গীকার করেছেন।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বিষয়ে আমাদের আল্লাহর সাহায্যে অবিরামভাবে প্রয়োজন। কোনো কাজ যত ছোটই হোক না কেন আল্লাহর সাহায্যে ছাড়া সম্পন্ন করা যাবে না।

30

لَا حَوْلَ	وَلَا قُوَّةَ	إِلَّا بِاللهِ
কোনো ক্ষমতা/ আশ্রয় নাই	এবং শক্তিও নাই	আল্লাহ ছাড়া
অনুবাদ : কোনো ক্ষমতা/ আশ্রয় নাই এবং শক্তিও নাই আল্লাহ ছাড়া,		

- খারাপ/ মন্দ দুরে থাকার ক্ষমতা, খারাপ/ মন্দ জিনিস ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা এবং অনুশোচিত হওয়ার স্পৃহা/ ক্ষমতা- কিছুই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।
- সঠিক কাজ করার ক্ষমতা এবং তার মধ্যেই লেগে থাকা, উদাহরণ স্বরূপ, নিয়মিতভাবে পাঁচ-ওয়াক্ত সালাতের লেগে থাকার দৃঢ় মনোভাব, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।
- রোগ হতে আরোগ্যলাভ, দারিদ্র থেকে মুক্ত হওয়া, অসুবিধা হতে উদ্ধার পাওয়া, যে কোনো কাজে সফলতা, প্রকৃত পক্ষে, প্রতিটি উদ্‌যোগ এবং ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহর সাহায্যেই আসে।
- নবী মুহাম্মদ (□) অনুযায়ী لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ জান্নাতের কোষাগার হতে একটি মুল্যবান সম্পদ। যখন এটি আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করি, তখন আমরা আল্লাহর সামনে আমাদের বিনম্রতা দেখায়।
- একই সময়ে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এটি একটি দোয়া।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ	أَعُوْذُ بِكَ	أَنْ أَضِلَّ	أَوْ أَضَلَّ

বা আমাকে পথভ্রষ্ট না করা হয়	আমি যেন পথভ্রষ্ট না করি	আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি	হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি
অনুবাদ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে আমি কাউকে পথভ্রষ্ট না করি বা আমি পথভ্রষ্ট না হই			

- أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ : হে আল্লাহ! আমাকে যেন পথভ্রষ্ট না করা হয় যাতে আমি কোনো ভুল বা খারাপ কাজ করে ফেলি। খারাপ কাজ করার জন্য আমিও যেন অন্যকে পথভ্রষ্ট না করি।

أَوْ أَزِلَّ	أَوْ أَزَلَّ	أَوْ أَظْلِمَ	أَوْ أُظْلَمَ
বা আমার উপর যুলুম করা হয়	বা আমি যুলুম করি	বা আমি পদস্খলিত হই	বা আমি পদস্খলন করি
অনুবাদ : বা আমি (অন্যের) পদস্খলন ঘটায় বা আমি (অন্য দ্বারা) পদস্খলিত হই বা আমি (অন্যের উপর) যুলুম করি বা আমার উপর যুলুম করা হয়(অন্যের দ্বারা),			

- أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ: হে আল্লাহ! আমি যেন পদস্খলিত হয়ে খারাপ কাজ না করি, বা এমন কাজ যাতে আপনি অসন্তুষ্ট হন। এবং কেউ যেন আমাকে পদস্খলিত করতে না পারে।
- أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ: হে আল্লাহ! আমি যেন কারো প্রতি যুলুম না করি তার সম্মান, সম্পদ বা অধিকারের ব্যাপারে। এবং অন্য কেউ যেন আমার উপর যুলুম না করে। একটি পাপ কাজ করাও তার নিজের উপর যুলুম করা হলো।

أَوْ أَجْهَلَ	أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ
বা আমি বোকামি/ মূর্খতাপূর্ণ কাজ করি	বা আমার উপর বোকামি/ মূর্খতাপূর্ণ কাজ করা হয়
অনুবাদ : বা আমি বোকামি/ মূর্খতাপূর্ণ কাজ করি বা আমার উপর বোকামি/ মূর্খতাপূর্ণ কাজ করা হয়;	

- أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ : হে আল্লাহ! আমি যেন কারো উপর বাড়াবাড়ি না করি, যেমন গালাগাল, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, ইত্যাদি; এবং আমার প্রতিও যেন অনুরূপ আচরণ করা না হয়।

বাড়িতে প্রবেশের দোয়া :

- আবু মালিক আশারি বলেন যে নবী (□)বলেছেন: কোনো লোক যখন তার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তার বলা উচিৎ, "اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا" এবং তারপর তার পরিবারের সদস্যবর্গকে সালাম দিবে (সুনান আবু দাউদ)।
- যাবির রাঃ বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহর নবী (□) কে বলতে শুনেছি, 'যদি কোনো লোক তার বাড়িতে প্রবেশ করার সময় বা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, শয়তান তার অনুসারিদের বলে: 'তোমরা রাত্রি যাপনের কোনো জায়গাও পাবে, রাত্রের খানাও পাবে না'। কিন্তু যদি সে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, শয়তান বলে (তার অনুসারিদের): 'তোমরা রাত্রি যাপনের (জায়গা) পেয়েছ, এবং যদি খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রি যাপনের (জায়গা) পেয়েছ একই সঙ্গে রাত্রের খানাও পেয়েছ' (মুসলিম)।
- আল্লাহকে স্মরণে রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো নবী (□) যে দোয়া পড়েছেন সেই দোয়া পড়া। আর এটা করা হলে, আমরা আল্লাহকে স্মরণ করার পুরস্কার পাব এবং সুন্নাহ অনুসরণ করারও পুরস্কার পাব ।
- এই হাদিস হতে এটা পরিস্কার যে অনেক প্রকারের জিন এবং শয়তান আমাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ না করি, তখন তাদের প্রভাব ও প্রলোভন বেড়ে যায় ফলে ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা, মন্দকর্ম, অলসতা, ইবাদতে অবহেলা, বাসায় খারাপ কাজ হতে থাকে। তখন আমরা কি রকম ভাগ্যহীনতা ও বোকামির মধ্যে পড়ে যাব, যদি আমরা এই দোয়াগুলি অনুশীলনে ব্যর্থ হই ফলশ্রুতিতে সব ধরণের অসুবিধা সম্মুখীন হবো। পড়ে যাব।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ	وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ					
হে আল্লাহ	নিশ্চয় আমি	তোমার নিকট চাচ্ছি	কল্যাণ	প্রবেশের	এবং কল্যাণ	বের হওয়ার

অনুবাদ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট চাচ্ছি প্রবেশের কল্যাণ ও বের হওয়ার কল্যাণ,

- خَيْرَ الْمَخْرَجِ। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যখনই আমি বাইরে বের হতে চাই, তখন যেন আমি উত্তম পন্থায় বের হই। কোনো একদিন, যখন আমি মারা যাব এবং চিরদিনের জন্য বাসা ত্যাগ করব, সেটাও যেন উত্তম অবস্থায় হয়।
- আমরা যদি জীবনে সফলতা অর্জন করতে চাই, আমাদের সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা উচিৎ।

61

بِسْمِ اللّٰهِ	وَلَجْنَا	وَبِسْمِ اللّٰهِ	خَرَجْنَا
আল্লাহর নামে	আমরা প্রবেশ করি	এবং আল্লাহর নামে	আমরা বের হই

وَعَلَى اللّٰهِ	رَبِّنَا	تَوَكَّلْنَا
এবং আল্লাহর উপর	আমাদের প্রভু	আমরা নির্ভর করি

অনুবাদ : আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামে আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা নির্ভর করি।

خَرَجَ، خَرَجُوْا، خَرَجْتَ، خَرَجْتُمْ، خَرَجْتُ، خَرَجْنَا، يَخْرُجُ، يَخْرُجُوْن، تَخْرُجُ، تُخْرُجُوْنَ، أَخْرُجُ، نَخْرُجُ

اُخْرُجْ، اُخْرُجُوْا، لَا تَخْرُجْ، لَا تَخْرُجُوْا، خَارِج، ---، خُرُوْج (خَرَجَتْ، تَخْرُجُ)

- একজন মুমিনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু হয় এবং শেষও হয় আল্লাহর নাম নিয়ে।
- বাসায় ফিরে আসার পর, কোনো কোনো সময় আমরা গর্ববোধ করি আমাদের সফলতা অর্জনের জন্য বা কোনো ভালো কাজ করে বের হয়ে আসি। কোনো সময় আমরা অন্যের সামনে এ সম্বন্ধে গর্ববোধ করি। আমরা যদি কোনো ব্যর্থতা বা অসুবিধার সম্মুখীন হই, আমরা হতাশ হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা।
- কোনো কাজই টাকা-পয়সা, উদ্‌যোগ, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধ-বান্ধব এর কারণে সম্পন্ন হয় না। এটা শুধু আল্লাহর সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। আমাদের বলা উচিৎ যে আল্লাহর সাহায্যেই এই এই কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে।
- কোনো অসুবিধা হলে, আমাদের বলা উচিৎ যে এটা আল্লাহরই বিজ্ঞতা, যে এই কাজটি সম্পন্ন হয় নাই।
- যদি আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি, আমরা কখনো হতাশ হবো না। আমরা সব সময় ধৈর্যশীল, তৃপ্ত, এবং সুখী থাকব। একই সময়ে, কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা কওে যাব।

ব্যাকরণ : কর্মবাচ্য

এই পাঠে, আমরা কর্মবাচ্য শিখব। ক্রিয়ার সকল রূপ গুলিই নীচে দেওয়া হয়েছে। সকল ক্রিয়ার/ রূপের কর্মবাচ্য থাকতে হবে এমন নয়।

সে করেছিল **فَعَلَ:**

فعل ماضي مجهول	فعل مضارع مجهول
فُعِلَ	يُفْعَلُ
فُعِلُوْا	يُفْعَلُوْنَ
فُعِلْتَ	تُفْعَلُ
فُعِلْتُمْ	تُفْعَلُوْنَ
فُعِلْتُ	أُفْعَلُ

فُـعِـلْـنَـا	نُـفْـعَـلُ
هِـيَ فُـعِـلَـتْ	هِـيَ تُـفْـعَـلُ

فَـتَـحَ: সে খুলেছিল

فعل ماضي مجهول		فعل مضارع مجهول	
فُـتِـحَ	তাকে খোলা হয়েছিল	يُـفْـتَـحُ	তাকে খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحُوْا	তাদের খোলা হয়েছিল	يُـفْـتَـحُوْنَ	তাদের খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحْتَ	তোমাকে খোলা হয়েছিল	تُـفْـتَـحُ	তোমাকে খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحْتُـمْ	তোমাদের খোলা হয়েছিল	تُـفْـتَـحُوْنَ	তোমাদের খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحْتُ	আমাকে খোলা হয়েছিল	أُفْـتَـحُ	আমাকে খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحْنَـا	আমাদেরকে খোলা হয়েছিল	نُـفْـتَـحُ	আমাদেরকে খোলা হচ্ছে/ হবে
فُـتِـحَتْ	তাকে (স্ত্রী) খোলা হয়েছিল	تُـفْـتَـحُ	তাকে (স্ত্রী) খোলা হচ্ছে/ হবে

نَـصَرَ: সে সাহায্য করেছিল

فعل ماضي مجهول		فعل مضارع مجهول	
نُـصِرَ	তাকে সাহায্য করা হয়েছিল	يُـنْـصَرُ	তাকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرُوْا	তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	يُـنْـصَرُوْنَ	তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرْتَ	তোমাকে সাহায্য করা হয়েছিল	تُـنْـصَرُ	তোমাকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرْتُـمْ	তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	تُـنْـصَرُوْنَ	তোমাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرْتُ	আমাকে সাহায্য করা হয়েছিল	أُنْـصَرُ	আমাকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرْنَـا	আমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	نُـنْـصَرُ	আমাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে
نُـصِرَتْ	তাকে (স্ত্রী) সাহায্য করা হয়েছিল	تُـنْـصَرُ	তাকে (স্ত্রী) সাহায্য করা হচ্ছে/ হবে

ضَرَبَ: সে আঘাত করেছিল

فعل ماضي مجهول		فعل مضارع مجهول	
ضُرِبَ	তাকে আঘাত করা হয়েছিল	يُضْرَبُ	তাকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبُوْا	তাদেরকে আঘাত করা হয়েছিল	يُضْرَبُوْنَ	তাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبْتَ	তোমাকে আঘাত করা হয়েছিল	تُضْرَبُ	তোমাকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبْتُمْ	তোমাদেরকে আঘাত করা হয়েছিল	تُضْرَبُوْنَ	তোমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبْتُ	আমাকে আঘাত করা হয়েছিল	أُضْرَبُ	আমাকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبْنَا	আমাদেরকে আঘাত করা হয়েছিল	نُضْرَبُ	আমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছে
ضُرِبَتْ	তাকে (স্ত্রী) আঘাত করা হয়েছিল	تُضْرَبُ	তাকে (স্ত্রী) আঘাত করা হচ্ছে

سَمِعَ: সে শুনেছিল

فعل ماضي مجهول		فعل مضارع مجهول	
سُمِعَ	তাকে শুনানো হয়েছিল	يُسْمَعُ	তাকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعُوْا	তাদেরকে শুনানো হয়েছিল	يُسْمَعُوْنَ	তাদেরকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعْتَ	তোমাকে শুনানো হয়েছিল	تُسْمَعُ	তোমাকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعْتُمْ	তোমাদেরকে শুনানো হয়েছিল	تُسْمَعُوْنَ	তোমাদেরকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعْتُ	আমাকে শুনানো হয়েছিল	أُسْمَعُ	আমাকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعْنَا	আমাদেরকে শুনানো হয়েছিল	نُسْمَعُ	আমাদেরকে শুনানো হচ্ছে
سُمِعَتْ	তাকে (স্ত্রী) শুনানো হয়েছিল	تُسْمَعُ	তাকে (স্ত্রী) শুনানো হচ্ছে

উদ্ভাবিত ক্রিয়াগুলির জন্যও কর্মবাচ্য গঠন করতে একই রকম পরিবর্তন আসে। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ফরমের উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

সে নীচে পাঠিয়েছিল **نَـزَّلَ:**

فعل مضارع مجهول		فعل ماضي مجهول	
তাকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	يُـنَـزَّلُ	তাকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلَ
তাদেরকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	يُـنَـزَّلُـوْنَ	তাদেরকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلُـوْا
তোমাকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	تُـنَـزَّلُ	তোমাকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلْـتَ
তোমাদেরকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	تُـنَـزَّلُـوْنَ	তোমাদেরকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلْـتُـمْ
আমাকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	أُنَـزَّلُ	আমাকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلْـتُ
আমাদেরকে নীচে পাঠানো হচ্ছে	نُـنَـزَّلُ	আমাদেরকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلْـنَـا
তাকে (স্ত্রী) নীচে পাঠানো হচ্ছে	تُـنَـزَّلُ	তাকে (স্ত্রী) নীচে পাঠানো হয়েছিল	نُـزِّلَـتْ

সে বহিষ্কার করেছিল **: أَخْرَجَ**

فعل مضارع مجهول		فعل ماضي مجهول	
তাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	يُـخْرَجُ	তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجَ
তাদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	يُـخْرَجُوْنَ	তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجُوْا
তোমাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	تُـخْرَجُ	তোমাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجْتَ
তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	تُـخْرَجُوْنَ	তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجْتُمْ
আমাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	أُخْرَجُ	আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجْتُ
আমাদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে	نُـخْرَجُ	আমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجْنَا
তাকে (স্ত্রী) বহিষ্কার করা হচ্ছে	تُـخْرَجُ	তাকে (স্ত্রী) বহিষ্কার করা হয়েছিল	أُخْرِجَتْ

পাঠ-৩৪: অন্যান্য দোয়া, বাসা হতে বের হওয়ার ...

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

বাসা হতে বের হওয়ার সময়ের দোয়া:

عَلَى ِ اللّٰه	تَوَكَّلْتُ	بِسْمِ ِ اللّٰه

إِلَّا بِاللّٰه	وَلَا قُوَّةَ	لَا حَوْلَ

أَوْ أَضَلَّ	أَنْ أَضِلَّ	أَعُوْذُ بِكَ	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ

أَوْ أَظْلَمَ	أَوْ أَظْلِمَ	أَوْ أَزَلَّ	أَوْ أَزِلَّ

أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ	أَوْ أَجْهَلَ

বাসায় প্রবেশ করার সময়ের দোয়া

الْمَخْرَ ج	وَخَيْرَ	الْمَوْلِ ج	خَيْرَ	أَسْئَلُكَ	إِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ

خَرَجْنَا	وَبِسْمِ ِ اللّٰه	وَلَجْنَا	بِسْمِ ِ اللّٰه

تَوَكَّلْنَا	رَبِّنَا	وَعَلَى ِ اللّٰه

2a. শয়তান কি বলে যখন আপনি বাসা হতে বের হওয়ার সময়ের দোয়া পড়েন ?

2b. শয়তান কি বলে যখন আপনি বাসায় প্রবেশ করার সময়ের দোয়া পড়েন ?

2c. যাবির রাঃ এর বর্ণিত হাদিস হতে শিক্ষণীয় বিষয়টি লিখুন ।

2d. এই দোয়ায় আমরা কত ধরণের নিরাপত্তা আল্লাহর নিকট চাই ?

3. কর্মবাচ্য ছকের নীচের খালি অংশ পূরণ করুন।

فعل ماضي	فعل مضارع
فُعِلَ	يُفْعَلُ

সে খুলেছিল: **فَتَحَ**

فعل ماضي	فعل مضارع
فُتِحَ তাকে খোলা হয়েছিল	**يُفْتَحُ** তাকে খোলা হচ্ছে

সে সাহায্য করেছিল He helped: نَـصَرَ

فـعـل مـضـا رع	فـعـل مـا ضي

সে একটা উদাহরণ দিয়েছিল : ضَرَبَ مَـثَـلاً

সে আঘাত করেছিল: ضَرَبَ

فـعـل مـضـا رع	فـعـل مـا ضي

সে শুনেছিল: **سَمِعَ**

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع

সে নীচে পাঠিয়েছিল: **نَـزَّل**

فـعـل مـاضي	فـعـل مـضـارع
نُـزِّلَ তাকে নীচে পাঠানো হয়েছিল	

أَخْـرَجَ : সে বহিষ্কার করেছিল

فـعل مـضا رع	فـعل مــا ضي

4. নীচের অংশটুকু আরবিত অনুবাদ করুন।		
4a.	এবং তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	
4b.	এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল	
4c.	এবং তোমাকে সাহায্য করা হবে না	
4d.	এবং আমাকে শোনানো হবে	
4e.	এবং আমাদেরকে শোনানো হবে না	

5. নীচের অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করুন।		
5a.	وَفُـتِـحَتِ الـسَّمَـا ءُ	
5b.	وَفُـتِـحَتْ أَبْـوَ ابُـهَـا	
5c.	ثُـمَّ لَا يُـنْـصَرَ وْنَ	
5d.	وَ ضُرِبَـتْ عَـلَـيْـهِـمْ	
5e.	وَ ضُرِبَـتْ عَـلَـيْـهِـمْ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২৩৪টি **নতুন** শব্দ, যা কুরআনে ৫১,৪৯৪ বার এসেছে।	কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-৩৫: আরো কিছু আয়াত

এই পাঠে যে আয়াতটি নির্বাচন করা হয়েছে তা শুধুমাত্র ইহার বার্তার গুরুত্যের জন্য নয়, ইহাতে ১২টি বিযুক্ত বহুবচন আছে তার জন্য। আরবিতে দুই ধরণের বহুবচন আছে:

- ➢ جمع سالم (অটুট বহুবচন): উদাহরণ স্বরূপ, مُسْلِم এর বহুবচন مُسْلِمُوْن ، مُسْلِمِيْن. এই বহুবচন গঠন করা হয় "ون" বা "ين" যুক্ত করে। স্ত্রীলিঙ্গের জন্য হচ্ছে مُسْلِمَة হতে مُسْلِمَات ; অর্থাৎ "ة"এর পরিবর্তে "ات।" দিয়ে।
- ➢ جمع مكسّر (বিযুক্ত বহুবচন): এটা ঐ বহুবচন যা অটুট বহুবচনের (جمع سالم) নিয়মে গঠিত হয় না। নিয়ম ভঙ্গ করে। উদাহরণ স্বরূপ, بَيت হতে بُيُوْت (بَيْتُون বা بَيْتِين নহে) ।
- ➢ বিযুক্ত বহুবচনের আরো উদাহরণ হচ্ছে: جَبَل হতে جِبَال, قَلْب হতে قُلُوْب, أُذُن হতে اذَان, بَصَر হতে أَبْصَار , صَدَر হতে صُدُوْر।
  - ➢ বিযুক্ত বহুবচনের নিয়ম মনে রাখার জন্য, নীচের আয়াতটি মনে রাখুন। قلوب، أذان، أبصار، صدور বিযুক্ত বহুবচন গুলি ইহার মধ্যে আছে, স্ত্রীলিঙ্গ একবচন ক্রিয়াগুলি (تكون، تعمى، تعمى) এই সকল বিশেষ্যের জন্য ব্যবহার হয়েছে। এই ক্রিয়াগুলি মধ্যম পুরুষ-পুংলিঙ্গ বা প্রথম পুরুষ-স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহার হয় নাই; তারা শুধু বিযুক্ত বহুবচনের জন্য ব্যবহার হয়েছে ।
- ➢ একই ভাবে, এই আয়াতে সর্বনাম هَا এবং اَلَّتِي চার বার ব্যবহার হয়েছে। তারাও বিযুক্ত বহুবচনের কারণে ব্যবহার হয়েছে।

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

بِهَا ج	[49] يَّعْقِلُوْنَ	[132] قُلُوْبٌ	لَهُمْ	فَتَكُوْنَ	فِي الْأَرْضِ	أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا
তাদের সহিত	তারা বুঝতে পারতো	অন্তর	তাদের জন্য	তাহলে তারা হতো	পৃথিবীর মধ্যে	তারা কি ভ্রমণ করে নাই
অনুবাদ : তারা কি দেশে দেশে ভ্রমণ করে নাই, তাহলে তারা তাদের অন্তর দিয়ে বুঝতে পারতো,						

- ➢ লোকজন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ যা ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু তারা এই ধ্বংসাবশেষ শিক্ষা গ্রহণ করে না। জাদুঘর ও ঐতিহাসিক দুর্গে, গত হয়ে যাওয়া জাতিদের ভাস্কার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রান্নার বাসন-পত্রের নমুনা আপনারা দেখতে পাবেন। কিন্তু এটা কখনো বিবেচনা করা হয় নাই যে, তারা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালন করতো কি না, কিংবা তারা সৎকর্ম করতো কি না, বা তাদের ধ্বংসের কারণ কি ছিল? যখন আমরা ভ্রমণ করি বা ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখন এই সকলের উত্তর পাওয়ায় আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।
- ➢ অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে যদি আমরা ভেবে দেখি, বিশেষ করে সেই সমস্ত লোকদের যাদের কথা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, যেমন ফিরআউন, আ'দ এবং সামুদ, তাহলে আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিস্কার হয়ে যাবে। নবীদের বার্তা এবং কুরআন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে। পরকাল সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদেরকে যে আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে তা বৃদ্ধি পাবে।
- ➢ ভ্রমণকালে, আমরা আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন দেখি, যেমন বন-জঙ্গল, পর্বত, নদী, মহাসাগর বিভিন্ন রকমের প্রাণী, গাছ-পালা, ফুল, ইত্যাদি। আমরা যদি এগুলি সম্বন্ধে ভেবে দেখি, আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। ভুগোল, ইতিহাস বা অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয় অধ্যয়ন মূল কারণ এটাই হওয়া উচিৎ। এই বিষয়গুলির মধ্যেই আমাদের আল্লাহর নিদর্শন দেখা উচিৎ।

[48] الْأَبْصَارُ	لَا تَعْمَى	فَإِنَّهَا	بِهَا ج	يَّسْمَعُوْنَ	أَوْ أٰذَانٌ

চক্ষু সমুহ	অন্ধ নয়	অতএব নিশ্চয় উহা কান	ঊহা দ্বারা	তারা শ্রবণ করে	বা কান
অনুবাদ : বা কান যা দ্বারা তারা শুনবে? আসলে অন্ধ তাদের চক্ষু সমুহ নয়,					

- আমাদের অন্তর ও মন ব্যবহার করে ভেবে দেখতে হবে, আমরা দেখতে পাই যে এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন; এবং তিনি আমাদের হিসাব নিবেন। আমরা যদি ভেবে না দেখি, কিন্তু কমপক্ষে কুরআন ও হাদিস আমাদের যত্নসহকারে শোনা উচিৎ, তখন আমাদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নিজেদেরক সংশোধন করে নেওয়া যাবে।
- সব শেষে চক্ষু সমুহ উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ধ্বংসাবশেষ দেখেছি, মৃত, এবং পৃথিবীর ও আসমানের আরো নিদর্শন। এর পরও যদি আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে না নেই তাহলে এর অর্থ হচ্ছে আমাদের অন্তর মৃত।

وَلٰـكِنْ[130] تَـعْمَى الْـقُـلُـوْبُ الَّـتِـىْ[67] فِـى الـصُّدُوْرِ (⋆46) ⋆			
বুকের মধ্যে আছে	যা	অন্তর অন্ধ হয়েছে	এবং কিন্তু
Translation: কিন্তু এটা হচ্ছে অন্তর যা অন্ধ হয়েছে যা বুকের মধ্যে আছে			

- এটি এই কারণে যে আল্লাহর রাসুল (□) বলেছেন, 'নিশ্চয়, দেহের মধ্যে একটা মাংস খন্ড আছে, যদি এটি সুস্থ থাকে, তখন পুরা শরীর সুস্থ থাকে, এবং এটি যদি কলুসিত হয়, তখন পুরা শরীর কলুসিত হয়ে যায়, আসলে এটি হচ্ছে হৃৎপিন্ড'। (বুখারী ও মুসলিম)।
- অন্তর চিন্তা করে না এটা বলবেন না! প্রতিদিনের কথোপোকথন, সাহিত্য এবং কবিতায়, আমরা এরকম বলে থাকি: আমার অন্তর এটা ভালোবাসে, আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছি, এটা আমার অন্তরে গেঁথে আছে, ইত্যাদি। যখন আমরা ভালো বা খারাপ সংবাদ শুনি তখন আমাদের হার্ট-বিট বেড়ে যায়। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আন্তরিকতা, খারাপ ইচ্ছা, সহানুভূতি, ইত্যাদি হার্ট এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- আমরা যদি অনুভব করি যে কোনো কিছুই আমাদের উপর প্রভাব ফেলে না, তাহলে আমাদের হার্টটি পরিক্ষা করে দেখা দরকার যে এতে মরীচা ধরেছে কি না। এটা কিন্তু একটা বিপদ সংকেত। হার্ট এর এই ধরণের অবস্থা নিরাময় করা যেতে পারে নিয়মিত ইবাদত করার চেষ্টা করে, এটি নিরাময়ের জন্য আল্লাহর নিকট সানুনয় প্রার্থনা করে, অসুস্থলোকের দেখাশুনা করে, কবরস্থান যিয়ারত করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে।

ব্যাকরণ:

স্থানবাচক ও সময়বাচক বিশেষ্য اِسْم ظَرْف مَـكَـان

আরবি ভাষায়, জায়গার নাম বা অবস্থানের নাম সম্বন্ধীয় শব্দ গঠনের বেশ কিছু নিয়ম আছে। এখানে তিনটি পদ্ধতি দেওয়া হলো। এই পদ্ধতিগুলি মনে রাখার জন্য, প্রতিটি পদ্ধতি হতে একটি করে উদাহরণ মনে রাখবেন مَـسْجِد, مَـخْرَج এবং مَـدْرَسَة এবং এগুলিকে সরল বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করুন, উদাহরণ স্বরূপ, আমি বাড়ি হতে বের হলাম مَـخْرَج,ব মসজিতে যাওয়া مَـسْجِد এবং তারপর مَـدْرَسَة ।

স্থানবাচক ও সময়বাচক বিশেষ্যেও বহুবচন হচ্ছে বিযুক্ত বহুবচন। উদাহরণ স্বরূপ, مَـخْرَج এর বহুবচন مَـخْرَجُون বা مَـخْرَجِيـن নয়, বরং مَـخَـارِج।

তিনটি পদ্ধতিরই (مَـسْجِد, مَـخْرَج এবং مَـدْرَسَة) বহুবচন রূপ একই প্যাটার্নের (مَـسَـاجِد, مَـخَـارِج এবং مَـدَ ا رِس)।

প্রথম পদ্ধতি	(مَـخْرَج) اسم مـكـان			
	فَـعَـلَ	مَـفْـعَـل sg	مَـفَـاعِـل pl	

দ্বিতীয় পদ্ধতি	(مَـجْـلِـسْ) اسم مـكـان			
	فَـعَـلَ	مَـفْـعِـل sg	مَـفَـا عِـل pl	

خَرَجَ	مَخْرَج	مَخَارِج	বাহির হওয়া পথ
جَمَعَ	مَجْمَع	مَجَامِع	জমায়েত হওয়ার স্থান
ذَهَبَ	مَذْهَب	مَذَاهِب	যেখানে রাস্তা প্রবেশ করেছে, আদর্শ
صَنَعَ	مَصْنَع	مَصَانِع	কারখানা
دَخَلَ	مَدْخَل	مَدَاخِل	প্রবেশ
عَبَدَ	مَعْبَد	مَعَابِد	ইবাদতের জায়গা
نَظَرَ	مَنْظَر	مَنَاظِر	দর্শন, চেহারা
كَتَبَ	مَكْتَب	مَكَاتِب	অফিস
عَلِمَ	مَعْلَم	مَعَالِم	জমির চিহ্ন, রাস্তার চিহ্ন,
عَمِلَ	مَعْمَل	مَعَامِل	কারখানা, কাজের জায়গা, পরিক্ষাগার,
طَعَمَ	مَطْعَم	مَطَاعِم	খাওয়ার জায়গা, হোটেল
شَرِبَ	مَشْرَب	مَشَارِب	পান করার জায়গা
سَعٰى	مَسْعٰى	مَسَاعٍ	সায়ী করার জায়গা
أَخَذَ	مَأْخَذ	مَآخِذ	কোনো কিছু নেওয়ার জায়গা

سَجَدَ	مَسْجِد[28]	مَسَاجِد	সিজদার জায়গা, মসজিদ
جَلَسَ	مَجْلِس	مَجَالِس	সিট, কাউন্সিল
رَجَعَ	مَرْجِع	مَرَاجِع	আশ্রয়, অভিসম্বন্ধ
نَزَلَ	مَنْزِل	مَنَازِل	যাত্রাবিরতির জায়গা, বাড়ি
شَرَقَ	مَشْرِق	مَشَارِق	পূর্ব(সুর্য উদয়ের স্থান)
غَرَبَ	مَغْرِب	مَغَارِب	পশ্চিম(সুর্য অস্ত যাওয়ার স্থান)
وَلَجَ	مَوْلِج	مَوَالِج	প্রবেশদ্বার

তৃতীয় পদ্ধতি اسم مكان (مَدْرَسَة)			
فَعَلَ	مَفْعَلَة sg	مَفَاعِل pl	
دَرَسَ	مَدْرَسَة	مَدَارِس	স্কুল
حَفِظَ	مَحْفَظَة	مَحَافِظ	ব্যাগ
قَبَرَ	مَقْبَرَة	مَقَابِر	সমাহিত করার স্থান
كَتَبَ	مَكْتَبَة	مَكَاتِب	লাইব্রেরী
مَلَكَ	مَمْلَكَة	مَمَالِك	রাজ্য

আরো কিছু ব্যাকরণ: আপনারা ইতিমধ্যেই শিখেছেন فَاعِل (কর্তা)। উদাহরণ স্বরূপ نَاصِر ও সেই ব্যক্তি যে সাহায্য করে। এটা জরুরী নয় যে আপনি সব সময় সাহায্য করবেন। তবে, কেউ যদি এটা সবসময় করে থাকে,

তাহলে সেটা তার গুণ। এরূপ ক্ষেত্রে, نَصِيْر (প্যাটার্ন فَعِيْل) শব্দটি ব্যবহার করা হবে, সাহায্য করা তার একটা গুণ/ অভ্যাস ইঙ্গিত করে। এই গুণ তার যদি অন্যের থেকে বেশী থাকে, তখন শব্দটি أَفْعَل প্যাটার্ন (فَعِيْل এর থেকে বেশী) গ্রহণ করবে।

اِسْمُ التَّفْضِيْل (أَفْعَلُ)			الصِّفَة الْمُشَبَّة (فَعِيْل)		
বৃহত্তর, বৃহত্তম	أَكْبَر	23	বৃহৎ	كَبِيْر (fg كَبِيْرَة)	47
সবচেয়ে বেশী	أَكْثَر	80	অধিক	كَثِيْر (fg كَثِيْرَة)	74
অধিক দয়ালু	أَرْحَمْ		দয়ালু	رَحِيْم	93
অধিক বড়ো	أَعْظَمْ		বড়ো	عَظِيْم	107
অধিক কঠোর	أَشَدّ	31	কঠোর	شَدِيْد	56
অধিক উঁচু	أَعْلَى	9	উঁচু	عَلِيّ	11
অধিক জ্ঞানী	أَعْلَم	49	জ্ঞানী	عَلِيْم	163
অধিক নিকটে	أَقْرَب	19	নিকটে	قَرِيْب	26
অল্পতর	أَقَلّ		অল্প	قَلِيْل (fg قَلِيْلَة)	71
অধিক সম্মানিত	أَكْرَمْ		সম্মানিত	كَرِيْم	27
অধিক প্রশংসিত	أَحْمَد		প্রশংসিত	حَمِيْد	
অধিক রাজকীয়	أَمْجَد		রাজকীয়	مَجِيْد	

الصِّفَة الْمُشَبَّة এর অন্যান্য প্যাটার্ন	
غَفُور ، رَسُول	فَعُول
قَتِيْل، ذَبِيْح، أَسِيْر	فَعِيْل
كَسْلَان ، غَضْبَان ، فَرْحَان ، جَوْعَان، تَعْبَان	فَعْلَان

কোনো কোনো সময়, বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে ক্রিয়া/কর্মের তীব্রতা প্রকাশ করা হয়। তাদেরকে صِيَغُ الْمُبَالِغَة বলা হয়।

صِيَغ الْمُبَالِغَة এর প্যাটার্ন	
غَفَّار ، تَوَّاب، عَلَّام	فَعَّال
شَكُور ، كَفُور ، وَدُود ، صَبُور	فَعُول
قَيُّوم ، سُبُّوح ، قُدُّوس	فَعُّول ، فُعُّول
صِدِّيق	فِعِّيل

পাঠ-৩৫ : আরো কিছু আয়াত

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا ج

أَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ (46)

2a. এশহরাদি এবং জাদুঘর পরিদর্শনে গেলে আমরা কি জিনিস লক্ষ্য করি ?

2b. কোনো উপদেশ আমাদের অন্তরে প্রভাব না ফেললে আমাদের কি করতে হবে ?

2c. ভূগোল ও ইতিহাস আমাদের কিভাবে অধ্যয়ন করা উচিৎ ?

2d. বিযুক্ত বহুবচন কি এবং আরবি ভাষায় ব্যবহার করা হয় ?

3a. এখালি জায়গা পূরণ করুন:

فَـعَـلَ	اسم مكان	جمع	معني
خَـرَجَ			
جَـمَـعَ			
ذَ هَـبَ			
صَـنَـعَ			
دَ خَـلَ			
عَـبَـدَ			
نَـظَـرَ			
كَـتَـبَ			
عَـلِـمَ			
عَـمِـلَ			
طَـعَـمَ			
شَـرِبَ			
سَـعَـىٰ			
أَخَـذَ			
بَـدَأَ			

فَـعَـلَ	اسم مكان	جمع	معني
عَـا ذَ			
طَـا فَ			
سَـجَـدَ			
جَـلَـسَ			
رَجَـعَ			
نَـزَ لَ			
شَـرَ قَ			
غَـرَ بَ			
وَلَـ جَ			
دَ رَ سَ			
حَـفِـظَ			
قَـبَـرَ			
كَـتَـبَ			
مَـلَـكَ			

3b. 'ইস্‌মে-সিফাত' এর অর্থ লিখুন এবং 'ইস্‌মে-তাফ্‌যিল' এরও অর্থ লিখুন ।

اسم صفت(فَعِيْل)	অনুবাদ	(اسم تفضيل	অনুবাদ
كَبِيْر (كَبِيْرَة *fg*)			
كَثِيْر (كَثِيْرَة *fg*)			
رَحِيْم			
عَظِيْم			
شَدِيْد			
عَلِيّ			
عَلِيْم			
قَرِيْب			
قَلِيْل (قَلِيْلَة *fg*)			
كَرِيْم			
حَمِيْد			
مَجِيْد			

4. নীচের অংশটির আরবিতে অনুবাদ করুন		
4a.	এবং আমরা অধিক নিকটে	
4b.	তোমাদের মধ্যে কে বেশী নিকটের	
4c.	আমি তোমার থেকে বেশী জানি	
4d.	সে আপনার থেকে বেশী উপরে	
4e.	সে আপনার থেকে বেশী নীচে	

5. নীচের অংশটির বাংলায় অনুবাদ করুন		
5a.	هُوَ أَقْرَبُ	
5b.	وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	
5c.	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ	
5d.	أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ	
5e.	أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ	

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২৪৪টি **নতুন** শব্দ, যা কুরআনে ৫১,৯০৯ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

পাঠ-৩৬: আরো কিছু সানুনয় প্রর্থনা

গুরুত্বপূর্ণ নোট: TPI ব্যবহার করে নীচের দোয়াটি অনুশীলন করুন। ইন্‌শা-আল্লাহ আপনারা খুব সহজেই দোয়ার কিছু অংশ মনে রাখতে পারবেন এবং ৬টি দিক। ইঙ্গিত করার জন্য, আপনার ডান হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করুন। যখন আপনি বলবেন قَلْبِيْ, ইঙ্গিত করুন হৃৎপিন্ডের দিকে। মনে রাখবেন যে হৃৎপিন্ড, জিহ্বা, কান এবং চোখ একটি অপরটির উপরে, অতএব তাদের ইঙ্গিত করবেন যখন নীচের থেকে উপরে যাবেন। যখন আপনি বলবেন مِنْ فَوْقِيْ, উপরের দিকে ইঙ্গিত করবেন, এবং যখন বলবেন مِنْ تَحْتِيْ, ইঙ্গিত করবেন নীচের দিকে। যখন আপনি বলবেন عَنْ يَمِيْنِي , ইঙ্গিত করবেন ডান দিকে, এবং যখন বলবেন عَنْ شِمَالِيْ, ইঙ্গিত করবেন বাম দিকে। যখন আপনি বলবেন مِنْ أَمَامِيْ, ইঙ্গিত করবেন সামনের দিকে, এবং যখন বলবেন مِنْ خَلْفِيْ, ইঙ্গিত করবেন পিছন দিকে ডান ঘাড়ের উপর দিয়ে। সবশেষে যখন আপনি বলবেন نَفْسِيْ, ইঙ্গিত করবেন নিজের দিকে। মনে রাখবেন مِنْ فَوْقِي এবং مِنْ تَحْتِيْ এর অনুবাদ করা হয়েছে 'উপরের দিকে' এবং 'নীচের দিকে' কিন্তু عَنْ يَمِيْنِي এবং عَنْ شِمَالِيْ এর অনুবাদ করা হয়েছে ডান দিকে এবং বাম দিকে; অর্থাৎ مِنْ এর পরিবর্তে عَن ব্যবহার করা হয়েছে শেষের দিক দুইটির জন্য।

***** বের হয়ে মসজিদে যাওয়ার সময় দোয়া *****			
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا (43) وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا (25)			
এবং আমার জিহ্বার মধ্যে নুর/ আলো	আমার কলবের মধ্যে নুর/ আলো	আপনি করুন	হে আল্লাহ!
অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমার কলবের মধ্যে নুর/ আলো এবং আমার জিহ্বার মধ্যে নুর/ আলো বানিয়ে দিন,			

- হে আল্লাহ! আমার কলব/ অন্তরের মধ্যে পথনির্দেশের নুর/ আলো দিয়ে দিন, যাতে আমার কলব সেটায় চাই যেটাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আমার কলব/ অন্তর যেন আপনার স্মরণের মধ্যে থাকে। মন্দ কাজ এবং খারাপ কর্মগুলি অন্তরে কালো দাগের সৃষ্টি করে।
- আমার জিহ্বাতে নুর/ আলো দিয়ে দিন, যাতে আমি এটা ব্যবহার করি কেবল মাত্র কুরআন তিলাওয়াত, ইবাদতের কাজে, আপনার স্মরণে এবং আপনার পথে লোকজনকে ডাকতে। আমার জিহ্বায় যেন মিথ্যা বলা, বিদ্রূপ করা, মানুষের কুৎসা রটনা, ইত্যাদির মন্দ দিক না থাকে।

وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا (47) وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا (51) وَمِنْ فَوقِيْ نُوْرًا (41)		
এবং আমার উপর হতে নুর দাও	এবং আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়তে নুর/ আলো	এবং আমার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়তে নুর/ আলো
অনুবাদ : এবং আমার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়তে নুর/ আলো এবং আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়তে নুর/ আলো এবং আমার উপর হতে নুর দাও,		

- سَمْعِيْ نُوْرًا : আমার শ্রবণের মধ্যে নুর/ আলো দাও, যাতে আমার কান শুধু উহাই শোনে যা আপনাকে সন্তোষ্ট করে, যেমন কুরআন, যিকির, ভালো বক্তৃতা, সৎ-উপদেশ। আমার কান যেন এমন কিছু না শোনে যাতে আপনি অসন্তোষ্ট হন।
- بَصَرِيْ نُوْرًا : এবং আমার চোখে নুর/ আলো দিয়ে দিন যাতে আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে ভালোবাসি। মহাবিশ্বে যত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তা যেন আমি দেখি এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করি। যখন আমি কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখি, বা মানুষকে আপনার পথে ডাকার সুযোগ পাই, হে আল্লাহ, তখন যেন আমি আমার দায়িত্ব বলে মনে করি। আমি যেন আমার চক্ষু খারাপ দৃশ্য দেখায় ব্যবহার না করি।

وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا (51) وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا (24) وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا

এবং আমার বাম হতে আলো	এবং আমার ডান হতে আলো	এবং আমার নীচ হতে আলো
অনুবাদ : এবং আমার নীচ হতে আলো এবং আমার ডান হতে আলো এবং আমার বাম হতে আলো,		

- আমার উপরে আলো তৈরি করে দাও, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, সবখানেই, যাতে সবদিক হতে আমি পথনির্দেশ পাই, এবং এমন নিদর্শন পাই যা আমারকে দৃঢ় করে। শয়তান আমার নিকট অনেক দুরে থাকে। সে যেন কোনো দিক হতে আমাকে আক্রমণ করতে না পারে।
- আমার এটা অভ্যাস হউক যেন আমি উপরের আকাশ এবং নীচের জমিন সম্বন্ধে ভেবে দেখি। পথনির্দেশ যেন আমার জন্য খুলে যায়। যখন আমি হাঁটি বা কোথাও অবস্থান করি সে অবস্থায় যে দিকে মন্দ আছে সে দিককে যেন আমি পরিত্যাগ করি ।

22

فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا	وَاجْعَلْ	وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا	وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا
আলো দিন আমার আত্মার মধ্যে	এবং করে দিন	এবং আমার পিছনে আলো দিন	এবং আমার সম্মুখে আলো দিন
অনুবাদ : এবং আলো আমার সম্মুখে এবং আলো আমার পিছনে এবং আমার আত্মার মধ্যে আলো দিন			

- আমার আত্মার মধ্যে আলো দিয়ে দিন। আমার আত্মার (النَّفسُ। الأَمَّارَة) যেন খারাপের আসক্ত না হয় । এটি খারাপ আকাঙ্ক্ষার দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এটি যেন এমন আত্মা (النَّفْسُ। اللَّوَّامَة।) হয় যা খারাপ কাজ করার ব্যাপারে কঠোর তিরস্কারকারী হয়। এটি আরো উৎকৃষ্টতর হউক এবং হয়ে যাক তৃপ্ত আত্মা (النَّفْسُ। الْمُطْمَئِنَّة।)। এটি আল্লাহর নির্দেশের নিকট নুয়ে যাক এবং খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ি যেন পিছলিয়ে না যায়। আল্লাহ যা দিয়েছেন এবং যা নির্দেশ করেছেন তাতে যেন সুখী হয়।

***** **মসজিদে প্রবেশের সময়ের দোয়া** *****			
عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ	وَالسَّلَامُ	وَالصَّلٰوةُ	بِسْمِ اللهِ
আল্লাহর রাসুলের উপর	এবং শান্তি	এবং আশীর্বাদ	আল্লাহর নামে
অনুবাদ : আল্লাহর নামে এবং আশীর্বাদ ও শান্তি আল্লাহর রাসুলের উপর।			

27

رَحْمَتِكَ	أَبْوَابَ	لِيْ	افْتَحْ	اَللّٰهُمَّ
তোমার দয়ার	দরজা	আমার জন্য	তুমি খুলে দাও	হে আল্লাহ **!**
অনুবাদ : হে আল্লাহ ! আমার জন্য তুমি খুলে দাও তোমার দয়ার দরজা।				

- ইহা বিরাট ক্ষতির ব্যাপার হবে যদি আমি পুরাপুরি প্রস্তুত মসজিদে প্রবেশ করি কিন্তু যদি আমার জন্য রহমতের দরজা খোলা না হয়!
- রহমতের দরজা হচ্ছে: আমাদের জন্য ফিরিশ্তাদের দোয়া, আমাদের আল্লাহকে স্মরণ করণ, আল্লাহর স্বাভাবিক গুণ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কুরআন হতে পথনির্দেশনা গ্রহণ, ভালো মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, ভালো উপদেশ গ্রহণ, ইত্যাদি। এই সমস্তই হচ্ছে দরজা যা আল্লাহর I. পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়।
- হে আল্লাহ! পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আপনাকে স্মরণ করে, ইমামের তিলাওয়াতকৃত কুরআন বা আমার তিলাওয়াতকৃত কুরআন বুঝে, ইহা হতে শিক্ষা নিয়ে, এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকান্ড পরিহার করে আমার মসজিদে অবস্থানকালীন সময়ের যেন আমি উত্তম ব্যবহার করতে পারি। আমি যেন এই দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করি এবং একই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সালাত সমাপ্ত করি, এবং খালি হাতে মসজিদ হতে বের হই।

***** **মসজিদ হতে বের হওয়ার সময়ের দোয়া** *****			
84 مِنْ فَضْلِكَ	أَسْأَلُكَ	إِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ
আপনার অনুগ্রহ হতে	আমি তোমার নিকট চাচ্ছি	নিশ্চয় আমি	হে আল্লাহ **!**
অনুবাদ : হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি চাচ্ছি তোমার নিকট অনুগ্রহ/ দান,			

- প্রবেশের সময়, আমরা চাই দয়া/ রহমত এবং বের হওয়ার সময় আমরা চাই অকৃপণ দান/ উদারতা, কেন ? কারণ দয়া শব্দটি পরকালে আত্মিক সম্পর্ক এবং উপকারিতার দিকে অধিক প্রাসঙ্গিক। আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি, জান্নাত ও তার আনন্দ এইগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষের জন্য মসজিদ হচ্ছে একটি বিশেষ জায়গা যেখানে তারা এইগুলির জন্য সালাত আদায় করে।
- দুনিয়ার উপকারিতার জন্য, কুরআনে আল্লাহ فضل শব্দটি ব্যবহার করেছেন; সেই কারণে আমরা বের হওয়ার সময় আমরা فضل চাই। এটি অন্য অর্থের জন্যও কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে ।
- যখনই আমরা এই দোয়া পাঠ করা হয়, মসজিদ হতে বের হওয়ার পর আপনি কি কাজ করার পরিকল্পনা করেছেন তা মনে রাখার চেষ্টা করবেন এবং এই সহজে সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবেন।

***** **ইউনুস υ এর সানুনয় প্রার্থনা যখন তাঁকে একটি বড় মাছ গিলে খেয়েছিল***** **				
اَنْتَ اِلَّآ	اِلٰـهَ	اَنْ لَّآ	فِي الظُّلُمٰتِ	فَنَادٰى
আপনি ব্যতীত	ইলাহ/ প্রভু	যে নাই	অন্ধকারের মধ্যে	তখন তিনি ডেকেছিলেন
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (87)	كُنْتُ	اِنِّيْ	سُبْحٰنَكَ	
যুলুমকারীর একজন	আমি হচ্ছি	নিশ্চয় আমি	আপনি পবিত্র মহান	

অনুবাদ : তখন **তিনি** অন্ধকারের মধ্যে ডেকেছিলেন যে 'নাই কোনো ইলাহ/ প্রভু **আপনি** ব্যতীত, **আপনি** পবিত্র মহান, নিশ্চয় আমি হচ্ছি যুলুমকারীর একজন'।

- ইউনুস υ মাছের পেটের অন্ধকারের মধ্যে সানুনয় প্রার্থনা করেছিলেন যা মহাসাগরের গভিরতার অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল।
- তিনি কোনো অসুবিধাজনক অবস্থার অভিযোগ করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি আল্লাহর পবিত্র ঘোষণা করেন এবং নিজের দুর্বলতা ও ভুলের কথা স্বীকার করেন। আমাদের তাঁর আচরণ ভঙ্গির অনুকরণ করা উচিৎ যখন আমাদের জীবনে কোনো কঠিন পরিক্ষার সম্মুখীন হই ।
- বিনয় এবং বশ্যতার অনুভূতি নিয়ে আমাদের এটি পড়া উচিত। হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশাবলিতে কোনো ত্রুটি (سُبْحٰنَكَ) নাই । তোমার নির্দেশ এবং তোমার নিকট আমার কোনো অভিযোগ নাই। তোমার নির্দেশাবলি পালনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি নাই। এটি আমার দোষ। আমি অন্যায়কারী।

ব্যাকরণ:

বাক্য তিনটি দেখুন : اللهُ الصَّمَدُ , اِتَّقُوا اللهَ , بِسْمِ اللهِ

প্রথম বাক্যে আল্লাহ (الله) শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ আছে, দ্বিতীয় বাক্যে যবর এবং তৃতীয় বাক্যে যের রয়েছে। কেন ? ব্যাকরণ আমাদেরকে এর উত্তর দেয়! প্রকৃত পক্ষে, ব্যাকরণের নিয়ম আল্লাহর কিতাব কুরআন হতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রথম বাক্যেটি বিশেষ্য-সম্বন্ধীয় বাক্য। বিশেষ্য-সম্বন্ধীয় বাক্যে, প্রতিটি শব্দে শেষ অক্ষরে পেশ থাকে। দ্বিতীয় বাক্যে, الله শব্দটি বিধেয় হিসাবে আছে, সে জন্য তাতে যবর দেওয়া হয়েছে; এবং তৃতীয় বাক্যে الله শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় بِ এর পরে আছে যে কারণে এতে যের দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো বিশেষ্যের শেষ অক্ষরে কোনো সময় 'পেশ', কোনো সময় 'যবর' এবং কোনো সময় 'যের' থাকে। বাক্যের মধ্যে এটাই একটি বিশেষ্যের কারক বা অবস্থান ব্যাখ্যা করে। তিন ধরণের কারক আছে مرفوع, منصوب এবং مجرور।

নীচের ছকটি দেখুন। কারকের মাধ্যমেই, আমরা বলতে পারি যে বিশেষ্যেটি উদ্দেশ্য, বিধেয়, সম্বন্ধসূচক অব্যয় এর পরে আছে বা অন্য কিছু।

পুংলিঙ্গ

হরকতের রূপ- যা বিশেষ্যের কারক দেখায়	বহুবচন		একবচন	
যখন কর্তা/ উদ্দেশ্য হিসাবে আসে مَرْفُوْع	اَلْمُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمُوْنَ	اَلْمُسْلِمُ	مُسْلِمٌ
যখন কর্ম/ এই সম্বন্ধীয় হিসাবে আসে مَنْصُوْب	اَلْمُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمِيْنَ	اَلْمُسْلِمَ	مُسْلِمًا
যখন সম্বন্ধসূচক অব্যয় এর পরে আসে বা মুদাফ হয় مَجْرُوْر	اَلْمُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمِيْنَ	اَلْمُسْلِم	مُسْلِم

স্ত্রীলিঙ্গ

হরকতের রূপ- যা বিশেষ্যের কারক দেখায়	বহুবচন		একবচন	
যখন কর্তা/ উদ্দেশ্য হিসাবে আসে مَرْفُوْع	اَلْمُسْلِمَاتُ	مُسْلِمَاتٌ	اَلْمُسْلِمَةُ	مُسْلِمَةٌ
যখন কর্ম/ এই সম্বন্ধীয় হিসাবে আসে مَنْصُوْب	اَلْمُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَاتٍ	اَلْمُسْلِمَةَ	مُسْلِمَةً
যখন সম্বন্ধসূচক অব্যয় এর পরে আসে বা মুদাফ হয় مَجْرُوْر	اَلْمُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَاتٍ	اَلْمُسْلِمَةِ	مُسْلِمَةٍ

কারকের উদাহরণ :

বিশেষ্য এর কারক	বহুবচন جمع	একবচন واحد
مَرْفُوْع	তারা মুসলিম هُمْ مُسْلِمُوْنَ	তিনি একজন মুসলিম. هُوَ مُسْلِمٌ
مَنْصُوْب	আমি মুসলিমদের رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ দেখেছি	আমি একজন মুসলিম رَأَيْتُ مُسْلِمًا দেখেছি
مَجْرُوْر	মুসলিমদের হতে مِنْ مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদের বাড়ি بَيْتُ مُسْلِمِيْنَ	একজন মুসলিম হতে مِنْ مُسْلِمٍ একজন মুসলিমের বাড়ি بَيْتُ مُسْلِمٍ

আপনি এ পর্যন্ত যা শিখেছেন তার উদাহরণ সুরা হতে বের করুন। নীচের ছকটি সুরা ফাতিহা, সুরা আল-হাশর এবং কুরআনের শেষের ১০টি সুরা হতে উদাহরণ দেখাচ্ছে।

مجرور (নীচের উদাহরণগুলিতে সম্বন্ধকারকের শব্দ আছে)	منصوب	مرفوع	
مِنَ الشَّيْطَانِ، بِسْمِ، اللهِ	الصِّرَاطَ، الْمُسْتَقِيْمَ	اَلْحَمْدُ	سورة الفاتحه
فِيْ خُسْرٍ، بِالْحَقِّ، بِالصَّبْرِ	الْإِنْسَانَ، الصّٰلِحٰتِ		سورة العصر
بِأَصْحَابِ، فِي تَضْلِيْلٍ، بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ، كَعَصْفٍ	كَيْدَ، طَيْرًا، أَبَابِيْلَ	رَبُّكَ	سورة الفيل

لِإِيلَافِ، مِّن جُوعٍ، مِّنْ خَوْفٍ	رِحْلَةَ، رَبَّ		سورة قريش
بِالدِّينِ، عَلَى طَعَامِ، لِّلْمُصَلِّينَ عَن صَلَاتِهِمْ	الْيَتِيمَ	سَاهُونَ	سورة الماعون
لِرَبِّكَ	الْكَوْثَرَ	الْأَبْتَرُ	سورة الكوثر
فِيْ دِيْنِ اللهِ، بِحَمْدِ	النَّاسَ، اَفْوَاجًا، تَوَّابًا	نَصْرُ، الْفَتْحُ	سورة النصر
		الْكٰفِرُوْنَ، عَابِدٌ عٰبِدُوْنَ	سورة الكافرون
فِيْ جِيدِهَا ، مِّن مَّسَدٍ	نَارًا	مَالُهُ، امْرَأَتُهُ حَبْلٌ،	سورة اللهب
	كُفُوًا	اللّٰهُ، اَحَدٌ، الصَّمَدُ	سورة الاخلاص
بِرَبِّ، مِن شَرِّ، فِى الْعُقَدِ			سورة الفلق
بِرَبِّ، فِي صُدُورِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ			سورة الناس

উপাঠ-৩৬ : আরো কিছু সানুনয় প্রার্থনা

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। যখন মসজিদ বের হয়

যখন মসজিদ হতে বের হয়

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا

وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَمِنْ فَوقِيْ نُوْرًا

وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا

وَمِنْ أَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ

نُوْرًا		نُوْرًا	نُوْرًا

যখন মসজিদে প্রবেশ করে

عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ	وَالسَّلَامُ	وَالصَّلٰوةُ	بِسْمِ اللهِ

رَحْمَتِكَ	أَبْوَابَ	لِيْ	افْتَحْ	اَللّٰهُمَّ

যখন মসজিদ হতে বের হয়

مِنْ فَضْلِكَ	أَسْئَلُكَ	إِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ

ইউনুস আঃ এর দোয়া

اِلَّآ اَنْتَ	اِلٰهَ	اَنْ لَّآ	فِي الظُّلُمٰتِ	فَنَادٰى

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝87	كُنْتُ	اِنِّىْ	سُبْحٰنَكَ ۖ

2a. চোখের মধ্যে আলো এর অর্থ কি ?

2b. আত্মার মধ্যে আলো এর অর্থ কি?

2c. কানের মধ্যে আলো এর অর্থ কি ?

2d. মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়ার পর, আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের কি করা উচিৎ ?

3. নীচের বাক্য এবং শব্দগুলি যদি ঠিক হয় তাহলে ✓ চিহ্ন দিন এবং বেঠিক হলে ✗ চিহ্ন দিন।

هُوَ مُسْلِماً	اَلْمُسْلِمُ
رَأَيْتُ مُسْلِماً	اَلْمُسْلِمَ
مِنْ مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَةِ
بَيْتُ الْمُسْلِمِيْنً	مُسْلِمَةٌ

4. اعراب। কত প্রকার তা লিখুন।

5. নীচের অংশটির প্রতিটি শেষ শব্দের ইরাব এর অবস্থা লিখুন :

	هُوَ مُسْلِمٌ
	رَأَيْتُ مُسْلِمًا
	رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ
	بَيْتُ الْمُسْلِم

6. সুরা ফাতিহা নীচে দেওয়া হলো, নীচের প্রতিটি বিশেষ্যের ইরাব অবস্থা লিখুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٪ (٪1)

مجرور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٪ (٪2) الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ٪ (٪3) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٪ (٪4) اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٪ (٪5) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ٪ (٪6) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٪لا

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ٪ (٪7)

পাঠ-৩৭ : বিভিন্ন অবস্থায় সাহায্য প্রার্থনার দোয়া

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২৪৯ টি **নতুন** শব্দ, যা কুরআনে ৫২,৭৫৫ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

*****বাজারে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া *****				
لَا إِلٰـهَ	إِلَّا اللّٰهُ	وَحْدَهٗ	لَا شَرِيْكَ	لَـهٗ
কোনো ইলাহ নাই	**আল্লাহ ব্যতীত**	**তিনি একক**	**শরীক নাই**	**তাঁর জন্য**
অনুবাদ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই,				

- আবু হুরাইরা τ বর্ণনা করেন যে নবী (□) বলেছেন, 'পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ, এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার' (মুসলিম) ।
- বাজারের স্থানে, এই জগতের যাবতীয় জাঁকজমক ও শোভা উপস্থাপিত থাকে। সেখানে গিয়ে আমরা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশী। সেই কারণে এই দোয়া আরাম্ভ হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদ দিয়ে।
- إِلٰـه এর তিনটি অর্থ আছে: (১) সেই সত্তা যাঁর ইবাদত করা হয়; (২) সেই সত্তা যাকে মেনে চলা হয়; এবং (৩) সেই সত্তা যিনি আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। বাজারের সকল জিনিস দেখে মনে হয় এখানেই আমাদের সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাবে। কিন্তু, إِلٰـه এর তৃতীয় অর্থ অনুযায়ী এটি মনে রাখতে হবে যে আল্লাহই আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। সকল জিনিসই একটি উপলক্ষ মাত্র। কেবল মাত্র আল্লাহই ইহা আমাদের জন্য ব্যবহারযোগ্য করতে পারেন।

لَـهُ الْمُلْكُ	وَلَـهُ	الْحَمْدُ
রাজ্য তাঁর জন্যই	এবং তাঁর জন্যই	সকল প্রশংসা
অনুবাদ : রাজ্য তাঁর জন্যই এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা		

- বাজারের উঁচু উঁচু বিল্ডিং অথবা সেখানকার ধনীলোকগুলি, আমাদেরকে যেন ভুলিয়ে না দেয় যে সবকিছুরই মালিকানা আল্লাহর।
- কেহ যেন নতুন নতুন গাড়ি, ফোন, এবং অন্যান্য জিনিস দেখে প্রশংসা করতে আরাম্ভ না করে, বরং আল্লাহরই প্রশংসা করা উচিৎ যে আল্লাহ মানুষকে এই সমস্ত সম্পদ দান করেছেন। সবথেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ একাই মানুষকে বুদ্ধি, মালামাল, ধারণা দান করেছেন যাতে তারা নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে পারে।

يُحْيٖ	وَيُمِيْتُ [93]	وَهُوَ	حَيٌّ	لَّا يَمُوْتُ
তিনি জীবন দান করেন	এবং মৃত্যু ঘটান	এবং তিনি	চিরঞ্জীব	তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না
অনুবাদ : তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তিনি চিরঞ্জীব তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।				

- বাজারের জীবন হচ্ছে জাগতিক আকর্ষণের বিষয়। এটিও মনে রাখা দরকার যে বাজারের জীবন একমাত্র আল্লাহই দান করেছেন। একদিন এই সমস্ত কিছুরই সমাপ্তি ঘটবে। যারা আনন্দে এগুলি দেখে বেড়ায় এবং যারা এগুলি ক্রয়-বিক্রয় করে- তারা সবাই মারা যাবে। কেবলমাত্র আল্লাহর উপস্থিতিই চিরকাল থাকবে।

بِيَدِهِ الْخَيْرُ	وَهُوَ	عَلٰى كُلِّ [279] [342] شَيْءٍ	قَدِيْرٌ [45]
তাঁর হাতেই	সকল কল্যাণ	এবং তিনি	সব কিছুর উপর	সর্বশক্তিমান
অনুবাদ : তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।|				

- কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য যখন বাজারে যাওয়া হয় এবং যে খাদ্য আনা হয় সে খাদ্য তার উপকার এবং আনন্দ দিবে এটা তার মনে করা উচিৎ নয়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, ইহা বিষ হয়ে যেতে পারে। একইভাবে, পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যেও নিজের থেকে ভালো কিছু থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যদি ভালো কিছু তার মধ্যে দেন কেবল তখনই তা উপভোগ করা যাবে।

- টাকার মধ্যে, মালামালের মধ্যে কিংবা যারা উহা তৈরি করে তার মধ্যেও কোনো শক্তি নাই। সব কিছুরই উপর আসল শক্তি হচ্ছে আল্লাহরই হাতে। কেবল তিনিই জিনিসপত্র দিতে পারেন,এবং দেওয়ার পরে, কেবল তিনিই উহা হতে উপকার পাওয়ার তিনিই করতে পারেন।

*****সম্মিলিতভাবে কোনো আলাপ-আলোচনা শেষে দোয়া*****				
سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ[66] أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ				
তুমি ছাড়া ইলাহ নাই	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে	এবং তোমার প্রশংসার সহিত	হে আল্লাহ!	তোমারই সকল গুণগরীমা
অনুবাদ : তোমারই সকল গুণগরীমা হে আল্লাহ! এবং তোমার প্রশংসার সহিত আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ছাড়া ইলাহ নাই				

- سُبْحَانَكَ: হে আল্লাহ! কেবল তুমিই সকল ত্রুটি, দর্বলতা এবং বিচ্যুতি হতে মুক্ত। আমি যা বলেছি তাতে অনেক দুর্বলতা ও ভুল থাকতে পারে বা আলোচনাকালে আমার অভিপ্রায় খাঁটি নাও হতে পারে।
- হে আল্লাহ! যদি আমি কিছু ভালো বলে থাকি, তা কেবল আপনারই সাহায্যে। অতএব, আমি আপনারই শুকরিয়া আদায় করছি। প্রকৃত পক্ষে, সকল প্রশংসা কেবল আপনারই। এটাই بِحَمْدِكَ এর অর্থ।
- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউই নাই, মেনে চলার যোগ্যও কেউই নাই এবং কেউই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

أَسْتَغْفِرُكَ	وَ أَتُوْبُ	إِلَيْكَ
আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি	এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছি	তোমার নিকট
অনুবাদ : আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার নিকট ফিরে এসেছি।		

- আমার যা কিছু দুর্বলতা আছে, যা কিছু ভুল আমি করেছি, জেনে হউক আর না জেনে হউক সত্য বলার সুযোগ গ্রহণ করি নাই, জিহ্বা দ্বারা যে পাপ করেছি, এবং আমার ইচ্ছার ত্রুটির জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমি তোমার নিকটেই ফিরে এসেছি, যাতে আমি ভবিষ্যতে, সেই কথা বলতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।

***** ভ্রমণ/ যানে আরোহণ করার দোয়া *****				
سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ (★13) ★				
তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে	এবং আমরা পারতাম না	আমাদের জন্য ইহাকে	অনুগত করেছেন	তাঁরই সকল গুণগরীমা যিনি
অনুবাদ : তাঁরই সকল গুণগরীমা যিনি আমাদের জন্য ইহাকে অনুগত করেছেন এবং আমরা পারতাম না তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে।				

- আল্লাহ তাআলা সকল ধরণের ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত। আমাদেরকে সৃষ্টি করার পর, তিনি ভুলে যান নাই আমাদের বাহনের প্রয়োজনীয়তা । প্রকৃত পক্ষে, তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন বাহন হিসাবে পশু। বর্তমান যুগের বাহন, যেমন সাইকেল, মটর-সাইকেল, কার, বাস, ট্রেইন, এবং উড়োজাহাজ তাঁরই দেওয়া পদার্থ ও ধারণা হতে তৈরি করা হয়েছে।
- তিনি গৃহপালিত পশুকে আমাদের অনুগত কওে দিয়েছেন, অর্থাৎ, তারা আমাদের কাজ করে দেয়। তিনি পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যেমন, ধাতব-পদার্থ, পেট্রল, রাবার, ইত্যাদি, যাতে আমরা সাইকেল, মটর-সাইকেল, কার এবং বাস তৈরি করতে পারি।
- আমরা তাদেরকে বশীভূত করতে পারতাম না। ঘোড়া এবং হাতি আমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। তারা কিভাবে আমাদের নিকট সমর্পিত হয় আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ? একইভাবে, ধাতব-পদার্থ একসঙ্গে সংযুক্ত না হতেও পারতো। তারা ভেঙ্গে যেতে পারতো এবং আলাদা হয়ে যেতে পারতো, যদি না আল্লাহ সংযুক্ত হওয়ার গুণাগুণ তাতে দিতেন।

وَ اِنَّـآ	إِلَــى رَبِّــنَـا	لَــمُـنْـقَـلِـبُـوْنَ (⭑14) ⭑
এবং নিশ্চয় আমরা	আমাদের প্রভুর দিকে	অবশ্যই আমরা ফিরে যাব
অনুবাদ : এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর দিকে অবশ্যই আমরা ফিরে যাব।		

- আজকাল আমরা আমাদের বাড়ি হতে বিভিন্ন জায়গায় যায়। একদিন আমরা মারা যাব এবং আল্লাহর দিকে শেষ যাত্রা করব। হে আল্লাহ! আমাদের শেষ যাত্রাটি এমন করুন যেন আপনি সন্তুষ্ট থাকেন।

ব্যাকরণ :

مُـضَـاف و مُـضَـاف إِلَـيْـه **Genitive Possession:** মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি (সম্বন্ধ স্থাপন)

আপনারা জানেন **কাবা** হচ্ছে بَـيْـتُ اللهِ (আল্লাহর ঘর).

بَـيْـتُ	اللهِ
শেষ অক্ষরে পেশ	প্রারম্ভে ال এবং শেষে যের
مُـضَـاف	مُـضَـاف إِلَـيْـه

যদি 'আল্লাহর ঘর' অনুবাদ করতে হয়, তাহলে প্রথম শব্দে পেশ দিন এবং দ্বিতীয় শব্দে যের, এবং দ্বিতীয় শব্দে ال যুক্ত করুন নাম বাচক বিশেষ্য করার জন্য। এটিই একটি সহজ নিয়ম দুইটি বিশেষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য। সম্মিলিত অবস্থাটি مُـضَـاف ومُـضَـاف إِلَـيْـه অর্থ প্রকাশ করে 'এর' । অধিকাংশ মুসলিম নাম ইহার উদাহরণ, যেমন: عَـبْـدُ اللهِ، عَـبْـدُ الـرَّحْـمٰـنِ، عَـبْـدُ الْـعَـزِيْـزِ، نَـصِيْـرُ الـدِّيْـنِ

- আরো কিছু উদাহরণ নীচের ছকে দেওয়া হলো:

বَـيْـتُ اللهِ	আল্লাহর ঘর	رَبُّ الـنَّـاسِ	মানুষের রব
دَعْـوَةُ الـرَّسُـوْلِ	রাসুলের দাওয়াত	قَـوْمُ هُـوْدٍ	হুদ ৩ এর জাতি
خَـلْـقُ اللهِ	আল্লাহর সৃষ্টি	حُـكْـمُ الْـقُـرْآنِ	কুরআনের হুকুম

- প্রথমে আপনারা শিখেছেন رَبُّـهُ তার রব, رَبُّـهُـمْ তাদের রব, ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দে, (ـهُ ، ـهُـم ، ـكَ ، ـكُمْ ، ـي ، ـنَا) হচ্ছে মুদাফ-ইলাইহি مضاف الـيـه বা অধিকারী. আরো কিছু উদাহরণ হচ্ছে عَـبْـدُهُ ، رَسُـوْلُـهُ ، بَـرَكَـاتُـهُ
- যখন কোনো (حـرف جـر) সম্বন্ধসূচক অব্যয় مـضـاف ومـضـاف الـيـه সংযুক্তির পূর্বে আসে, তখন মুদাফ এ যের আসবে, উদাহরণ স্বরূপ:

بِـ + (اِسْمُ اللهِ) = بِـسْـمِ اللهِ

فِـي + (دِيْـنُ اللهِ) = فِـي دِيْـنِ اللهِ

بِـ + (أَصْـحَـابُ الْـفِـيْـلِ) = بِـأَصْـحَـابِ الْـفِـيْـلِ

- কোনো কোনো সময় مـضـاف ومـضـاف الـيـه সংযুক্তি এর যদি একাধিক মুদাফ আসে তখন দ্বিতীয় মুদাফে যের আসবে উদাহরণ স্বরূপ:

مٰـلِـكُ يَـوْمٍ : দিনের মালিক

يَـوْمُ الـدِّيْـنِ : বিচারের দিন

مٰـلِـكُ (يَـوْمُ الـدِّيْـنِ) = مٰـلِـكُ يَـوْمِ الـدِّيْـنِ (বিচারের দিরনে মালিক)

আমাদের পাঠে مُضَاف ، مُضَاف إِلَيْهِ এর উদাহরণ প্রকৃত শব্দ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এবং বন্ধনীর বাইরের শব্দটি যের বা যবর পাওয়ার হচ্ছে কারণ।	
بِـــ (اِسْمِ اللهِ) ، لِـــ (رَبِّ الْـعٰـلَـمِـيْـنَ) ، مٰـلِكِ (يَـوْمِ الـدِّيْـنِ)	سورة الفاتحه
رَبُّـكَ ، بِـــ (أَصْحَابِ الْـفِـيـلِ) ، يَـجْعَلْ (كَـيْدَهُمْ)	سورة الفيل
لِـــ (إِيـلَافِ قُـرَيْـشٍ) ، لِـــ (إِيـلَافِـهِمْ) (رِحْلَـةَ الـشِّتَآءِ وَ الـصَّيْفِ)	سورة القريش
إِنَّ (شَانِـئَكَ)	سورة الكوثر
علٰى (طَعَامِ الْـمِسْكِينِ) ، عَنْ (صَلَاتِـهِمْ)	سورة الماعون
نَـصْرُ اللهِ	سورة النصر
مَالُـهٗ ، إِمْرَأَتُـهٗ ، (حَمَّالَـةَ الْـحَطَبِ) ، فِـيْ (جِيدِهَا)	سورة اللهب
بِـــ (رَبِّ الْـفَـلَـقِ) ، مِـنْ (شَرِّ غَاسِقٍ) ، مِـنْ (شَرِّ الـنَّـفّٰـثٰتِ) ، مِـنْ (شَرِّ حَاسِدٍ)	سورة الفلق
بِـــ (رَبِّ الـنَّاسِ) ، بِـــ (مَـلِكِ الـنَّاسِ) ، بِـــ (إِلٰـهِ الـنَّاسِ) مِـنْ (شَرِّ الْـوَسْوَاسِ) ، فِـي (صُدُورِ الـنَّاسِ)	سورة الناس
بِـــ (إِذْنِـهٖ) ، مِـنْ (عِلْمِـهٖ) ، كُـرْسِيُّـهُ ، حِفْظُهُمَا	آيت الكرسي
عَالِـمُ الْـغَيْبِ	سورة الحشر
رَّسُولُ اللهِ ، عَبْدُهٗ ، رَسُولُـهٗ	اذان
رَحْمَتُ اللهِ ، بَـرَكَاتُـهٗ ، علٰى (عِبَادِ اللهِ)	تشهد

مَـوْصُوْف وَ صِفَـة বিশেষ্য এবং বিশেষণ

নীচের বাক্যটি লক্ষ্য করুন:

بَـيْتٌ كَـبِـيْـرٌ	(একটি) বড় বাড়ি

- আরবি ভাষায়, কোনো কিছুর গুনাগুণ প্রকাশ করতে হলে (যেমন: বড় বাড়ি), শব্দের অবস্থান উল্টিয়ে দিতে হবে এবং শব্দটিতে একটি তানভীন দিতে হবে (যদি একবচন এবং নামবাচক বিশেষ্য হয়)
- এই সংযুক্তিতে بـيـت হচ্ছে مَـوْصُوْف (যার গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে) এবং كـبـيـر হচ্ছে صِفَـة (বিশেষণ বা গুণাগুণ)।
- এটিকে সহজ করার জন্য, আপনি মনে রাখতে পারেন আরবিতে বিশেষ্য প্রথমে আসে (যেমন এখানে **بـيـت**) এবং বিশেষণ পরে আসে (যেমন এখানে **كـبـيـر**)। **যে সম্বন্ধে বলছেন সেটা প্রথমে, তারপর তার গুণাগুণ উল্লেখ করুন। বলবেন না একটি বড়, মোটা, কারো, উজ্জ্বল্...প্রথমে আমাকে বলবেন, আপনি কি সম্বন্ধে বলছেন!** ..
- বিশেষণ (صفـة) কে বিশেষ্য (مـوصوف) এর সঙ্গে ৪টি বিষয়ে মানানসই হতে হবে, একজন যা নিম্নরূপ:

مُسْلِمٌ صَادِقٌ، بَـيْتٌ كَـبِـيْـرٌ একজন সত্যিকার মুসলিম, একটি বড় বাড়ি. اَلْـمُسْلِمُ الـصَّادِقُ، اَلْـبَـيْتُ الْـكَـبِـيْـرُ সত্যিকার মুসলিমটি, বড় বাড়িটি.	**সাধারণ বা নির্দিষ্ট:** যদি বিশেষ্যটি (مـوصوف) নামবাচক হয় (অর্থাৎ ال ছাড়া) তাহলে বিশেষণটিও (صفـة) ال ছাড়া হবে। একইভাবে যদি বিশেষ্যটি (مـوصوف) ال যুক্ত হয় তাহলে বিশেষণটিও (صفـة) ال যুক্ত হবে ।
الْـمُسْلِمُ الـصَّادِقُ، الْـمُسْلِمَـةُ الـصَّادِقَـةُ	**লিঙ্গ :** যদি বিশেষ্যটির রূপ পুংলিঙ্গ হয় তবে বিশেষণটিও পুংলিঙ্গ হবে, এবং যদি বিশেষ্যটির রূপ স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে বিশেষণটিও স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হবে।
مُسْلِمونَ صَادِقُونَ، الْـمُسْلِمُونَ الـصَّادِقُونَ، مُسلِمَـاتٌ صَادِقَـاتٌ، الـمُسلِمَـاتُ الـصَّادِقَـاتُ	**বচন :** যদি বিশেষ্যটির রূপ বহুবচন হয় তবে বিশেষণটিও বহুবচন হবে।
مُسْلِمٌ صَادِقٌ، **مُسْلِمًا صَادِقًا، مُسْلِمٍ صَادِقٍ، الْـمُسْلِمُ الـصَّادِقُ، الْـمُسْلِمِ الـصَّادِقِ، الْـمُسْلِمِينَ الـصَّادِقِينَ، الـمُسلِمَـاتِ الـصَّادِقَـاتِ**	**কারক :** বিশেষণটিও বিশেষ্যকে কারকের ব্যাপারে অনুসরণ করবে, যেমন রূপ বহুবচন হয় তবে: مـجرور বা مـنصوب (অর্থাৎ সমাপ্তি একই রকম হবে)

- **কারকের উদাহরণ:** প্রতিটি বাক্যে বিশেষ্যের শেষের হরকতের পরিবর্তন (যবর বা যের) হয় তার কারকের কারণে। লক্ষ্য করুন নীচের বাক্য ৩টিতে। দ্বিতীয় বাক্যে, بـيـت হচ্ছে বিধেয়। তৃতীয় বাক্যে, بـيـت এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় রয়েছে।

بَـيْتٌ كَـبِـيْـرٌ	একটি বড় বাড়ি	اَلْـبَـيْتُ الْـكَـبِـيْـرُ	বড় বাড়িটি
(رَأَيْتُ) بَـيْـتًـا كَـبِـيْـرًا	(আমি দেখেছি) ১টি বড় বাড়ি	(رَأَيْتُ) الْـبَـيْتَ الْـكَـبِـيْـرَ	(আমি দেখেছি) বড় বাড়িটি
فِـيْ بَـيْتٍ كَـبِـيْـرٍ	একটি বড় বাড়ির (মধ্যে)	فِـي الْـبَـيْتِ الْـكَـبِـيْـرِ	বড় বাড়িটির (মধ্যে)

সুরা ও দোয়া আপনারা যা শিখেছেন তা হতে কিছু উদাহরণের তালিকা নীচের ছকটিতে আছে। একইভাবে, যদি আপনারা সুরা ও দোয়াতে এই নিয়মগুলি প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

	Examples of موصوف وصفة
تعوّذ	الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
سورة الفاتحه	ِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
سورة الفيل	عَصْفٍ مَّأْكُولٍ ، طَيْرًا أَبَابِيلَ
سورة الناس	الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
آيت الكرسي	الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
آيات من سورة الحشر	الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ---
এর পরে দরূদ ও দোয়া	حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ، ظُلْمًا كَثِيرًا ، الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

নীচের তিনটি মনে বাক্য রাখবেন :

مُضَاف و مُضَاف إِلَيْه (ইদাফত, মুদাফ, মুদাফ-ইলাইহি)	بَيْتُ ٱللهِ
مَوْصُوْف وَصِفَة (বিশেষ্য ও বিশেষণ)	بَيْتٌ كَبِيْرٌ
جُمْلَة اِسْمِيَّة (বিশেষ্য সম্বন্ধীয় বাক্য)	اَلْبَيْتُ كَبِيْرٌ

পাঠ-৩৭ : বিভিন্ন সময়ের দোয়া

1. নীচের অংশটি অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

যখন বাজারে প্রবেশ করা হয়

لَا إِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

কথোপকথন বা ইসলামী আলোচনার পর

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

বাহনে আরোহণের সময়

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ **لَنَا هٰذَا** وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ (13)

وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (14)

2a. বাজারে প্রবেশ করার দোয়ায় কয়টি বক্তব্য আছে ?

2b. বাজারে প্রবেশ করার দোয়ায় আপনারা কি শিক্ষা পাচ্ছেন।

2c. কথোপথনের পর পঠিত দোয়ায় কি কি শিক্ষা রয়েছে।

2d. কোনো বাহনে আরোহণের সময় পঠিত দোয়ায় কি কি শিক্ষা রয়েছে।

3. Write MS next to موضوف وصفة pair and MM next to مُضاف ومضاف إليه pairs.

رَبُّ الْفَلَقِ			شَرُّ الْوَسْوَاسِ			اِسْمُ اللهِ	
اِلٰهُ			صَلَاتُهُمْ			رَبُّكَ	
النَّاسِ			الصِّرَاطَ			يَوْمُ	
طَيْرًا			الْمُسْتَقِيْمَ			الدِّيْنِ	
أَبَابِيلَ			طَعَامُ الْمِسْكِينِ			الشَّيْطَانِ	
رَبُّ النَّاسِ			الْحَيُّ الْقَيُّومُ			الرَّجِيمِ	
شَرُّ حَاسِدٍ			رَسُولُهٗ			اللهِ الرَّحْمٰنِ	
بَرَكَاتُهٗ			رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ			عَبْدُ	
الْعَلِيُّ			ظُلْمًا كَثِيرًا			الرَّحْمٰنِ	
الْعَظِيمُ			نَصْرُ اللهِ			عَصْفٍ	
رَسُولُ اللهِ			مَالُهٗ			مَّأْكُولٍ	
حَمِيدٌ			الْغَفُورُ الرَّحِيمُ			شَانِئُكَ	
مَّجِيدٌ						مَلِكُ	
صُدُورُ						النَّاسِ	
النَّاسِ						الْوَسْوَاسِ	
رَحْمَتُ اللهِ						الْخَنَّاسِ	
						عِبْدُ اللهِ	

কল্পনা করুন অনুভব করুন জিজ্ঞেস করুন

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২৬২টি নতুন শব্দ, যা কুরআনে ৫৪,৩৫১ বার এসেছে।

পাঠ-৩৮: বিবিধ

∞أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ/∞بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ/

اَنْبِئُوْنِيْ	بِأَسْمَآءِ	هٰؤُلَآءِ	إِنْ	كُنْتُمْ	صٰدِقِيْنَ (31)* (الْبَقَرَة)
আমাকে জানাও	নাম সমুহ	ইহাদের	যদি	তোমরা হও	সত্যবাদী

অনুবাদ : আমাকে জানাও ইহাদের নাম সমুহ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَكَذٰلِكَ	جَعَلْنٰكُمْ 49	أُمَّةً	وَّسَطًا	لِّتَكُوْنُوْا 56	شُهَدَآءَ
এবং এইভাবে	আমরা তোমাদেরকে বানিয়েছি	একটি জাতি	মধ্যপন্থী	যেন তোমরা হও	সাক্ষী
عَلَى النَّاسِ	وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ		عَلَيْكُمْ	شَهِيْدًا ط% (الْبَقَرَة : 143)	
মানুষের উপরে	এবং রাসুল হবেন		তোমাদের উপর	একজন সাক্ষী	

অনুবাদ: এবং এইভাবে আমরা তোমাদেরকে বানিয়েছি একটি মধ্যপন্থী জাতি যেন তোমরা সাক্ষী হও মানুষের উপর এবং রাসুল হবেন তোমাদের উপর সাক্ষী।

وَلَا تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ	تَفَرَّقُوْا	وَاخْتَلَفُوْا (اٰلِ عِمْرَان : 143)
এবং তোমরা হইও না	তাদের মত	বিভক্ত হয়েছিল	এবং মতবিরোধ করেছিল

অনুবাদ: এবং তোমরা তাদের মত হইও না যারা নিজেরা বিভক্ত হয়েছিল এবং মতবিরোধ করেছিল।

تِلْكَ 41	الْجَنَّةُ 135 *	الَّتِيْ	نُوْرِثُ	مِنْ عِبَادِنَا	مَنْ	كَانَ	تَقِيًّا (63)* (سُوْرَة مَرْيَم)
উহাই	জান্নাত	যা	আমরা উত্তরাধিকার করেছি	আমার বান্দাদের হতে	যে	হয়েছিল	আল্লাহ ভীরু

অনুবাদ: উহাই জান্নাত যা আমরা উত্তরাধিকার করেছি আমার বান্দাদেরকে যারা ছিল আল্লাহ ভীরু।

اَللّٰهُ الَّذِىْ	خَلَقَكُمْ	ثُمَّ رَزَقَكُمْ 338	ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ	ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط% (الرُّوْم : 40)
আল্লাহ হচ্ছেন তিনি	যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন	তারপর তোমাদেরকে তিনি রিযিক দিয়েছেন	তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন	তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন

অনুবাদ: আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তোমাদেরকে তিনি রিযিক দিয়েছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন।

وَمَا	عَلَى الرَّسُوْلِ	اِلَّا	الْبَلَاغُ	الْمُبِيْنُ 119 (54)* سُوْرَة

النُّوْرِ				
পরিস্কারভাবে	পৌছানো	ব্যতীত	রাসুলের উপর	এবং নয়
অনুবাদ: এবং রাসুলের উপর কিছুই নাই (আল্লাহর বাণী) পরিস্কারভাবে পৌছিয়ে দেওয়া ব্যতীত।				

27 وَ الْـقَـمَرُ (حٰمٓ السَّجْدَة 37)	33 وَ الـشَّمْسُ	57 وَ الـنَّهَـارُ	92 الَّـيْـلُ	وَمِنْ اٰيٰـتِـهِ
এবং চন্দ্র	এবং সুর্য	এবং দিন	রাত্রী	এবং তাঁর নিদর্শন হতে
অনুবাদ: এবং তাঁর নিদর্শন হচ্ছে রাত্রী, এবং দিন, এবং সুর্য, এবং চন্দ্র ।				

নীচের অংশটি হাদিসের একটি অংশ বিশেষ, যা আমাদেরকে বলছে ‘যদি’ বলিও না। উদাহরণ স্বরূপ, তোমরা বলবে না, ‘যদি আমি পূর্বে আরবি ভাষা জানতাম, আমি তাহলে কুরআন বুঝতে পারতাম’। বর্তমানের কথা বলুন, আরবি ভাষা শিক্ষা করার আপনার পরিকল্পনা কি ?

عَمَلَ الـشَّيْـطٰنِ (مُسْلِم)	تَـفْـتَـحُ	220 لَـوْ
শয়তানের কাজ	সে খোলে (كـلـمـة হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ; তাই এখানে تـفـتـح হয়েছে	(শব্দটি (كـلـمـة)) ‘যদি’
অনুবাদ: ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজ খুলে দেয়।		

নীচের নামগুলি আল্লাহর নবী (আঃ) দের। আমি নিশ্চিৎ, আপনারা সবগুলিই জানেন। এই নামগুলি কুরআনে ৩৭৬ বার এসেছে।

آدَم ، نُـوْح ، لُـوْط، يَـعْقُوْب (إِسْرَائِـيـل) ،يُـوْسُف ، مُـوسٰى، عِـيسٰى ابـنُ مَرْيَم علـيـهم الـسلام -

---

ব্যাকরণ :

আরবি ভাষায়, বাক্য দুই প্রকার :

1. **বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য** - যে বাক্য বিশেষ্য দিয়ে আরাম্ভ হয় : اَلْـبَـيْتُ كَـبِـيْـرٌ
2. **ক্রিয়াপদ সম্বন্ধী বাক্য** - যে বাক্য ক্রিয়া দিয়ে আরাম্ভ হয়: خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ

চলুন প্রথমে বিশেষ্য সম্বন্ধী বাক্য বুঝে নেই।

আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা	اللهُ خَـالِـقٌ
মুসলিমটি সত্যবাদী	اَلْـمُـسْلِمُ صَادِقٌ
বাড়িটি বড়	اَلْـبَـيْتُ كَـبِـيْـرٌ

- এই ধরণের বাক্যগুলি দুইটি করে শব্দ দিয়ে গঠিত হয়েছে। আরবিতে তাদেরকে বলা হয় । مُـبْـتَـدَ (উদ্দেশ্য) এবং خَـبَـر (বিধেয়) ।

➢ প্রায় বিশেষ্য এবং বিশেষণ এর মত, বিধেয় উদ্দেশ্য এর সঙ্গে লিঙ্গ এবং বচনে মানানসই হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ:

خَبَرْ বিধেয়	+	مُبْتَدَ ا উদ্দেশ্য)	=	جُمْلَة اِسْمِيَّة বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য
صَا دِقٌ		اَلْمُسْلِمُ		উভয়ই পুংলিঙ্গ
صَا دِقَةٌ		اَلْمُسْلِمَةُ		উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ
صَا دِقُوْنَ		اَلْمُسْلِمُوْنَ		উভয়ই পুংলিঙ্গ বহুবচন
صَا دِقَا تٌ		اَلْمُسْلِمَا تُ		উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন

➢ নীচের ৩টি বাক্য দেখুন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য মুদাফ মুদাফ-ইলাইহি করুন :

بَـيْـتُ اللّٰه	مُـضَـاف و مُـضَـاف إِلَـيْـه (মুদাফ মুদাফ-ইলাইহি)
بَـيْـتٌ كَـبِـيْـرٌ	مَـوْصُـوْف وَصِـفَـة (বিশেষ্য এবং বিশেষণ)
اَلْـبَـيْـتُ كَـبِـيْـرٌ	جُـمْـلَـة اِسْـمِـيَّـة (বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য)

চলুন এখন ক্রিয়াপদ সম্বন্ধী বাক্য বুঝে নেই جُـمْـلَـة فِـعْـلِـيَّـة :

নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন :

اَلْأَرْضَ	اللّٰهُ	خَلَقَ
বিধেয়: مَـفْـعُـول بِـه	উদ্দেশ্য: فَـا عِل	ক্রিয়া : فِـعْل
তৃতীয় শব্দ হচ্ছে **বিধেয়** এবং তার উপর যবর আছে	দ্বিতীয় শব্দ হচ্ছে **উদ্দেশ্য** এবং তার উপর পেশ আছে	ক্রিয়াপদ সম্বন্ধী বাক্যে **ক্রিয়া** হচ্ছে প্রথম শব্দ

➢ আরবি ভাষা খুবই সমন্বিত এবং সংবেদনশীল। হরকতের চিহ্নগুলিই (যবর, যের, পেশ, ইত্যাদি) দেখাচ্ছে যে কোন্ শব্দ উদ্দেশ্য এবং কোন্ শব্দ বিধেয়।

নীচে আরো তিনটি উদাহরণ দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করুন।

قَـرَأَ حَـمِـيْـدٌ اَلْـقُـرْآنَ	হামিদ কুরআন পড়েছিল	উদ্দেশ্য- حَـمِـيْـدٌ; বিধেয় اَلْـقُـرْآنَ।
أَنْـزَلْـنَـا اَلْـقُـرْآنَ	আমরা কুরআন নাযিল করেছি.	উদ্দেশ্য- আমরা ; أنـزلـنـا ক্রিয়ার মধ্যে
أَنْـزَلْـنَـا هُ	আমরা তাকে নাযিল করেছি	উদ্দেশ্য এবং বিধেয় (ه) উভয়ই ক্রিয়ার মধ্যে

আপনারা যে সমস্ত সুরা ও দোয়া শিখেছেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য এবং ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। নীচের ছকে আমরা কিছু তালিকা তৈরি করেছি। আপনারা কিছু অতিরিক্ত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বিষয় লক্ষ্য করে থাকতে পারেন তা আপনারা পরবর্তী পর্যায়ে শিখতে পারবেন। এখনকার জন্য, মনে রাখবেন যে কোনো বাক্য ক্রিয়া দিয়ে আরম্ভ হলে তা ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্য এবং অন্যগুলি বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্য । ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্যের নীচের উদাহরণগুলিতে, কিছু ক্রিয়ার পূর্বে لَا (না) এবং لَـمْ (করে নাই) রয়েছে।

اسـمـيـه جـمـلـه এর উদাহরণ	فـعـلـيـه جـمـلـه এর উদাহরণ	
	أَعُـوذُ بِـاللهِ مِـنَ الـشَّـيْـطٰنِ الـرَّجِـيـمِ	تَـعَـوُّذ
اَلْـحَـمْـدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعٰـلَـمِـيْـنَ	اِهْـدِنَـا الـصِّـرَاطَ	سُـورَةُ

	جمله فعليه এর উদাহরণ	جمله اسميه এর উদাহরণ
الفاتحة	الْمُسْتَقِيْمَ	
سورةُ العصر	اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ	اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ
سورة الفيل	فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ	
سورة قريش	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ اٰمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ
سورة الكوثر	فَصَلِّ لِرَبِّكَ	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
سورة الماعون	يُكَذِّبُ بِالدِّينِ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	فَذٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
سورة الكافرون	قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ	اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَنَا عَابِدٌ
سورة النَّصْر	جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ	
سورة اللّهب	تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ سَيَصْلٰى نَارًا	
سورة الاخلاص	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ	اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
سورة الفلق	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	
سورة النّاس	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
اذان	أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَللّٰهُ أَكْبَرُ

جملہ اسمیہ এর উদাহরণ	جملہ فعلیہ এর উদাহরণ	
	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ	
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ	سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ	ركوع
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ	صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	درود
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ	لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ	درود এর পর
اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا	آية الكرسي

পাঠ-৩৮: বিবিধ

1. নীচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন এবং তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

صٰدِقِيْنَ (31) * (الْبَقَرَةُ)	كُنْتُمْ	إِنْ	هٰؤُلَآءِ	بِأَسْمَآءِ	اَنْبِئُوْنِيْ

شُهَدَآءَ	لِّتَكُوْنُوْا	وَّسَطًا	أُمَّةً	جَعَلْنَاكُمْ	وَكَذٰلِكَ

ط%ا شَهِيْدًا (الْبَقَرَةُ : 143)	عَلَيْكُمْ	وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ	عَلَى النَّاسِ

وَاخْتَلَفُوْا (آلِ عِمْرَانَ : 143)	تَفَرَّقُوْا	كَالَّذِيْنَ	وَلَا تَكُوْنُوْا

تَقِيًّا (*63) * (سُوْرَةُ مَرْيَم)	كَانَ	مَنْ	مِنْ عِبَادِنَا	نُوْرِثُ	الَّتِىْ	الْجَنَّةُ	تِلْكَ

ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ.%ط (الرُّوْم : 40)	ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ	ثُمَّ رَزَقَكُمْ	خَلَقَكُمْ	الَّذِىْ	اللّٰهُ

الْمُبِيْنُ * (*54) سُوْرَةُ النُّوْر	الْبَلَاغُ	اِلَّا	عَلَى الرَّسُوْلِ	وَمَا

وَالْقَمَرُ.%ط (حٰمٓ اَلسَّجْدَةِ 37)	وَالشَّمْسُ	وَالنَّهَارُ	الَّيْلُ	وَمِنْ اٰيٰتِهِ

عَمَلَ الشَّيْطٰنِ (مُسْلِم)	تَفْتَحُ	لَوْ

2. বিশেষ্য-সম্বন্ধী বাক্যের পাশে **বিবা** এবং ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্যের পাশে **ক্রিবা** লিখুন।

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ	
الشَّيْطٰنِ	
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ	
الْمُسْتَقِيْمَ	
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ	
الْعٰلَمِيْنَ	
قُلْ يٰٓاَيُّهَا	
الْكٰفِرُوْنَ	
لَآ اَعْبُدُ مَا	

يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ	
النَّاسِ	
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي	
صُدُورِ	
اللّٰهُ أَكْبَرُ	
أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰـهَ	
اِلَّا اللّٰهُ	
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ	
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ	

صَلَّيْتَ عَلَى	
إِبْرَاهِيمَ	
بَارَكْتَ عَلَى	
إِبْرَاهِيمَ	
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ	
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا	
نَوْمٌ	
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ	
أَيْدِيهِمْ	
لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ	
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ	
السَّمَاوَاتِ	
لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا	
اللهُ لَا إِلٰـهَ اِلَّا هُوَ	
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	

تَعْبُدُوْنَ	
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ	
اَنَا عَابِدٌ	
جَآءَ نَصْرُ اللهِ	
وَالْفَتْحُ	
رَاَيْتَ النَّاسَ	
يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ	
اللهِ اَفْوَاجًا	
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ	
وَاسْتَغْفِرْهُ	
قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ	
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ	
يُوْلَدْ	
اللهُ اَحَدٌ	
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ	
الْفَلَقِ	
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ	

পাঠ-৩৯: কিভাবে কুরআন আরাম্ভ করবেন

. এই পাঠ সমাপ্ত হলে, আপনারা শিখবেন ২৬৩টি **নতুন** শব্দ, যা কুরআনে ৫৪,৪৬৭ বার এসেছে।

কল্পনা করুন
অনুভব করুন
জিজ্ঞেস করুন

এখন পর্যন্ত আমরা শিখেছি ৫৫০০০ গুলি শব্দ যা কুরআনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ইন্‌শায়া-আল্লাহ, আপনি এখন সহজেই কুরআন বুঝতে পারবেন যখন আপনি কুরআন পড়বেন যদি আপনি নিম্নে প্রদত্ত আভাস/ পরামর্শগুলি অনুসরণ করেন:

- অনুবাদ ছাড়া কুরআন (শুধু আরবি) ব্যবহার করবেন। ৬০০ পাতার কুরআন ব্যবহার করা উত্তম কারণ এটি সকল মসজিদে পাবেন।

- প্রথমে, আপনি শিখতে ইচ্ছা করেছেন এরকম একটি পাতার অনুবাদ পড়বেন।
- বাহিরের মার্জিনে সূচক লিখুন। আমরা বিষয় এর পরিবর্তে 'সূচক' শব্দটি ব্যবহার করছি, কারণ একটি আয়াতে অনেক বিষয় থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সুরা বাকারা ২য় পাতায় সূচকগুলি হচ্ছে: অবিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ নাই, ভন্ডদের জন্য পথনির্দেশ নাই, যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা বোকা, এবং তাদের দুইটি মুখ আছে।
- উল্লেখিত পাতায় প্রথম সূচকের জন্য, অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ নাই, প্রতিটি আয়াতের শাব্দিক অর্থসহ বিস্তারিত অনুবাদ পড়ুন।
- আপনি কোনো নতুন শব্দ পেলে, পেনসিল দিয়ে ভিতরের মার্জিনে তার অর্থ লিখুন, প্রতিটি লাইনে একটি বা দুইটির নতুন শব্দ পাবেন না।
- যদি সম্ভব হয়, নতুন অর্থগুলি পকেট ডায়রিতে লিখুন যাতে আপনি ঐ শব্দগুলি দিনের মধ্যে পুনর্নিরীক্ষণ করতে পারেন। এখানে একটি উদাহরণ, এখানে সুরা আল-বাকারার ২য় পাতা, যাতে আছে ২১ টি নতুন শব্দ যার নীচে লাইন দেওয়া হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ٪(6) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى
سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى
اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٪(7)
وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِيْنَ ٪(8)
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ٪(9) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙلا فَزَادَهُمُ
اللّٰهُ مَرَضًا ۚج
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ
٭(10) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ
لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙلا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ ٭(11)
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ
٭(12) وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ
كَمَآ اٰمَنَ
السُّفَهَآءُ ؕط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا
يَعْلَمُوْنَ ٭(13)
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚصلئ
وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى
شَيٰطِيْنِهِمْ ۙلا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙلا اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ ٭(14)
اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

ব্যাকরণ: إِنَّ وأَخَوَاتُهَا (ইন্না ও তার ভগ্নিগণ) বা الْحُروف الْمُشَبَّهَة بِالْفِعْل ক্রিয়ার মত অক্ষর

নীচের উদাহরণটি দেখুন :

غَفُورٌ رَّحِيمٌ	اللهَ	إِنَّ
إِنَّ এর পরের ২য় বিশেষ্যটিতে পেশ আছে (বা ২টি পেশ), এটিকে إِنَّ خَبَر বলে (ইন্না এর বিধেয়)	إِنَّ এর পরের বিশেষ্যটিতে যবর আছে (বা ২টি যবর), এটিকে إِنَّ إِسْم বলে (ইন্না এর বিশেষ্য)	ইন্না শব্দটি إِنَّ

উদাহরণটি মনে রাখুন। ইন্‌শায়া-আল্লাহ, এই নিয়মটি অতি সহজে মনে রাখতে পারবেন। আরো অতিরিক্ত কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

কোনো কোনো সময় বিধেয় এর পরিবর্তে একটি পুরা বাক্য চলে আসে।

إِنَّ اللهَ (يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ)
إِنَّ اللهَ (يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ)
إِنَّ اللهَ (يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

إِنَّ ছাড়াও আরো কিছু كلمات (শব্দ) আছে যারা একই রকম কাজ করে। كلمة একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং সেই জন্য তার বহুবচন كلمات । সেই কারণে এইগুলিকে إِنَّ এর ভগিনী (أَخَوَات) বলা হয়। নীচের শব্দগুলি إِنَّ এর ভগিনী (أَخَوَات):

إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لٰكِنَّ، لَيْتَ، لَعَلَّ

এই শব্দগুলিকে الْحُروف الْمُشَبَّهَة بِالْفِعْل (ক্রিয়ার মত অক্ষর) বলা হয় কারণ তারা ক্রিয়ার মত কাজ করে। একটি ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্য ক্রিয়া দিয়ে আরাম্ভ হয়; উদ্দেশ্য এর পেশ থাকে (রাফ) এবং বিধেয় এর উপরে যবর থাকে। الْحُروف الْمُشَبَّهَة بِالْفِعْل এর পরের শব্দগুলিতে এর বিপরীত প্রভাব দেখা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, إِنَّ اللهَ غَفُورٌ এ, الله শব্দটিতে যবর আছে এবং غَفُورٌ এ আছে দুইটি পেশ।

كَانَ وأَخَوَاتُهَا (কানা এবং তার ভগিনী সমূহ) الْأَفْعَالُ النَّاقِصَة (অসম্পূর্ণ ক্রিয়া)

আমরা নীচের উদাহরণটি লক্ষ করি

غَفُورًا رَّحِيمًا	اللهُ	كَانَ
كَانَ এর পরের ২য় বিশেষ্যটিতে একটি যবর আছে (বা দুইটি যবর)	كَانَ এর পরের বিশেষ্যটিতে একটি পেশ আছে (বা দুইটি পেশ)	ক্রিয়া كَانَ

উপরের উদাহরণটি মুখস্ত করুন। ইন্‌শায়া-আল্লাহ, এই নিয়মটিও খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন

আরো কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

- وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا
- مَا كَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا

كَانَ ছাড়াও আরো কিছু كَلِمَات(শব্দ) আছে যেগুলি একইভাবে কাজ করে। এইগুলিকে كَانَ এর ভগিনী (أَخَوَات) বলা হয়। নিম্নের শব্দগুলি كَانَ এর ভগিনী كَانَ وَ أَخَوَاتُهَا।

كَانَ، أَصْبَحَ، أَمْسَى، بَاتَ، زَالَ

এইগুলিকে اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَة। (অসম্পূর্ণ ক্রিয়া) বলা হয় - অর্থ তারা নিজেরা যথার্ত নয়, তাদের কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। كَانَ দিয়ে গঠিত একটি বাক্য পুরাপুরি ভাব প্রকাশ করতে পারে না ।

যদি আপনি বলেন جَاءَ خَالِدٌ (খালেদ এসেছিল), ভাব পুরাপুরি প্রকাশ হয়েছে।

যদি আপনি বলেন كَانَ خَالِدٌ (খালেদ ছিলেন), এটি পুরাপুরি ভাব প্রকাশ করে নাই। ভাব সম্পূর্ণ করার জন্য এতে আরো শব্দ দরকার। খালেদ কি ছিলেন ?

كَانَ خَالِدٌ رَحِيمًا (খালেদ কি ছিলেন দয়ালু)। এখন অভিব্যক্তিটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

কোনো কোনো সময়, كَانَ এর একটি বাক্য اِنَّ এর বিধেয় হিসাবে আসে, উদাহরণ স্বরূপ:

- اِنَّ اللهَ (كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا)
- اِنَّ اللهَ (كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا)
- اِنَّ اللهَ (كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا)

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: এই সব এর ব্যাপারে ভীত হবেন না! আপনি যতই কুরআনের নিকটবর্তী হবেন আপনার নিয়ম শেখাও সহজ হয়ে যাবে। এখনকার জন্য, কেবলমাত্র নীচের তিনটি বাক্য মনে রাখবেন এবং তাদের পার্থক্য মনে রাখবেন ।

- خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ (ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধী বাক্য)
- اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اِنَّ এর উদাহরণ)
- كَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (كَانَ এর উদাহরণ)

সব শেষে আমরা বলবো جَزَاكُمُ اللهُ। পাঠ যখন শেষ করা হচ্ছে, আমরা جَزٰى ক্রিয়ার রূপান্তর শিখে ফেলি।

116 جَزٰى ج ز ى

(প্যাটার্ন: دَعَا) তিনি প্রতিদান দিয়েছিলেন:

فعل ماضي		فعل مضارع		এই ক্রিয়ার গুরুত্ব রূপগুলি: جَزٰى، يَجْزِي، اِجْزِ، جَزَاء	
جَزٰى	তিনি প্রতিদান দিয়েছিলেন	يَجْزِي	তিনি প্রতিদান দেন		
جَزَوْا	তারা প্রতিদান দিয়েছিল	يَجْزُونَ	তারা প্রতিদান দেয়	فِعْلِ أمر	فِعْلِ نَهْى
جَزَيْتَ	তুমি প্রতিদান দিয়েছিলে	تَجْزِي	তুমি প্রতিদান দাও	اِجْزِ (তুমি) প্রতিদান দাও	لَا تَجْزِ তুমি প্রতিদান দিবে না
جَزَيْتُمْ	তোমরা প্রতিদান দিয়েছিলে	تَجْزُونَ	তোমরা প্রতিদান দাও	اِجْزُوا (তোমরা) প্রতিদান দাও	لَا تَجْزُوا তোমরা প্রতিদান দিবে না
جَزَيْتُ	আমি প্রতিদান দিয়েছিলাম	أَجْزِي	আমি প্রতিদান দিই	جَازٍ : যে প্রতিদান দেয়	
جَزَيْنَا	আমরা প্রতিদান দিয়েছিলাম	نَجْزِي	আমরা প্রতিদান দিই	مَجْزِيٌّ : যাকে প্রতিদান দেওয়া হয়	
جَزَتْ	সে (স্ত্রী) প্রতিদান দিয়েছিল	تَجْزِي	সে (স্ত্রী) প্রতিদান দেয়	جَزَاء : প্রতিদান, প্রতিদান প্রদান	

পাঠ-৩৯ : কিভাবে কুরআন আরাম্ভ করতে হবে

1. কুরআনের নিম্নবর্ণিত আলোচিত অংশের, যে সমস্ত নতুন শব্দ গত ৩৮টি পাঠে পাওয়া যায় নাই তাদের নীচে লাইন দিয়ে দাগ দিন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ٪ (٪6) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ٪ط وَعَلٰى

اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ٪ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٪ (٪7) وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ٪ (٪8)

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ٪ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ٪ (٪9) فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ٪لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ٪ج

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٪لا بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ * (*10) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ

لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ٪لا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ * (*11)

اَلَآ اِنَّـهُمْ هُمُ الْـمُفْـسِدُوْنَ وَلٰـكِنْ لَّا يَـشْعُرُوْنَ
*(*12) وَاِذَا
قِـيْلَ لَـهُمْ اٰمِـنُوْا كَمَآ اٰمَنَ الـنَّاسُ قَـالُـوْٓا
اَنُـؤْمِـنُ كَـمَآ اٰمَـنَ
الـسُّفَـهَآءُ ؕط اَلَآ اِنَّـهُمْ هُمُ الـسُّفَـهَآءُ وَلٰـكِنْ
لَّا يَـعْـلَـمُـوْنَ *(*13)
وَاِذَا لَـقُـوا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا قَـالُـوْٓا
اٰمَـنَّا ؕصلےۚ وَاِذَا خَـلَـوْا اِلٰـى
شَيٰطِيْـنِـهِمْ ؕلا قَـالُـوْٓا اِنَّـا مَـعَـكُمْ ؕلا اِنَّـمَا
نَـحْنُ مُـسْتَـهْـزِءُوْنَ *(*14)
اَللّٰهُ يَـسْتَـهْـزِئُ بِـهِمْ وَيَـمُـدُّهُمْ فِـىْ طُغْـيَـانِـهِمْ
يَـعْـمَـهُـوْنَ *(*15)

2a. إِنَّ এর কতগুলি ভগিনী (اخوات) আছে ? প্রত্যেকের জন্য একটি করে উদাহরণ দিন।

2b. كَانَ এর কতগুলি ভগিনী (اخوات) আছে ? প্রত্যেকের জন্য একটি করে উদাহরণ দিন।

2c. حروف المشبه بالفعل কে কেন مشبه بالفعل (ক্রিয়ার অনুরূপ) বলা হয়। দুইটি উদাহরণ দিন।.

বিশেষ্যের তিনটি অবস্থা : مرفوع، منصوب، مجرور

	رفع: যখন উদ্দেশ্য হিসাবে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ: هُوَ مُسْلِمٌ، قَالَ مُسْلِمٌ		نصب: যখন বিধেয় বা এই সংক্রান্ত হিসাবে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ: رَأَيْتُ مُسْلِمًا		جر: সম্বন্ধসূচক অব্যয়সহ বা মালিক হিসাবে থাকে। উদাহরণ: مِنْ مُسْلِمٍ، كِتَابُ مُسْلِمٍ	
واحد	مُسْلِمٌ	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمًا	مُسْلِمَةً	مُسْلِمٍ	مُسْلِمَةٍ
تثنيه	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمَتَيْنِ
جمع	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَاتٍ

বর্তমানকাল ক্রিয়ার তিনটি অবস্থা فعل مضارع: مرفوع، منصوب، مجزوم

(বিশেষ দ্রষ্টব্য فعل ماضي، أمر، نهي পরিবর্তন হয় না)

مَجْزُوم : যদি পূর্বে থাকে لَمْ ، لَمَّا، شرط	مَنْصُوب : যদি পূর্বে থাকে لَنْ ، أَنْ	مرفوع : অনুপস্থানহেতু
لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَفْعَلُوا	لَنْ يَفْعَلَ لَنْ يَفْعَلُوا	يَفْعَلُ يَفْعَلُونَ
لَمْ تَفْعَلْ لَمْ تَفْعَلُوا	لَنْ تَفْعَلَ لَنْ تَفْعَلُوا	تَفْعَلُ تَفْعَلُونَ
لَمْ أَفْعَلْ لَمْ	لَنْ أَفْعَلَ لَنْ	أَفْعَلُ نَفْعَلُ

لَمْ / لَمَّا / (شرط)

لَنْ / أَنْ

	نَـفْـعَـلَ	نَـفْـعَـلْ

مضاف مضاف اليه	بَـيْـتُ اللّٰه ، بَـيْـتُـهٗ ، عَـبْـدُ اللّٰه ، عَـبْـدُهٗ	
صفه و موصوف	بَـيْـتٌ كَـبِـيـرٌ	(رَأيْتُ) بَـيْـتًـا كَبِيرًا ، (فِـي) بَـيْـتٍ كَبِيرٍ اَلْبَـيْـتُ الْـكَبِيرُ، رَأيْتُ الْـبَيْتَ الْـكَبِيرَ، فِـي الْـبَيْتِ الْـكَبِيرِ

জায়গার নাম	مَـخْـرَج مَـسْجِد مَـدْرَسَة مَـفْـعَـل مَـفْـعِل مَـفْـعَـلَـة	স্বাভাবিক গুণ	رَحِيم غَفُـور عَـالِـم فَـعِيـل فَـعُول فَـاعِل
যে কাজ একবার করা হয় তার জন্য	رَكْـعَـة (رَكْـعَـات) سَجْدَة (سَجْدَات) فَـعْـلَـة (فَـعْـلَات)	صيغة المبالغة (আধিক্যবাচক বিশেষ্য)	غَفَّـار قَـيُّـوم وَدُود فَـعُول فَـعِيـل فَـعُول

اِنَّ وأخَواتُها	إِنَّ اللّٰهَ غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ	اِنَّ، اَنَّ، كَـأَنَّ، لٰـكِنَّ، لَـيْتَ، لَـعَلَّ
كَانَ وأَخَواتُهَا	كَـانَ اللّٰهُ غَفُـورًا رَّحِيـمًـا	كَـانَ، بَـاتَ، زَالَ، أَصْبَحَ، أمْسٰى

جمله اسميه	اَلْـبَـيْـتُ كَـبِـيـرٌ ، اللّٰهُ خَالِـقٌ
جمله فعليه	خَـلَـقَ اللّٰهُ الْأَرْضَ، خَـلَـقْـنَـا الْأَرْضَ، خَـلَـقْـنَـاهَـا

কর্মবাচ্য (উদ্ভাবিত ক্রিয়া) مجهول (افعال ثلاثي مزيد فيه)		
سُبِّحَ	تُـدُبِّـرَ	اُنْـقُـذِ

কর্মবাচ্য (তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া)			
مَاضِيْ مجهول		مُضَارِع مجهول	
فُـعِلَ	فُـعِلَـتْ	يُـفْـعَلُ	تُـفْـعَلُ

~~أُنْقُلِبَتْ~~	تُدُبِّرَتْ	سُبِّحَتْ
أُخْتُلِفَ أُخْتُلِفَتْ	تُدُورِسَ تُدُورِسَتْ	جُوهِدَ جُوهِدَتْ
أُسْتُغْفِرَ أُسْتُغْفِرَتْ		أُسْلِمَ أُسْلِمَتْ

يُفْعَلْنَ	يُفْعَلُوْنَ	فُعِلْنَ	فُعِلُوْا
تُفْعَلِيْنَ	تُفْعَلُ	فُعِلْتِ	فُعِلْتَ
تُفْعَلْنَ	تُفْعَلُوْنَ	فُعِلْتُنَّ	فُعِلْتُمْ
أُفْعَلُ	أُفْعَلُ	فُعِلْتُ	فُعِلْتُ
نُفْعَلُ	نُفْعَلُ	فُعِلْنَا	فُعِلْنَا

মাষ্টার টেবল-২ : **উদ্ভাবিত ক্রিয়া (أفْعَال ثُلاَثِي مَزِيْد فِيْه)**		
তখন আমাদের থাকবে انقلاب। যে পথে اختلاف। কমে যাবে। শেষে আমরা করব استغفار। اِنقَلَبَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَغْفَرَ-	সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য, কুরআনে নিয়ে আমাদের করতে হবে تدبّر এককভাবে এবং تدارُس সমবেতভাবে। تَدَبَّر ، تَدَارَسَ-	تسبيح এবং مجاهدة হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি হতে سَبَّحَ ، جَاهَدَ ، أَسْلَمَ-
اِنْقَلَبَ ، يَنْقَلِبُ ، اِنْقَلِبْ — **اِنقَلَبَ** — مُنْقَلِب ، مُنْقَلَب ، اِنْقِلَاب নিজের উপরেই প্রভাব كَسَرَ: توڑا، اِنْكَسَرَ: ٹوٹ گیا.	تَدَبَّرَ ، يَتَدَبَّرُ ، تَدَبَّرْ — **تَدَبَّرَ** — مُتَدَبِّر ، مُتَدَبَّر ، تَدَبُّر কারণ এবং প্রভাবের মধ্যে সম্পর্ক.. نَزَّلَ ← تَنَزَّلَ ، عَلَّمَ ← تَعَلَّمَ ، ذَكَّرَ ← تَذَكَّرَ	سَبَّحَ ، يُسَبِّحُ ، سَبِّحْ — **سَبَّحَ** — مُسَبِّحْ ، مُسَبَّحْ ، تَسْبِيح نَزَلَ ← نَزَّلَ ، عَلِمَ ← عَلَّمَ كَذَبَ ← كَذَّبَ
اِخْتَلَفَ ، يَخْتَلِفُ ، اِخْتَلِفْ — **اِخْتَلَفَ** — مُخْتَلِف ، مُخْتَلَف ، اِخْتِلَاف هَدٰى ← اِهْتَدٰى ، وَقٰى ← اِتَّقٰى	تَدَارَسَ ، يَتَدَارَسُ ، تَدَارَسْ — **تَدَارَسَ** — مُتَدَارِس ، مُتَدَارَس ، تَدَارُس ইহাতে ২টি পক্ষ জড়িত (সাধারণত) تَسَاءَلَ، تَدَارَسَ، تَوَاصٰى	جَاهَدَ ، يُجَاهِدُ ، جَاهِدْ — **جَاهَدَ** — مُجَاهِدَ ، مُجَاهَدَ ، مُجَاهَدَة ইহাতে ২টি পক্ষ জড়িত (সাধারণত) جَادَلَ، نَادٰى، حَاسَبَ، آخَذَ، خَادَعَ
اِسْتَغْفَرَ ، يَسْتَغْفِرُ ، اِسْتَغْفِرْ — **اِسْتَغْفَرَ** — مُسْتَغْفِر ، مُسْتَغْفَر ، اِسْتِغْفَار	উদ্ভাবিত ক্রিয়ার এই প্যাটার্ন গুলি কুরআনে এসেছে প্রায় ৯০০০ বার।	أَسْلَمَ ، يُسْلِمُ ، أَسْلِمْ — **أَسْلَمَ** — مُسْلِم ، مُسْلَم ، إسلام

ইহাতে চাওয়া জড়িত (সাধারণত) غَفَـرَ ← اِسْتَغْفَـرَ	(কুরআনের প্রায় প্রতি লাইনে একবার)	نَـزَلَ ← أَنْـزَلَ ، خَـرَجَ ← أَخْـرَجَ رَأَى ← أَرٰى